প্রার্থনা-মালা।

মহাত্মা থিয়োডোর পার্কারের প্রার্থনা গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

জে, এন, ঘোষ এণ্ড কোম্পানীর ওরিএণ্টেল প্রেসে মুদ্রিত হইল।

সন ১২৭৭

প্রার্থনা-মালা।

প্রথম প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! তোমাকে জানিবার নিমিত্তে কোন সাধকের আবশ্যক করে না। নাথ! আমরা তোমার সন্নিধানেই বাস করি, তোমার পূর্ণ জ্ঞানেই ধ্যান করি, তোমার নিরপেক্ষ বিচার-প্রণালী মান্য করি, এবং তোমার প্রেমানন্দে উল্লাসিত হইয়া তোমার নিত্য সহবাস জনিত পবিত্র সুখ লাভ করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করি। আমরা ইহা অবগত আছি যে তুমি আমাদিগ হইতে কোন পার্থিব উপকারের প্রত্যাশা কর না এবং আমাদের বদনোচ্চারিত কোন প্রশংসা ধ্বনি শুনিতেও আকাঙ্ক্ষা কর না। অথচ আমরা তোমার পৃথিবীতেই বাস করি, তোমার পদার্থই ভোগ করি, তোমার সমীরণই সেবন করি; তুমিই অচিন্ত্য শক্তি ও সুশাসন প্রভাবে

আমাদিগকে সদাসর্ব্বদা প্রতিপালন কর। এবং তোমার মঙ্গলেচ্ছা ও অনন্ত প্রেমই আমাদিগকে অনন্তকাল পর্য্যন্ত পূর্ণানন্দ প্রদান করে। প্রভো! তোমার উপযুক্ত প্রার্থনা করিতে যদিও আমরা নিতান্ত অক্ষম তথাপি তোমাকে ধন্যবাদ না করিয়া কোনরূপেই ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। আমরা বিনম্র অন্তঃকরণে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি, যেন তোমার সাক্ষাৎকার লাভে আত্মাকে উৎসাহিত করিয়া জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদনে কৃতকার্য্য হই, এবং সংসারের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া ও তাহার দুঃসহ ক্লেশ অকুতোভয়ে বহন করিয়া প্রকৃত সুখের অধিকারী হই।

নাথ! আমরা তোমাকে ভক্তি সহকারে ধন্য-বাদ করিতেছি। এই যে পৃথিবী আমাদের চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইয়া রহিয়াছে ইহা সময়ে সময়ে নির্ম্মল জ্যোতিতে প্রকাশমান এবং সময়ে সময়ে দুর্জ্জয় ঝটীকা ও মেঘ মালায় আচ্ছন্ন হইলেও তুমি উভয়তঃ শান্তি ও বিপ্লবের সময় আমাদিগকে রক্ষা করিয়া তোমার বিমলানন্দ দানে চরিতার্থ করিতেছ। আমরা যে সকল পদার্থ ভোগ করিতেছি তাহা তুমিই প্র-

দান করিয়াছ, এবং ভবিষ্যতে যে সুখ ভোগ করিব তাহা প্রদান করিতেও অঙ্গীকার করিতেছ। কৃতজ্ঞ চিত্তে আমরা ইহা স্বীকার করিতেছি যে তুমিই আমাদের পাণি যুগল, কর্ত্তব্য সাধনে নিয়োগ করিতেছ, তুমিই সাংসারিক প্রলোভন দ্বারা আমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া আমাদের আত্মা বলীয়ান করিতেছ, এবং তুমিই প্রাণতুল্য অকপট মিত্রবর্গে বেষ্টিত করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখ দানে আমাদিগকে জাগ্রতাবস্থায় সুখী করিতেছ, ও সুষুপ্তি কালে স্বপ্নাবস্থায়ও পুলকিত করিতেছ। প্রভো! তুমি অপার অনুকম্পা সহকারে আমাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ কর। তোমার অপার করুণা শিশুকেও আমোদিত করে এবং বৃদ্ধকেও পুলকিত করে, সাধুকেও প্রীত করে এবং পাপীকেও সমাদর করে। পিতঃ! আমরা ইহা জ্ঞাত আছি যে তোমার পথ হইতে বিচ্যুত হইতেছি, তোমার মঙ্গলকর নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছি, সংসার আমাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতেছে, এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ও রিপু সন্নিধানে আমরা দাসত্ব স্বীকার করিতেছি। হা নাথ! তথাপিও আমাদের অন্তঃকরণে কিরূপ হর্ষোদয় হইতেছে, যখন আমরা

ইহা মনে করিতেছি যে তোমার করুণা, আমাদের দয়ার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর নহে। যেমন মেষপালক, তাহার রক্ষিত মেষদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং দুর্ব্বল মেষশাবকেরা বিপথগামী হইলে তাহাদিগকে বক্ষে স্থাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে অনন্ত প্রেম সহকারে লালন পালন করিতেছ, এবং আমরা ভ্রম পাপে নিপতিত হইলে অবশ্যই স্নেহময় ক্রোড়ে স্থান দান করিয়া অমৃত নিকেতনে লইয়া যাও। হে নাথ! আমরা মোহ বশতঃ তোমার যে সকল নিয়ম লঙ্ঘন করি, তাহা যেন অনুতাপে তাপিত হইয়া সংশোধন করিতে সমর্থ হই। অভিনব শক্তি ও বিশুদ্ধ মানসে যেন পাপান্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া তোমার নির্ম্মল জ্যোতি প্রত্যক্ষ করি, এবং সৎকার্য্য সাধনে অনুপম ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া মনুষ্য সুখের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হই।

প্রভো! আমাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দান কর, যেন আমরা জ্ঞান ও বিশ্বাস সহকারে সংসারের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে পারি, প্রত্যেক কর্ত্তব্য কার্য্যে ও বিপদে যেন তোমার অসীম জ্ঞান, মঙ্গলভাব ও পবিত্রতার পরিচয় প্রাপ্ত হই। সাংসারিক বিপদে

দুঃখের তিক্ত বারি পান করিয়া যেন দ্বিগুণতর উৎসাহ ও শক্তি সহকারে উন্নতি লাভ করি। আমাদের আত্মাতে শান্তি প্রদান কর। আমাদের অন্তরস্থিত সহস্র তারবিশিষ্ট বিনাযন্ত্র ছিন্নতার না হইয়া যেন তান-লয়-বিশুদ্ধ স্বরে তোমার মঙ্গল গানে নিযুক্ত থাকে। যদিও অশিব কার্য্য সাধনের নিমিত্ত আমরা ভ্রম বশতঃ তোমাকে সজল নয়নে প্রার্থনা করি, নাথ! তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাহা হইতে বিরত রাখ। আমরা যেন সকল মনুষ্যের সহিত, সখ্যভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, এবং সহৃদয়ে তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করি, ও তাহাদিগকে আত্মবৎ প্রেম করিয়া যেন তাহাদের উপকারেই আপন উপকার জ্ঞান করি। পিতঃ! আমাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দেও, যেন আমরা অপ্রিয়কে প্রিয় জ্ঞান করি, শত্রুকে প্রেম করি এবং পৃথিবীস্থ অজ্ঞ ব্যক্তিগণের মঙ্গল সাধনে যত্নবান্ হইয়া তাহাদিগকে ভ্রম প্রমাদ ও দুর্ম্মতি হইতে এইরূপ মুক্ত করি যেন তাহারা সকলেই তোমাকে পরম পিতা জ্ঞান করে, এবং পৃথিবীস্থ ভ্রাতৃবর্গকে ভ্রাতার ন্যায় বিবেচনা করিয়া তোমাতে পূর্ণ প্রীতি স্থাপন করে।

তোমার সহবাসে যেন আমরা সর্ব্বদা কৃতার্থ হই। কোন পাপই যেন আমাদিগকে তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি হইতে দূর না করে। আমরা যেন রিপুপরতন্ত্র হইয়া তোমার নিয়ম হইতে বিচ্যুত না হই। আমাদের মন ও বিবেক আত্মার সহিত মিলিত হইয়া যেন তোমাতেই অর্পিত হয়। তোমার নিরপেক্ষ বিচার যেন আমাদের ন্যায়পরতাকে উজ্জ্বল করে এবং তোমার প্রেমানন্দ অন্তঃকরণে জাজ্বল্যমানরূপে প্রকাশিত হইয়া আত্মাকে অনন্তকাল পর্য্যন্ত সুখী করিতে থাকে।

মনুষ্য জাতি পাপান্ধকারে পতিত হইলে যখন উচ্চ পদাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ বঞ্চকরূপে গণ্য হয় এবং সাধারণেরা অহঙ্কারী ব্যতীত আর কিছুই নহে, তখন যেন আমরা অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হই এবং তোমার সন্নিধানে সত্য সহবাসে অবস্থিতি করি। যেমন তিমিরাচ্ছন্ন নিশা সময়ে উত্তুঙ্গ তরঙ্গজালে উথলিত গভীর জলধি মধ্যে পোত পতিত হইলেও শৈল শৃঙ্গের আলোক দর্শন করিয়া নিরাপদে আশ্রয়স্থান প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমরাও যেন সংসার সাগরের ভ্রমান্ধকারে পতিত

হইয়া বিশ্বাসের নির্ম্মল জ্যোতি অবলোকন করতঃ তোমার অমৃত নিকেতনে উপনীত হই। পিতঃ! আমাদিগকে কর্ত্তব্য সাধনে শক্তি-শালী কর; সাংসারিক দুঃখ সহ্য করিতে অধ্যবসায় প্রদান কর এবং পরীক্ষাকালে এইরূপ আশা ও স্থির বিশ্বাস দান কর, যেন আমরা সমুদায় প্রলোভন পরাজয় করিয়া তোমার পূর্ণানন্দের অধিকারী হইতে পারি।

নাথ! আমরা ব্যাকুলতার সহিত তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে আমাদের দুষ্কর্ম্মজনিত অত্যাচার সকল মার্জ্জনা কর এবং বিষয়লালসা হইতে বিরত রাখিয়া পাপ হইতে মুক্ত কর। তোমার নাম জগতে পবিত্রভাবে উচ্চারিত হউক। তোমার মঙ্গল রাজ্য আগমন করুক এবং তোমার মঙ্গল ইচ্ছা স্বর্গতুল্য পৃথিবীতে প্রচারিত হউক।

দ্বিতীয় প্রার্থনা।

হে অনাদি অনন্ত মহান্ পুরুষ ! তুমি সকল সময়ে সকল স্থানে পূর্ণভাবে বিরাজমান আছ। যে বিশুদ্ধাত্মা তোমাকে প্রগাঢ় বিশ্বাস সহকারে দর্শন করে, তোমার পবিত্র বাসস্থান তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আমরা তোমার প্রতি মন সমর্পণ করিয়া তোমার মঙ্গল গান, ও প্রশংসাধ্বনি উচ্চারণ করিতেছি, এবং ভাবি কালের জন্যে তোমার নিকট নূতন উৎসাহ প্রার্থনা করিতেছি, যদিও আমাদের কৃত দোষের অনুতাপ দ্বারা এই মঙ্গল উপহার কলঙ্কিত হইতেছে। পিতঃ ! প্রার্থনা কালে আমাদিগের আত্মাতে অধিষ্ঠান কর এবং তোমার নিকট কি প্রার্থনা করা বিধেয়, তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দেও। আমরা যেন তোমাকে বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতার সহিত সেবা করি, ও প্রকৃতরূপে পূজা করিয়া কৃতার্থ হই।

প্রভো ! আমরা আত্মাকে তোমার নিকট অবনত করিয়া তোমার অনন্ত শক্তি মান্য করিতেছি, এবং তোমার অপরিসীম জ্ঞান ধ্যান করিতেছি আমরা তোমার করুণা বলে নিরাপদে বাস করিতেছি ইহা অবগত হইয়া তোমার যথার্থ মঙ্গলভাব বিশ্বাস করিতেছি। প্রভো ! তোমার অপার প্রেমে আমরা আনন্দিত হইতেছি। তোমার অকৃত্রিম স্নেহে আমরা পুলকিত হইতেছি। তোমার অপার অনুকম্পা প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের অন্তঃকরণ আনন্দে উচ্ছসিত হইতেছে। যখন আমরা অবগত হই যে তুমি আমাদিগের পরমপিতা এবং তুমি গর্ব্ভধারিণী অপেক্ষাও প্রচুর পরিমাণে প্রেম কর তখন যেন আমাদিগের অন্তরাত্মা প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। নাথ ! কিরূপে তোমাকে ধন্যবাদ করিতে হয় তাহা আমরা জানিনা। আমাদের সীমাবদ্ধ অল্প বুদ্ধি দ্বারা তোমার মঙ্গলেচ্ছা ও অপার করুণা অবগত হইতে আমরা নিতান্ত অক্ষম। তুমি যে আমাদিগের চতুর্দ্দিকে অপার করুণার চিহ্ন সকল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছ এবং দিবস সৃজন করিয়া আমাদের মানস রঞ্জন করিতেছ ; সেই নিমিত্তে

তোমাকে বার বার নমস্কার। পিতঃ ! এই যে প্রশস্ত ভূমণ্ডল শ্যামল শোভায় শোভিত হইয়া আমাদের পদতলে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, এই যে মস্তকোপরি অত্যাশ্চর্য্য নভোমণ্ডল মণ্ডলাকারে সৃষ্ট হইয়া রজনী যোগে পরম শোভাকর নক্ষত্র বীজে পরিপূর্ণ হইতেছে, এবং উষা কালে বিচিত্র আলোকে সুরঞ্জিত হইতেছে, ইহাদের দ্বারা তুমি কতই আনন্দ বর্ষণ করিতেছ; আমরা তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি, কেন না যে সকল নৈসর্গিক পদার্থ আমরা দর্শন করি তাহারা সকলেই তোমার সত্ত্বা জ্ঞাপন করে। আহা ! এই যে তটিনীকুল কল কল নাদে ধাবমান হইতেছে এবং প্রশান্ত গভীর জলধি সময়ে সময়ে ভাটা ও জোয়ার কর্ত্তৃক হ্রাস ও বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহারা সকলেই তোমার মাহাত্ম্য প্রকাশ করে; তোমার শক্তির ঘোষণা করে, তোমার জ্ঞান বর্ণন করে এবং তোমার প্রেমের মঙ্গল সমাচার প্রদান করিয়া আমাদিগকে মোহিত করে। কিন্তু, সকল অপেক্ষায় তোমার মনোহর ধ্বনি আমাদিগের অন্তঃকরণে সুমধুর প্রবিরল ভাবে তোমার সত্ত্বা সমধিক পরিমাণে ব্যক্ত করিয়া এই উপদেশ দান করে যে, যে সকল ঐশ্বর্য্য

আমরা দর্শন করি তাহা তোমার অনন্ত মহিমার একটি কণা মাত্র। হে অনন্ত জ্যোতির উৎস! ইহারা যেন তোমার নি[illegible] প্রেমজ্যোতি হইতে একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ মাত্র পতিত হইয়াছে। যে সকল বাহ্য বস্তু আমরা অবগত হইতেছি তাহা তোমার শক্তি, জ্ঞান এবং অপার অনুকম্পার ক্ষুদ্র অংশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। হে নাথ! আমরা তোমাকে ধন্যবাদ করি যে তুমি আমাদিগের অন্তঃকরণে ইহাই স্পষ্টাক্ষরে অঙ্কিত করিয়াছ যে তুমি আমাদিগের পরম পিতা; প্রেমই তোমার যথার্থ উপাধি এবং তোমার সন্নিধানে ভয়ে কম্পমান হওয়া কোন মতেই আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। শিশু যেমন প্রগাঢ় প্রেম ও ইচ্ছা সহ মাতার দিকে ধাবমান হয় সেইরূপ অবি-চলিত বিশ্বাসের সহিত সর্ব্ব প্রযত্নে তোমার নিকট গমন করাই আমাদিগের বিধেয়। তুমি আমাদিগের এই দোষ মার্জ্জনা কর যে আমরা তোমাকে জানিতে পারি নাই, যে উল্লসিত হইবার সময় আমরা কম্পমান হইয়াছি এবং ভয়ের কারণ দর্শন না করিয়া ভীত হইয়াছি। হে প্রভো! আমাদিগের আত্মাকে তো-মার জ্ঞানে পরিপূর্ণ কর যেন আমরা তোমাকে

জানিতে পারি, তোমাকে প্রেম করিতে পারি এবং দৈনিক কার্য্যে তোমার সেবা করিতে সমর্থ হই।

নাথ! যে সকল লালসা সঙ্গে দুঃখ ও ক্লেশ আনয়ন করে আমরা তাহা প্রার্থনার সময় স্মরণ করিতেছি। যে কর্ত্তব্য কার্য্য তুমি আমাদিগের উপর নিয়োগ করিয়াছ তাহা সাধনে আমাদিগকে সুদৃঢ় কর, প্রত্যেক দুঃখ সহ্য করিতে আমাদিগকে শক্তিশালী কর, দিবসেই দিবসের কার্য্য সম্পন্ন করিতে ব্যগ্রতা ও অধ্যবসায় প্রদান কর, এবং এইরূপ বলীয়ান কর যাহাতে আমরা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষা করিতে পারি। আমরা হুতাশন তুল্য রিপু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তুমি এইরূপে আমাদিগকে সেই প্রচণ্ড অগ্নি শিখা হইতে মুক্ত কর যেন তাহার অপবিত্র কলুষোদ্ভব দুর্গন্ধ আমাদের বসনাঞ্চলেও অবশিষ্ট না থাকে। ভয়ঙ্কর ধনমদে প্রমত্ত হইলে আমরা এই প্রার্থনা করি যেন তাহার তুষারবৎ হিম শক্তির দ্বারা আমরা জড়ীভুত না হই। নাথ! আমাদিগকে জ্ঞান শক্তি প্রদান করিয়া ভ্রমান্ধকার দূর কর, বিচার শক্তি প্রদান করিয়া স্বার্থপরতা পরাভুত কর এবং কর্ত্তব্য সাধনের ইচ্ছা দান করিয়া

কামনা সকল বশীভূত কর। পিতঃ! অবিচলিত বিশ্বাসের সহিত সরল ভাবে যেন তোমার প্রীতি আমাদিগের অন্তঃকরণে বিরাজমান থাকে। আমা-দিগের এই পার্থিব জীবন যেন তোমার দর্শন ও গ্রহণ যোগ্য হয় এবং আত্মা যেন তোমার ঐশিক দানে পূর্ণ হইয়া আনন্দিত হইতে থাকে। প্রভো! সাংসারিক ক্লেশ সহ্য করিতে শক্তিশালী করিয়া আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ কর। প্রার্থনা পরিশ্রম এবং অশ্রুপাত দ্বারা যেন আমরা সম্পূর্ণ-রূপে তোমার হইয়া তোমাতেই অনুরক্ত হই। তোমার সত্য যেন আমাদের অন্তঃকরণে সদাসর্ব্বদা বাস করে। তোমার বিচার যেন আমাদের সহ শিবির সন্নিবেশ করে। তোমার অপার অনুকম্পা যেন আমাদিগের আত্মাকে কৃতার্থ করে। নাথ! তোমার মঙ্গল রাজ্য আগমন করুক এবং তোমার মঙ্গল কামনা সর্গতুল্য পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়া প্রেমানন্দ বর্ষণ করুক।

তৃতীয় প্রার্থনা।

হে জগৎপাতঃ জগদীশ্বর! তুমি আমাদিগের জীবনের জীবন এবং এই জগতের রক্ষাকর্ত্তা। আমরা তোমার পবিত্র প্রেম লালসায় কৃতজ্ঞচিত্তে তোমার মঙ্গল গান ও প্রার্থনা করিতেছি। তুমি সূর্য্য কিরণ প্রেরণ করিয়া জগৎকে প্রকাশিত করিতেছ। তুমি মেঘ হইতে নির্ম্মল বারি বর্ষণ করিয়া উড্ডীন ধূলারাশি নিস্তব্ধ করিতেছ এবং মার্গস্থিত রসহীন উপল খণ্ড সুশীতল রসে পূর্ণ করিতেছ। আমরা ইহা অবগত আছি যে তুমি তোমার সত্ত্বা বিজ্ঞাপন করিয়া আমাদিগের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিবে, তোমার ধর্ম্ম দান করিয়া আত্মার ক্ষুধা নিবৃত্ত করিবে, বিচার দ্বারা আমাদের ন্যায়পরতার পবিত্র কামনা পূর্ণ করিবে, এবং প্রত্যেক উত্তপ্ত হৃদয় ক্ষেত্রে তোমার নির্ম্মল প্রেম সলিলে প্লাবিত করিবে।

হে নাথ! আমরা তোমাকে ধন্যবাদ করি যে অপার অনুকম্পা সহকারে তুমি প্রত্যেক তৃণকে রক্ষা করিতেছ, প্রত্যেক কুসুম কলিকাকে বিবিধ বর্ণে

ভূষিত করিতেছ। এবং এই যে গ্রহগণ আমাদের শিরোপরে মণ্ডলাকারে অবস্থিতি করিতেছে এবং পৃথিবী আমাদিগের পদতলে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে ইহাদিগকেও তুমিই রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছ। তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া কঠিন ব্যাপার নহে। তুমি কিছু আমাদিগ হইতে অন্তরে অবস্থিতি কর না। প্রত্যেক মনুষ্যের আত্মাতে তুমি সমভাবে সদাকাল বিরাজমান রহিয়াছ। পিতঃ! তোমার বিচার শক্তির কি অচিন্ত্য মহিমা, ইহাতে পাপরূপ বিষবৃক্ষ হইতেও সদাকাল পুণ্যের অমৃত ফল উৎপন্ন হয়, মনুষ্যের অশুভ আশা নৈরাশ হয়, এবং সকল কার্য্যেই আমাদের শুভ সম্পাদন করে। আমরা তোমাকে ধন্যবাদ করিতেছি যে তুমি অপরিসীম প্রেম সহকারে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছ ও আমাদের আবাসস্থান এই সুদৃশ্য বিশ্বকে নির্ম্মাণ করিয়াছ। আমরা কলুষ জনিত অনুতাপানলে দগ্ধ হইলে তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর না, বরং সদাকাল সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া শান্ত্বনা সলিলে শীতল কর। অধিক কি অনুশোচনাবিহীন পাষাণহৃদয় বিপথগামী পাষণ্ডকেও সুখ বিতরণ করিয়া আনন্দিত কর।

নাথ! তোমার অমৃতময় স্বর সদাকাল আমাদিগের অন্তঃকরণে ধ্বনিত হইতেছে। তুমি তোমার ঐশিক জ্ঞান প্রদান করিয়া আমাদিগকে সুপন্থা প্রদর্শন করিতেছ এবং আমাদের অজ্ঞতাকে ভর্ৎসনা ও পাপের শাস্তি বিধান করিয়া অন্তঃকরণের প্রত্যেক পবিত্র ও মঙ্গল কামনার উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছ।

নাথ! তুমি মনুষ্যজীবনের মহৎ দৃষ্টান্ত স্বরূপ মহাত্মাদিগের জন্ম বিধান করিয়াছ। তাঁহাদিগের নীতিশাস্ত্র আমাদিগকে এইক্ষণ শাস্তি প্রদান করিতেছে এবং তাহাদিগের পবিত্র জ্যোতি বলে আমরা গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন সংসার সাগর পার হইয়া চরমে তোমার অমৃত নিকেতনও প্রাপ্ত হইব।

আমরা এই প্রার্থনা করিতেছি যে যে সকল তুমি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছ তন্নিমিত্তে যেন আমরা তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হই। সংসার পাপান্ধকারে আবৃত হইলে যখন ধনবানেরা সকলই প্রবঞ্চক ও ক্ষুদ্র মনুষ্যেরা মিথ্যাবাদীরূপে গণ্য হয় তখনও যেন নিরাশ হইয়া এক মুহুর্ত্তের নিমিত্তেও তোমার সত্য ও মঙ্গলাভিপ্রায় হইতে বিচ্যুত না হই। আমাদের নেত্র যেন সত্য, পবিত্র ও মঙ্গল বিষয়

সমূহে নিয়ত স্থির ভাবে অবস্থিতি করে। আমরা যেন তাহাদিগকে প্রেম করি এবং তদ্দ্বারা তোমাকে অবিচলিত ভক্তি সহকারে প্রীতি করিয়া কৃতার্থ হই। আমাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দান কর যেন আমরা মনুষ্যের কাল্পনিক প্রথা হইতে তোমার অবিনশ্বর নিয়ম ও মঙ্গলাদেশ অবগত হইতে শক্তিশালী হই, দৈনিক কার্য্যে যেন দোষশূন্য হইতে পারি এবং তিতিক্ষা রক্ষা প্রাপ্ত হইয়া স্বভাবকে উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হই। আমরা যেন সকল হইতে তোমাকে প্রেম করি অর্থাৎ স্রষ্টাকে যেন সৃষ্ট পদার্থ হইতে আমাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হয়। আমরা যেন তোমার যথার্থ বিচার অনুকরণ করি, তোমার নির্ম্মল সত্যের অংশ ভোগ করি এবং মনুষ্য মধ্যে তোমার প্রেম প্রচার করিয়া কৃতার্থ হই। আমরা অতিশয় দুর্ব্বল অতএব আমাদিগকে বল দান কর। আমরা কি পাপী! এই প্রশ্ন করিবা মাত্রই আত্মা যেন মুক্তস্বরে আমাদিগকে পাপী বলিয়া ব্যক্ত করে। অতএব হে পিতঃ! আমাদিগকে ভর্ৎসনা কর এবং শাস্তি প্রদান কর যাহাতে আমাদের পশ্চাত্তাপ উপস্থিত হয় এবং যাহাতে আমরা বিনম্র অন্তঃকরণে

তোমার নির্ম্মল সত্তা ও পবিত্র মহিমা অর্চ্চনা করিতে নিযুক্ত হই। আমাদিগকে তোমার অপার প্রেম দান কর, যদ্দ্বারা আমরা প্রত্যেক বিদ্রোহি রিপুকে পদতলে নিহত করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি এবং মনুষ্যভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ও তোমার নিকট অভয় প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্ম বলে বলীয়ান হই। আমাদিগকে তোমার অনন্ত শক্তির পরিচয় প্রদান কর এবং তোমার অপার প্রেমে মগ্ন কর। আমরা যেন পাপের দুঃসহ ভার হইতে মুক্ত হই। বিহঙ্গরাজ উৎক্রোশ পক্ষী যেমন সূর্য্য কিরণ দর্শনে লোলুপ হইয়া নভোমণ্ডলে উড্ডীয়মান হয়, সেইরূপ আমরাও যেন তোমার নির্ম্মল প্রেমজ্যোতির লালসায় তোমার দিকে ধাবমান্ হইতে থাকি। আমরা যেন সাংসারিক প্রলোভনের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি। প্রত্যেক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে ও প্রত্যেক দুঃখবহনে আত্মাকে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হই। আমাদের শরীর ও জীবন যেন সদাকাল তোমার মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। আমরা মনুষ্য জীবনের নানা অবস্থাতেই তোমার অপার অনুকম্পা আকাঙ্ক্ষা করি। তরুণ বয়স্ক বালকেরা

যেন তোমার করুণা বলে দোষ শূন্য হইয়া সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়। তাহারা যেন মনুষ্যের ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অকৃত্রিম স্নেহ সহকারে ভ্রাতৃবর্গকে প্রেম করে এবং তোমাতে প্রীতি সংস্থাপন করিয়া চরিতার্থ হয়। মনুষ্যেরা সুদৃঢ় প্রেমে উল্লাসিত হইয়া দাম্পত্য শৃঙ্খলে নিবদ্ধ হইলে তাহাদিগের সংযুক্ত আত্মা হইতে যেন এমন একটি নির্ম্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয় যদ্দ্বারা তাহারা অকলঙ্করূপে তোমার সেবা করিতে পারে; এবং পবিত্র ভক্তি সহকারে জীবনের যথার্থ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। নাথ! দৈনিক কর্ম্মের প্রলোভন মধ্যে আমাদিগকে মহত্ত্ব শিক্ষা দেও। আমরা যেন সকল মনুষ্যকে প্রেম করি, আত্মার পবিত্রতাকে সম্ভ্রম করি; এবং মনুষ্য ভয়ে ভীত হইয়া কিম্বা তাহাদের প্রশংসা ও অনুরাগ লালসায় দোলায়মান হইয়া যেন সত্য হইতে বিচ্যুত না হই।

প্রার্থনাকালে আমরা দরিদ্রদিগের শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিতেছি বিশেষতঃ তাহাদের দুর্দ্দশাই অধিক পরিমাণে মনে হইতেছে যাহারা লৌহময় কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া ম্লান মুখে আমাদের

আশ্রয় আকাঙ্ক্ষা করে। প্রভো! তাহাদিগের নিমিত্তে যে প্রার্থনা করিতেছি তাহা মুখ হইতে নির্গত হইয়া তোমার নিকট এই আকাঙ্ক্ষা করে যে তুমি তাহাদিগকে মনুষ্যত্ব প্রদান কর। আহা! যে মহত্ত্ব তাহারা জন্ম কালে প্রাপ্ত হইয়াছিল দূরাত্মারা তাহা বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছে। আমরা সকলই তোমার নিকট পাপী, কিন্তু তাহাদিগের অবস্থায়ই আমাদের বিশেষরূপে স্মরণ হয় যাহারা অতি নিলর্জ্জ ভাবে তোমার মঙ্গলকর নিয়ম লঙ্ঘন করে এবং যাহারা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রার্থনা ও শোণিতোপার্জ্জিত মহত্ত্ব কলুষ দ্বারা দোষিত করে। পিতঃ! আমরা এই প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি তাহাদিগকে দয়া কর যাহারা দয়ার লেশ মাত্রও জানে না। তাহাদিগকেও প্রেম কর যাহারা সকলকে ঘৃণা করে এবং যাহারা অতি জঘন্য ও অকৃতজ্ঞ অন্তঃকরণে তোমার ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনিকেও তুচ্ছ করে এবং তোমার অকলঙ্ক প্রেমের নিন্দা ঘোষণা করে। প্রভো! আমরা যেন এই সকলকে প্রেম করি এবং তাহাদিগের মঙ্গল সাধন করি যাহাদের শরীর শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলেও আত্মা তোমাতে সমর্পণ

করিয়া কেবল মনুষ্যের যথার্থ সম্পত্তি লাভের নিমিত্তে স্থানান্তর পলায়ন করিতেছে। আমরা প্রার্থনা করি যে তুমি তাহাদিগকে রক্ষা কর এবং মহৎ মনুষ্যের অন্তঃকরণে এইরূপ উৎসাহ বর্দ্ধন কর, যেন তাঁহারা পতিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ না করিয়া আশ্রয় দান করেন। প্রভো! তোমার দয়া কখন ক্ষুণ্ণ হইবার নহে। মনুষ্য অন্তঃকরণে এইরূপ দয়া উদ্দীপিত কর যেন তাঁহারা যথার্থ ন্যায় শিক্ষা করিয়া সকলকে প্রেম করে। আমাদিগকে সাহসী, ধার্ম্মিক ও পবিত্র কর। এই শিক্ষা দান কর যেন আমরা সকলকে প্রেম করি। আমরা যেন তাহাদিগকে প্রেম করি যাহারা আমাদিগকে ঘৃণা করে এবং তাহাদের নিমিত্তেও প্রার্থনা করি যাহারা আমাদিগকে শত্রু জ্ঞান করে। তোমার মঙ্গল রাজ্য নাথ! আগমন করুক এবং তোমার সাধুকামনা পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য শান্তি-জলে শীতল করুক।

চতুর্থ প্রার্থনা।

হে জগৎপাতা জগদীশ্বর! তুমি স্বর্গে আছ, পৃথিবীতেও আছ। তুমি সর্ব্বস্থানেই বিরাজ কর এবং সকল আত্মাকেই তোমার শক্তি জ্ঞান ও প্রেম দ্বারা পরিপূর্ণ কর। আমরা যেন আত্মাকে তোমার প্রতি উন্নত করি এবং তাহা বিপথগামী হইলে তাহাকে সৎপথে আনয়ন করিয়া প্রার্থনা কালে তোমার নিত্য সহবাসে কৃতার্থ হই। আমরা যেন দৈনিক কর্ত্তব্য সাধনে শক্তিশালী হই এবং তোমার প্রদত্ত আনন্দ লাভে কৃতজ্ঞ হইয়া প্রগাঢ় বিশ্বাসের সহিত তোমাতে অবস্থিতি করি। আমরা ইহা বিলক্ষণরূপে জানি যে তুমি সদাকাল আমাদিগকে স্মরণ কর এবং যে প্রার্থনা আমরা এইক্ষণ করিতেছি তাহাও তুমি আমাদিগ হইতে আকাঙ্ক্ষা কর না কেননা তুমি যে আমাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য ও পরমারাধ্য তাহা আমরা অবগত হইবার পূর্ব্বেই তুমি আমাদের অন্তর-তম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। পিতঃ! ইহা আমরা উত্তমরূপে জানি-

তেছি যে যদিও পার্থিব বন্ধুগণ বিশ্বাসঘাতক হয়, যদিও স্থানের দূরতা ও সময়ের দীর্ঘতা বশতঃ জননীর অন্তঃকরণ হইতে শিশু সন্তান অন্তর্হিত হয়, তথাপিও তোমার প্রীতি-পূর্ণ নেত্র সদাকাল আমাদিগের উপর বিরাজ করে এবং পার্থিব বান্ধবেরা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেও তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ প্রেমশূন্য হইলেও তোমার অপার প্রেম আমাদিগের উপর সদাকাল বর্ষণ হইতে থাকে। প্রভো! দূর তোমার নিকট দূরই নহে, তোমার নির্ম্মল প্রভা দিবসের ন্যায় সর্ব্বস্থানেই জাজ্বল্যমানরূপে প্রকাশ রহিয়াছে। তোমার অপার করুণা প্রত্যুষ কালের অভিনব শোভা মধ্যে প্রকাশমান আছে, প্রদোষের তিমিরাভ্যন্তরে পরিপূর্ণ আছে, এবং রজনীতে নিদ্রিতাবস্থায় তোমার সন্তানদিগকে সন্তোষ প্রদান করিতেছ। পিতঃ! তোমাকে আমরা ধন্যবাদ করিতেছি যে তুমি অকৃত্রিম স্নেহ সহকারে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহা অত্যাশ্চর্য্য ও পরম রমণীয় পদার্থ সমূহে পরিপূর্ণ করিয়া মনুষ্যগণের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেছ। হে নাথ! তুমি সদাকাল এই পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছ। রজনীযোগে

তুমি ইহাতে নিহার-বিন্দু বর্ষণ করিতেছ এবং উপযুক্ত কালে মেঘ হইতে অপর্য্যাপ্ত বারিদান করিয়া গিরিগুহা নগর ইত্যাদি স্থান সকল রস যুক্ত করিতেছ। পিতঃ! তুমি যে সমুদায় পদার্থের প্রতিই অপার প্রেম ও অনুকম্পা প্রকাশ করিতেছ এই নিমিত্তে তোমাকে শত শত ধন্যবাদ করি। আহা! প্রত্যেক ক্ষুদ্র পতঙ্গও তোমার অনুকম্পা বলে পুলকিত হইয়া বালার্ক কিরণে স্বীয় পাখা বিস্তার করিতেছে এবং এই ব্রহ্মাণ্ড তোমাকে অবলম্বন করিয়াও তোমার দ্বারা সুচারুরূপে সুরক্ষিত হইয়া তোমার অসীম ও অবিনশ্বর প্রেমের দৃষ্টান্ত প্রচার করিতেছে।

আমরা তোমাকে ধন্যবাদ করিতেছি যে তুমি প্রত্যেক জলস্রোত ও প্রত্যেক গিরিগুহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়া মনুষ্যের অশেষ হিতসাধন করিতেছ। নাথ! তুমি যেরূপ মনোহর ভূষণে কুমুদ ও কমলদল ভূষিত কর, তদনুরূপ ভূষণে রাজাধিরাজ তাহার অত্যন্ত গৌরবের সময়েও সুসজ্জিত হন না। এই যে স্থলজ পুষ্পসমূহ রমণীয় শোভা ধারণ করে এবং আমাদের মস্তকোপরি যে

পরম সৌন্দর্য্যের অবিনশ্বর কুসুম সকল বিরাজ করে তাহারা সকলেই নিজ নিজ সৌন্দর্য্যের দ্বারা তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে ও তোমার অপার প্রেমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে। কিন্তু সকল হইতে তোমাকে এই নিমিত্তেই ধন্যবাদ করি যে তুমি অকৃত্রিম প্রেম সম্বলিত পবিত্র নিয়মানুসারে তোমার অপার অনুকম্পা ও ঈশ্বরত্ব মনুষ্যদিগকে জ্ঞাপন করিতেছ। প্রভো! তুমি যে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি সকল মনুষ্যদিগকে প্রদান করিয়াছ এই নিমিত্তে তোমাকে ধন্যবাদ করি। তুমি আমাদিগকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ প্রদান করিয়াছ এবং তদুপযোগী সামগ্রী সকল প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতেছ। তুমি আমাদিগকে তোমার ন্যায় সত্য ও প্রেম উপলব্ধি করাইয়া তোমাতে প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে শক্তিশালী করিয়াছ। পিতঃ! যেরূপ পথপার্শ্বস্থিত দুর্ব্বাদল ও প্রত্যেক কুসুম কলিকাকে নিহার বিন্দু ও বৃষ্টিধারা দ্বারা তৃপ্ত করিতেছ এবং যথাকালে তাহাদিগের মূল সকল উষ্ণ ও জলযুক্ত করিতেছ সেইরূপ তোমার নির্ম্মল জ্ঞান মনুষ্যদিগের আত্মার উপর পতিত হইতেছে এবং তুমি তোমার ন্যায়,

পবিত্রতা ও প্রেমদ্বারা তাহাদিগের অগ্নি শিখা তুল্য জীবন কুসুম সকল পরিতৃপ্ত করিতেছ।

প্রভো! আমরা তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যেন আমরা পুষ্পতুল্য পবিত্র হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি। আমাদের অন্তরাত্মা যেন কুসুম গন্ধ তুল্য সুগন্ধে পরিপূর্ণ হয় এবং বাহেন্দ্রিয় সকল তত্তুল্য শ্রীধারণ করে। নাথ! যে আশালতা আমাদের জীবনের বসন্তকালে অঙ্কুরিত হইয়া গ্রীষ্মকালে মুকুলিত হইতেছে তাহা যেন অনন্ত লোকের নিত্য ফল প্রসব করিয়া আমাদিগকে বিমলানন্দ প্রদান করে। আমরা তোমারদিকে দৃষ্টিপাত করি, কিন্তু এইরূপ প্রার্থনা কখন করিনা যে তুমি আমাদিগকে স্মরণ কর কেন না আমরা ইহা জ্ঞাত আছি যে পিতা তাঁহার প্রিয়তম সন্তানকে বিস্মৃত হইতে পারেন কিন্তু তুমি তোমার একটি সন্তানকেও ভুলিয়া যাওনা। আমরা দুঃখে পতিত হইলে সজলনয়নে তোমারদিকে দৃষ্টিপাত করি এবং তুমি তোমার অপার প্রেম সহকারে আমাদের অশ্রুজল মোচন কর। আমরা পাপান্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে তোমারদিকেই নেত্রপাত করি এবং তুমিই তোমার নির্ম্মল জ্যোতি প্রদান

করিয়া আমাদিগের অন্তরাত্মা উদ্ভাষিত কর। যখন আমাদিগের প্রিয় বান্ধবেরা মানব লীলা সম্বরণ করেন প্রভো, আমরা ইহাই বিশ্বাস করি যে তাঁহাদিগের মর্ত্ত্য জীবন তখন অমৃত ভূষণে ভূষিত হইয়া তোমার সহবাসে নিত্যানন্দ সম্ভোগ করে। নাথ! আমরা ইহাও জানিতেছি যে তুমি আমাদিগের হৃদয়েশ্বর। কোন দোষ ও কোন পাপই আমাদিগকে তোমার অসীম মাতৃস্নেহ হইতে অন্তর করিতে পারে না। আমরা তোমাকে ধন্যবাদ করি যে তোমার সকল আজ্ঞাই আমাদের মঙ্গলের নিমিত্তে প্রচারিত হইতেছে। তুমি যে দুঃখ বিধান করিতেছ এবং যে সুখ প্রদান করিতেছ তাহারা উভয়ই আমাদের শুভ সম্পাদন করিতেছে। এবং যেরূপ মেষপালক মেষপালকে নির্ম্মল জলাশয়ের তটবর্ত্তী সুচারু তৃণপূর্ণ ভূমি খণ্ডে বিচরণ করায় সেইরূপ তুমিও আমাদিগকে শান্তি সলিলের নিকটবর্ত্তী অমৃতধামে স্থাপিত করিয়া প্রেমানন্দদানে আত্মার মঙ্গল বিধান করিবে।

হে পরমেশ! তোমার নিকট প্রার্থনা করি যেন আমরা প্রত্যেক কর্ত্তব্য কার্য্যে শক্তিশালী হই; প্রত্যেক দুঃখকে প্রগাঢ় অধ্যবসায় সহকারে সহ্য করিতে

পারি; তোমার জ্ঞানদ্বারা যেন সুপন্থা অবলম্বন করি; অবিচলিত বিশ্বাসের সহিত যেন তোমাতে প্রীতি স্থাপন করিতে পারি; এবং আমাদের আত্মা যেন এইরূপ করুণরসে পূর্ণ হয় যেন আমরা সকল ভ্রাতৃবর্গের মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হই। নাথ! তোমার মঙ্গল রাজ্য আগমন করুক এবং তোমার শিববাঞ্ছা স্বর্গতুল্য পৃথিবীকে আনন্দ প্রবাহে প্লাবিত করুক।

পঞ্চম প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! তুমিই আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ও পালয়িতা। তুমিই আমাদের জনক জননী। আমরা তোমার নিকট ধাবমান হই এবং তোমার নিকট ধন্যবাদ সূচক সঙ্গীত গান করি। আমরা প্রার্থনাদ্বারা তোমার সহবাস লাভের ইচ্ছা করি; এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও মর্ত্ত্যজীবনের আনন্দ দ্বারা বলবান হইতে চাই। আমরা দৈনিক পরিশ্রম স্মরণ করিয়া তোমার

নিকটে আগমন করিয়াছি। আমাদের জীবনের সাধারণ বিষয় সকল এখনও কর্ণকুহরে কোলাহল করিতেছে। আমরা যেন তোমাতে আত্মা উন্নত করিয়া নূতন জ্ঞান শিক্ষা করি, অধিক ন্যায় উপার্জ্জন করি, গাঢ় হিতৈষণা অনুভব করি, এবং স্বর্গীয় পবিত্রতা দ্বারা আত্মাকে নির্ম্মল করি। আমরা জানি যে তুমি প্রহরির ন্যায় আমাদিগকে রক্ষা করিতেছ, এবং প্রেমময় বাহুবন্ধনে বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ। অথচ তোমার সৃষ্ট পদার্থ রক্ষা করিতে দয়োদ্দীপনের নিমিত্তে তুমি আমাদের প্রার্থনা চাহনা। প্রভো! পৃথিবী তোমার বেদি স্বরূপ এবং নক্ষত্র সকল সৃষ্টির ধূপ রূপে তাহাদের সৌন্দর্য্য সহ তোমার মহিমা ও গৌরবান্বিত নামে অর্পিত হইতেছে। প্রভো! এই বিশ্ব ভেরি স্বরূপ তোমার জয় ঘোষণা করিতেছে; এবং পরিষ্কার কিম্বা মেঘাচ্ছন্ন দিবসে এই ঘূর্ণায়মান পৃথিবী প্রত্যূষে ও মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যা ও রজনীতে, মধুর স্বর নির্গত করিয়া নিরত প্রশংসা ও মঙ্গল গীত গান করিতেছে। আমাদের অন্তঃকরণ, দুঃখভারে অবনত হইলে তোমার নিকট গমন করিতে উপদেশ দেয়, সুখ ও

দুঃখ উভয়ের মধ্যেই দয়ার প্রশংসা করিতে পরামর্শ দেয়, এবং ভবিষ্যতে নূতন গৌরব প্রার্থনা করিতে শিক্ষাদান করে। তোমার অনাদ্যনন্ত সর্ব্বব্যাপী বর্ত্তমানতা গাঢ়রূপে উপলব্ধি করিতে আমরা বাঞ্ছা-করি। আমরা যেন তোমাকে যথার্থরূপে জানিতে পাই, এবং আত্মার মধ্যে তোমার নিবাস নিয়ত অনুভব করিয়া কৃতার্থ হই।

পিতঃ! আমরা তোমাকে ধন্যবাদ করিতেছি যে তুমি আমাদিগকে এই আশ্চর্য্য ও প্রেমময় পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছ! এই যে গ্রীষ্মকাল মনোহর সজ্জায় জগতে সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছে, এই যে বসন্তঋতু নবশোভায় সকলকেই প্রফুল্ল করিতেছে এবং শস্য রাজি উৎপন্ন হইয়া নিয়তই তোমার অসীম প্রেম ও মঙ্গলের চিহ্ন প্রদর্শন করিতেছে—ইহা সকলেই তোমার করুণা। তুমিই আকাশ হইতে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে সিক্ত কর; তুমিই পর্ব্বতোপরি পশ্বাদির আনন্দ বর্দ্ধন কর; তুমিই নগরস্থ প্রস্তর-খণ্ডের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণকেও জীবিত রাখ এবং তুমিই হরিত বর্ণে সুসজ্জিত প্রকাণ্ড বনরাজিকে পোষণ করিয়া জগতের শোভা সম্পাদন কর।

পিতঃ! তুমিই পোষিত পশুর আহারের তৃণ দেও ও মনুষ্যশরীর সবল করিতে শস্য দান কর। আমরা তোমাকে এই বলিয়া ধন্যবাদ করি যে তুমি কুৎসিতের মধ্যেও সুন্দরের জন্ম দেও, তুমি নীচ হইতেও মহত উৎপন্ন কর, অমঙ্গল হইতেও মঙ্গল উদ্ধার কর এবং ক্ষণভঙ্গুর অনিত্যতা হইতে অমৃত উৎপন্ন করিয়া অপার মহিমা প্রকাশ কর।

নাথ! যে সকল আনন্দ আমরা জীবনে প্রাপ্ত হইতেছি, যে সকল সুখ আমরা দৈনিক কার্য্যে ভোগ করিতেছি, পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ যাহা আমরা উপার্জ্জন করিতেছি এবং সাংসারিক সংগ্রামে আত্মার যেরূপ বলবীর্য্য লাভ করিতেছি তন্নিমিত্তে তোমাকেই ধন্যবাদ করি। পিতঃ! আমাদের জীবনে তুমিই সরল ও সাধারণ পারিবারিক সুখ প্রদান করিয়াছ এবং বন্ধুতার কোমল বন্ধনে আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া এই মর্ত্ত্যজীবনে অনুপম সুখের সঞ্চার করিতেছ। পিতঃ! তোমার প্রসাদে সকল মনুষ্যের সহিতই আমাদের ভ্রাতৃভাব আছে। আমরা জানি যে তুমি সকলকেই তোমার নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি সকলকেই পরিশ্রম করিতে এই

পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছ এবং মৃত্যুর পরে সকলের নিমিত্তেই অমৃত নিশ্চিত হইয়া রহিয়াছে।

পিতঃ! তোমাকে এই নিমিত্তে ধন্যবাদ করি যে আমরা তোমাকে জানিতে পাইতেছি। যে সকল আশা আমাদিগকে মনোহর স্বপ্ন দর্শন করাইয়া নিরত প্রতারণা করে আমরা তাহাদিগের মধ্যে বাস করিয়াও তোমাকে নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করি এবং ইহা উত্তমরূপে জানি যে তুমি অপরিবর্ত্তনীয় ও তোমার মঙ্গল কখন খণ্ডন হইবার নহে। প্রভো! তুমি তখনই আমাদিগকে অধিক আনন্দ দান কর যখন আমরা ইহা স্মরণ করি যে আমাদের জীবন তোমারই প্রসন্ন হস্তের দান। আমাদের দুঃখের সময়ে আমরা তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করি। যখন আমাদের পার্থিব বন্ধুগণ আমাদিগকে পতিত করেন এবং সঞ্চিত সুখের মনোহর পাত্র চূর্ণ হইয়া যায় তখন আমরা এই বলিয়াই আনন্দ প্রকাশ করি যে তুমি আমাদের অবস্থা জানিতেছ। তুমি জীবনের প্রত্যেক দুঃখকে অশেষ মঙ্গলে পরিবর্ত্তন করিবে এবং মুখমণ্ডল হইতে অশ্রু বিমোচন করিয়া আমাদিগকে তোমার অমৃত নিকেতনে লইয়া যাইবে।

প্রভো! যখন আমরা আপনারাই বিশ্বাস ঘাতক হই, যখন আমাদের অন্তঃকরণ আমাদের বিরুদ্ধে চিৎকার করিয়া উঠে তখনও ইহা জানিয়া প্রফুল্ল হই যে তুমি আমাদের অন্তঃকরণ হইতেও মহৎ এবং তুমি তোমার বিভ্রান্তমতি বালকগণের অবিনশ্বর আত্মা পাপ কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিয়া গৃহে লইয়া যাইবে। পিতঃ! আমাদের শারীরিক স্বচ্ছন্দতা ও দৈনিক কার্য্যের আনন্দ মধ্যে এবং পার্থিব প্রেম ও বন্ধুতার সুকোমল সুখাভ্যন্তরেও আমাদিগকে তোমাকে জানিবার আনন্দ দান করিয়াছ; তোমার অধীনে থাকিয়া নির্ম্মল শান্তি সুখ ভোগ করিতে অধিকারী করিয়াছ এবং আত্মাতে তোমার আবির্ভাব অনুভব করিতে শক্তি দান করিয়াছ। প্রভো! মাতা যেমন শিশু সন্তানকে স্নেহের সহিত বক্ষে ধারণ করেন, তুমিও সেইরূপ আমাদের প্রত্যেককে এবং এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ এবং অসীম প্রেম দানে সকলকেই প্রফুল্ল করিতেছ।

পিতঃ! আমরা এই প্রার্থনা করি যে আমাদের অন্তর্জ্জীবন যেন দোষশূন্য হয়। আমাদের প্রত্যেক মনোবৃত্তি সজীব হইয়া যেন স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত

থাকে। আমাদের বাহ্য জীবন যেন ব্যবহার যোগ্য হয় এবং অন্তর্বাহ্য সমুদায় জীবনই দোষ শূন্য হইয়া তোমার দৃষ্টিতে সুন্দর রূপ ধারণ করে। প্রভো! তুমি আমাদের বল ও মুক্তিদাতা! আমাদের জীবন যেন প্রত্যেক দিনই কোন নূতন পাঠ, কোন কর্ত্তব্য কার্য্য এবং কৃতজ্ঞতা দ্বারা চিহ্নিত হয়। পরিশেষে যখন এই পৃথিবীতে আমাদের জীবন যাত্রা শেষ হইবে তখন, হে প্রভো! আমাদিগকে তোমার সহবাসের নিমিত্তে তোমার নিকট লইয়া যাইও তখন যেন কেবল উত্তম কার্য্যের দৃষ্টান্ত পশ্চাৎ রাখিয়া আমরা যাইতে পারি এবং আত্মাকে পরীক্ষা দ্বারা শক্তিশালী করিয়া ও আনন্দদ্বারা প্রশস্ত করিয়া তোমার নিত্য ধামে চলিয়া যাই। আমরা যেন গৌরব হইতে গৌরবে উন্নত হইতে থাকি যেপর্য্যন্ত আমরা বিশুদ্ধ আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত না হই এবং যেপর্য্যন্ত প্রেমের শান্তি আমাদিগের মধ্যে পরিপূর্ণ না হয়। নাথ! তোমার মঙ্গল রাজ্য আগমন করুক এবং তোমার সাধুইচ্ছা পৃথিবীতে প্রচার হউক।

ষষ্ঠ প্রার্থনা।

হে অনাদি পরমাত্মন্ ! তুমি তোমার অনন্ত শক্তি প্রভাবে সকল সময়ে বিরাজমান আছ এবং তোমার অপার করুণা দ্বারা সকল স্থান পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ ; আমরা এই নিমিত্তে তোমার নিকটে ধাবমান হইতেছি যেন তোমার সত্তা উত্তমরূপে অবগত হই, যেন তোমার প্রদত্ত সুখেআনন্দিত হইয়া আত্মাকে কৃতজ্ঞতা রসে প্লাবিত করি এবং সর্ব্বদর্শী জ্ঞান উপলব্ধি করিয়া প্রেমানন্দে মগ্ন হই।

হে পিতঃ ! এই যে অত্যাশ্চর্য্য পরম রমণীয় জগৎ মধ্যে আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ, এই যে মৃত্তিকোপরি আমরা বিচরণ করিতেছি ; এই যে নিকুঞ্জ বন আমাদের মস্তকোপরি শীতলচ্ছায়া দান করিতেছে, এই যে জীবনের নিদানভূত শস্য সকল আমাদের বুভুক্ষা নিবারণ করিতেছে এবং এই যে মেষের বিচিত্র রোম আমাদের শরীর আচ্ছাদন করিতেছে এই নিমিত্তে তোমাকে শত শত ধন্যবাদ করি।

পিতঃ! আমরা তোমাকে এই বলিয়া বার বার নমস্কার করিতেছি যে তুমি এই সকল সৌন্দর্য্য দ্বারা মনুষ্যের অন্তঃকরণে মধুর প্রেমালাপ করিতেছ। তুমি দিবসকে সৃষ্টি করিয়া তোমার সুবর্ণময় বিচিত্র আলোকাধার হইতে জ্যোতি নির্গত করতঃ এই জগতকে রমণীয় আলোকে প্রবাহিত করিতেছ এবং ঊসাকালে পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানই পরম শোভাকর নূতন ভূষণে ভূষিত করিতেছ। তুমি চন্দ্রের সুশীতল করে তিমিরাচ্ছন্ন রজনীকে শুভ্রবর্ণা করিতেছ এবং তোমার অসীম নভোমণ্ডলে উজ্জ্বল নক্ষত্র বীজ নিকীর্ণ করিয়া অপূর্ব্ব মহিমা প্রকাশ করিতেছ। তুমি আলোকের একটি ক্ষুদ্র অংশুও বিনষ্ট হইতে দেও না। পিতঃ! তুমিই জগতের পালক ও ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষাকর্ত্তা।

নাথ! আমরা এই বলিয়া তোমাকে অধিক পরিমাণে ধন্যবাদ করিতেছি যে, তুমি মনুষ্যের অন্তরে মহত্তর পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে একটি পরম পবিত্র স্বর্গীয় আলোকে পরিপূর্ণ নির্ম্মলতর দিবস প্রদান করিয়াছ এবং জ্ঞানরূপ সমুজ্জ্বল নক্ষত্র পুঞ্জে তাহাকে সমধিক ভূষণে ভূষিত করিয়াছ।

তুমি আমাদিগকে এই বাহ্য জগৎ আলোচনা করিয়া জ্ঞান লাভে সমর্থ করিয়াছ। এবং তাহা অপেক্ষায় বৃহৎ ও মহত্তর অন্তর্জ্জগৎকে বিচার, জ্ঞান, ও প্রেম দ্বারা শাসন করিতে শক্তিশালী করিয়াছ।

পিতঃ! তোমার করুণাবলে প্রত্যেক ব্যাকুল ও পবিত্র অন্তঃকরণে তোমার শান্তি ও প্রেমানন্দ উদয় হইতেছে। আমরা প্রত্যেক দৈনিক কর্ম্মে ও প্রত্যেক পার্থিব পদার্থেই পরমানন্দ লাভ করিতেছি।

প্রভো! তুমি আমাদিগকে এই মর্ত্ত্যজীবন প্রদান করিয়াছ এবং তাহাকে ক্রমশঃ উন্নতি দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া তোমার দৃষ্টিতে পবিত্র ও সুন্দর করিতেছ। তুমি স্বর্গ হইতে নিহারবিন্দু বর্ষণ করিয়া ও সূর্য্যের রমণীয় আলোক প্রদান করতঃ প্রত্যেক মহীরুহকে পরিতৃপ্ত করিতেছ। সেইরূপ তুমি অবশ্যই তোমার অমৃতময়ী শক্তি সহকারে মনুষ্যদিগের উপর প্রেমানন্দ বর্ষণ করিবে এবং তাঁহারা ভ্রমান্ধ হইয়া বিপথগামী হইলে তোমার জ্ঞানালোক প্রদান করিয়া প্রত্যেককে তোমার নির্ম্মল পথের পথিক করিবে।

হে প্রভো! আমাদের বৈষয়িক কার্য্যের যন্ত্রণা, অধ্যবসায়, সন্দেহ, ও ভ্রমান্ধকার এবং যে পাপে

আমাদিগকে সদাকাল সহজেই আক্রমণ করে সেই সকল তোমার সম্মুখে স্মরণ করি এবং এই প্রার্থনা করি যেন আমরা প্রত্যেক দুঃখ দ্বারা সতর্ক হই এবং প্রত্যেক সুখ সম্ভোগেই তোমার ভাবে উৎসাহিত হই। আমরা যেন শৈশবের লঘুভাবকে পশ্চাৎ রাখিয়া ও মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই পৃথিবীতেই তোমার পথে অগ্রসর হই। এবং যেমন উৎক্রোশপক্ষী অশ্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধদিগে উড্ডীয়মান হয় সেইরূপ যেন আমরাও তোমার পূর্ণভাবে সমুন্নত হই।

পিতঃ! তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে তুমি ইহাদের দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষাদান কর যেন আমরা পার্থিব দুঃখ ও নৈরাশ দ্বারা সমধিক জ্ঞান ও পবিত্রতা লাভ করিতে পারি। আমরা যেন প্রত্যেক দুঃখ হইতে এইরূপ উপদেশ পাই যাহা আনন্দেও প্রদান করিতে পারে না। রজনী যেমন নক্ষত্রপূর্ণ নভোমণ্ডল প্রকাশ করে, সেইরূপ যেন নিরাশ অন্ধকার ও দুঃখ রজনী আমাদের নেত্রে স্বর্গরাজ্য বিকাশ করে। আমাদের চতুর্দ্দিগে যেন তোমার সমুজ্জ্বল পবিত্র আলোক বিকীর্ণ হয় এবং

অমৃতের বিশ্বাস আত্মাতে জাগরুক থাকিয়া প্রত্যেক চক্ষু হইতে অশ্রুজল বিমোচন করে।

আমাদের মর্ত্ত্যজীবন যেন তোমারদিকে উড্ডীয়মান হয়। তোমার সত্য যেন আমাদের জ্ঞান শক্তিকে পরিপূর্ণ করে। তোমার বিচারশক্তি যেন আমাদের অন্তঃকরণকে প্রশস্ত করে। আমাদের প্রেম পবিত্রতা ও বিশ্বাস যেন অপবিত্র বিষয় সমূহকে পরাভূত করে এবং আমরা যেন নব রূপ ধারণ করিয়া তোমার প্রেম মুর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হই। প্রভো! তুমিই আত্মার জনক জননী। তোমার মঙ্গল রাজ্য যেন আগমন করে এবং তোমার শুভ কামনা যেন পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য প্রেমালোকে সমুজ্জ্বল করে।

সপ্তম প্রার্থনা।

হে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মন্! আমরা যেন তোমাতে সমুন্নত হই এবং তোমাকে অন্তঃকরণে দৃষ্টি করিয়া তোমার সত্য সুন্দর মঙ্গল স্বরূপ যথার্থরূপে জ্ঞাত হইয়া অন্তরাত্মার সহিত তোমাকে পূজা করি

আমরা সংসার রূপ কণ্টকারণ্য ভ্রমণে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি এইক্ষণ এই প্রার্থনা করি যেন মুহূর্ত্তকালের নিমিত্তে তোমার সহিত সহবাস করিয়া ও তোমার প্রেমামৃত পান করিয়া কৃতার্থ হই। নাথ! আমরা যে সকল পদার্থ নেত্র গোচর করি তুমিই তাহাদিগের একমাত্র মূলাধার। কেবল তোমার পূর্ণজ্ঞান ও অপার করুণাদ্বারা এই জগৎ প্রতিপালিত হইয়া মঙ্গলময় হইতেছে। প্রভো! তোমার মহিমা কে বুঝিতে পারে তুমি কিছু আমাদের অভাব জ্ঞাত হইতে প্রার্থনা চাওনা অথবা তোমার দয়া ও প্রেম উদ্দীপনের নিমিত্তে মিনতির অপেক্ষা করনা, তুমি পূর্ব্বেই সকল বিষয় জানিয়া এইরূপ মঙ্গল বিধান কর যে তাহা আমাদের প্রার্থনা করা দূরে থাকুক দুর্ব্বল অন্তঃকরণে মনে করিতেও পারিনা।

পিতঃ! তোমার অধিষ্ঠানেই গ্রীষ্মকাল ফল পুষ্পে বিভূষিত হইয়া এবং শীতঋতু মনোহর সাজে সুসজ্জিত হইয়া আনন্দ বিতরণ করিতেছে। তুমি আমাদের পরম পিতা ও স্নেহময়ী জননী। তুমি ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ। যে সকল ক্ষুদ্র পতঙ্গ সূর্য্য কিরণে

বিচরণ করে তুমি তাহাদের প্রত্যেককে মাতৃস্নেহে প্রতিপালন কর এবং প্রত্যেক ভ্রমান্ধ মনুষ্যকে প্রেমানন্দ করিয়া পুলকিত কর।

প্রভো! তুমি যে করুণামৃতে চেতনাচেতন পদার্থ সমূহকে সিক্ত কর, তাহা কি আশ্চর্য্য। আহা! এই অনুকম্পাদ্বারা তুমি সকলকে সৃষ্টি করিয়া পালন কর। এই সুমধুর প্রেমদানে তুমি দুঃখ ভারাক্রান্ত মলিন হৃদয়কে প্রফুল্ল কর এবং অজ্ঞান অন্ধকারাবৃত হইয়া কেহ কুপথগামী হইলে তাহাকে জ্ঞানালোক দান করিয়া সৎপথে লইয়া যাও। নাথ! তোমার দৃষ্টি হইতে আমরা কোথাও পলায়ন করিয়া থাকিতে পারিনা। যদি সাগরের অপর পারে, তিমিরাচ্ছন্ন গভীর অরণ্যে কিম্বা গিরি গুহার অভ্যন্তরে লুকাইয়া থাকি, তুমি সেই সকল স্থানেও সঙ্গে সঙ্গে অবস্থিতি করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। প্রভো! পাপান্ধকার আমাদিগকে তোমা হইতে গোপন রাখিতে পারেনা। তোমার সর্ব্বদর্শী নেত্র পাপ পুণ্য উভয়েই আমাদিগকে জাজ্বল্যমানরূপে দেখিতে পায়। যৎকালে আমাদের আত্মা বিলক্ষ রূপ ধারণ করিয়া চিৎকার

করিয়া উঠে তখনও তুমি আমাদিগকে উন্নত কর এবং স্নেহ যুক্ত পক্ষ পুটে বহন করিয়া তোমার অপার প্রেমানন্দ দানে কৃতার্থ কর। নাথ! তুমি আত্মা হইতেও মহত্তর ও প্রিয় সুহৃদ।

পিতঃ! আমাদের জীবনের অবস্থা ও অভাব সকল তোমার নিকটেই স্মরণ করি। এই যে সাংসারিক আনন্দ দ্বারা আমরা প্রতিদিন প্রফুল্ল হইতেছি, এই যে প্রগাঢ় অধ্যবসায়ে সৎ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতেছি এবং এই যে অকপট মিত্রগণের প্রফুল্লাননে গৃহ সকল উজ্জ্বল হইতেছে ইহারা সকলেই তোমার করুণার দৃষ্টান্ত ব্যক্ত করে। যে সকল সাংসারিক দুঃখ আমাদের মুখ-মণ্ডল অশ্রুজলে প্লাবিত করে এবং দারুণ আঘাতে অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করে, প্রার্থনাকালে তাহাও স্মরণ পথে পতিত হইল। যদিও তন্নিমিত্তে তোমাকে আমরা ধন্যবাদ করিনা কিন্তু আমরা বিলক্ষণরূপে জানি যে একটী দুঃখও উপস্থিত হয় না যাহা তুমি আমাদের জন্মের পূর্ব্বে না জানিয়াছ। তুমি দুঃখ জনিত অশ্রু-বিন্দু সকল মনোহর মুক্তা ফলে পরিবর্ত্তন কর এবং তদ্দ্বারা অনন্তলোকে গৌরবের মুকুট খচিত করিয়া আমাদিগকে সমধিক উজ্জ্বল কর।

প্রভো! তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যেন আমরা প্রত্যেক দুঃখেই সন্তোষ লাভ করিতে পারি। যখন সংসার আমাদের উপর বিষ দৃষ্টিপাত করে, যখন আমাদের ক্রোড় হইতে প্রেমাস্পদ বন্ধু বান্ধবেরা কাল কর্ত্তৃক অপহৃত হয়; তখন যেন আমরা এই সংসারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে হৃদয়ে তোমার প্রেম প্রদীপ প্রাপ্ত হইয়া সত্যকে দর্শন করি; এবং ক্রমিক উন্নতি দ্বারা বলীয়ান হইয়া তোমাতে অবস্থিতি করি। এই সংসারের পরিবর্ত্তন-শীল মঙ্গল ও দুঃখ দ্বারা আমাদিগকে শক্তিশালী কর। আমাদের জীবনের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেন আত্মা উন্নত হইয়া তোমার পবিত্রধামের উপযোগী হয়। পিতঃ! আমাদের প্রেম ও সাধু ইচ্ছা যেন দিন দিন বৃদ্ধি পায় এবং এই পৃথিবীতেই যেন আমরা পূর্ণ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হই। নাথ! আমাদের অন্তঃকরণে যেন শীঘ্রই তোমার মঙ্গল রাজ্য আগমন করে এবং তোমার সাধু ইচ্ছা স্বর্গতুল্য পৃথিবীতে প্রেমানন্দ বর্ষণ করে।

অষ্টম প্রার্থনা।

হে অনন্ত পরমাত্মন্! এমন একটী স্থান কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যায় যেস্থানে তুমি না আছ। যেস্থানে তোমার করুণা প্রবাহিত না হইতেছে। তুমি প্রখর জ্যোতি বিশিষ্ট প্রকাশ্য স্থানে যেরূপ অবস্থিতি কর, তিমিরাচ্ছন্ন গভীর গহ্বরেও সেইরূপ বিরাজমান আছ। তুমি জনশূন্য নির্জ্জন স্থানে আমাদিগকে রক্ষা কর এবং কোলাহলময় জনাকীর্ণ প্রদেশেও আমাদিগকে পরিত্যাগ কর না। নাথ! আমরা যেন তোমার নিকটবর্ত্তী হইয়া তোমাকে পূজা করি এবং প্রার্থনাকালে তোমাতে আত্মা উন্নত করিয়া কৃতার্থ হই। তুমি আমাদের কৃতজ্ঞতা চাওনা বটে কিন্তু যখন তোমার করুণামৃত আমাদের সুখ সরোবর পূর্ণ করতঃ তীর অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে তখন যেন স্বভাবতই সুখ প্রদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতার উদয় হয়।

পিতঃ! তোমার প্রসাদে বাহ্য জগৎ অসীম আনন্দ দ্বারা আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতেছে।

তোমার দয়া প্রভাবে শ্রমশীল মনুষ্যেরা হল চালনা করিয়া ভূমিখণ্ড হইতে অপর্য্যাপ্ত পুরস্কার লাভ করিতেছে। তোমার করুণাবশতঃ গভীর জলধি মনুষ্যগণকে প্রচুর পরিমাণে রত্ন দান করিতেছে, এবং তদুপরি পোতারোহণে মনুষ্যেরা নানা দেশে ভ্রমন করিয়া ধন সঞ্চয় করিতেছে ও উৎকৃষ্টতর জ্ঞান রত্ন সকল উপার্জ্জন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছে। তোমার অনুকম্পা দ্বারা পরিশ্রম সহকারে মনুষ্যেরা প্রস্তর ও মৃত্তিকা খনন করিয়া আকরিক দ্রব্য লাভ করিতেছে এবং জ্ঞান দ্বারা তাহাদিগকে দর্শন ও ব্যবহার যোগ্য করিয়া সুখ সম্ভোগ করিতেছে। নাথ! তোমার প্রসাদেই আমরা শারীরিক সুস্থতা লাভ করিতেছি এবং স্নেহাস্পদ বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আনন্দিত হইতেছি। এক পরিবারস্থ স্নেহাস্পদ পিতা পুত্র ও প্রণয়াস্পদ স্বামী-স্ত্রী প্রভৃতি বন্ধুবান্ধবেরা ঘটনা-বশতঃ বিচ্ছিন্ন হইলেও তোমার কৃপাতেই পুনর্ব্বার একত্র হইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হয়, এবং যে সকল মনুষ্যেরা তোমার প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়া ভ্রাতৃগণের ইষ্ট সাধনে তৎপর হইয়া আপন খাদ্য সামগ্রী পর্য্যন্ত বিভাগ করিয়া ভোজন

করে ও তোমার স্নেহ পূর্ণ প্রসন্ন হস্ত সর্ব্বত্র প্রসারিত দেখিয়া তোমাকে ধন্যবাদ করে, তাঁহারা কেবল তোমারই করুণার দৃষ্টান্ত প্রকাশ করে।

নাথ! আমরা কেবল পারিবারিক সুখ বর্ণন করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি না, এই যে মহাদেশে জন্ম ধারণ করিয়াছি তাহার সুখ সৌন্দর্য্যের নিমিত্তে তোমাকে ধন্যবাদ করি। তোমার দয়া প্রভাবেই ইহার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রসমূহ ফলশালী হইয়া শ্রমাতিরিক্ত ফল দানে মনুষ্যদিগকে সুখী করিতেছে এবং তোমার প্রসন্নতার দ্বারা অসংখ্য অসংখ্য নর নারীগণ পরমানন্দে জীবন ধারণ করিতেছে। নাথ! এই নিমিত্তে তোমাকে শত শত ধন্যবাদ করি যে তোমার অনুকম্পায়, এই দেশ অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও স্থানে স্থানে বিদ্যালোক প্রকাশিত হইতেছে। এবং ধর্ম্ম মন্দির হইতে সত্য ধর্ম্মের পবিত্র ধারা প্রবাহিত হইয়া ঈশ্বর পরায়ণ সাধুদিগের চিত্ত ক্ষেত্র সিক্ত করিতেছে।

নাথ! যে সকল পাপে আমাদের প্রকৃতি দোষিত হইয়াছে তাহা এই সময়ে তোমার নিকট স্মরণ করি। মনুষ্যের অনুপম অধিকার মনে করিয়া যখন তোমাকে

ধন্যবাদ করি তখনই যেন আত্মা এই বলিয়া রোদন করিয়া উঠে যে সেই সকল মহাপাপ আমরা করিতেছি যদ্দ্বারা কোন কালেও কেহ কলঙ্কিত হয় নাই। পিতঃ! আমাদের ধন্যবাদ সূচক প্রার্থনা যেন শোক জনিত অশ্রুসহ মিলিত হয় এবং উপাসনা যেন অনুতাপিত মনুষ্যগণের রোদন ধ্বনিতে মিশ্রিত হয়। নাথ! ধর্ম্ম আমাদের দেশ হইতে পলায়ন করিয়াছে তাহাকে পুনর্ব্বার এই স্থানে প্রেরণ কর। যে সত্য-লতা প্রাচীন মহাত্মারা পরিশ্রম সহকারে রোপণ করিয়াছেন এবং অশ্রুজল ও শোণিত সেচনে বর্দ্ধিষ্ণু করিয়াছেন তাহা যেন সমুদায় পৃথিবীতে প্রসারিত হইয়া শুভ ফল উৎপাদন করে।

পিতঃ! কৃতজ্ঞতা সহ এই প্রার্থনা করি যেন আমরা সত্যকে অবলম্বন করি, প্রেমকে অন্তরাত্মার সহিত প্রেম করি এবং তোমার পথে অগ্রসর হই। নাথ! আমরা যেরূপ মহৎ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি এবং যেরূপ প্রকৃতি দ্বারা ভূষিত হইয়াছি আমাদের প্রার্থনা যেন তাহার উপযোগিনী হয়। এই কৃতজ্ঞতা সূচক সঙ্গীত যেন সমুদায় ভ্রাতৃবর্গের প্রার্থনা রূপে গণ্য হয়। এবং এই দেশকে পূর্ণানন্দ ও শান্তি

রসে প্লাবিত করে। প্রভো! তোমার মঙ্গল রাজ্য যেন শীঘ্রই আগমন করে এবং তোমার শিব কামনা পৃথিবীতে স্বর্গতুল্য নির্ম্মলানন্দ দান করে।

নবম প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! এই বিশ্বমণ্ডলে তুমি সর্ব্বত্রেই সম-ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছ। আমরা কোথাও তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারি না। যদি আমরা বলি যে অন্ধকার আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে সেই অন্ধকারও আমাদের নিকট আলোক হইয়া উঠে। অন্ধকার আমাদিগকে তোমা হইতে গোপন রাখিতে পারে না; তোমার নিকট আলোক ও অন্ধকার উভ-য়ই তুল্য। পিতঃ! তুমি সকল সময়েই আমা-দিগকে স্মরণ কর। তুমি আমাদের দুর্ব্বল প্রার্থনা কিম্বা সঙ্গীত ধ্বনি শুনিতে চাওনা। তোমার করুণা স্রোত নিঃস্বার্থ ভাবে সদাকাল আমাদের উপর বর্দ্ধমান হইতেছে। হে নিস্বার্থ বন্ধো! নিদ্রা আসিয়া যখন আমাদের ইন্দ্রিয় সকলকে নিরস্ত করে এবং আমরা

তোমাকে মনন করিতেও সমর্থ হইনা তখনও তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। যৎকালে আমরা কুসংস্কার রূপ কুজ্ঝটিকায় আবৃত হইয়া তোমার আজ্ঞা অতিক্রম করি তখনও তুমি অকৃত্রিম স্নেহ সহকারে আমাদের অভাব অবগত হইয়া সকল মঙ্গল বিধান কর। নাথ! তুমিই আমাদের জীবনের জীবন। তুমিই বলবানের বল, জ্ঞানীর জ্ঞান ও সকল পদার্থের মুল কারণ। আমরা পাপান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টিহীন হইলেও তোমার নিকট ধাবমান হইতে ইচ্ছা করি এবং যখন তোমার উপাসনাতে নিযুক্ত হইয়া তোমাকে নিকটে বিদ্যমান দেখি, তখন তোমার পবিত্র স্বর্গীয় অগ্নি অবশ্যই অন্তঃকরণে প্রজ্জ্বলিত হয়, ও কৃতজ্ঞতা রস রসনা হইতে নিঃসৃত হইতে থাকে। পিতঃ! তোমার করুণা প্রভাবে এই বিশ্ব সুচারুরূপে সুসজ্জিত হইতেছে, নভোমণ্ডল মনোহর নক্ষত্রমালায় বিভূষিত হইতেছে এবং সূর্য্য তাহার সমুজ্জ্বল কিরণ বিকীর্ণ করিয়া জগৎকে দীপ্তিমান করিতেছে। নাথ! তুমি এই বাহ্য জগৎ আমাদের শরীরের উপযোগী করিয়াছ এবং পরিশ্রম দ্বারা যাহা হইতে সুখ লাভ করিতে পারি এই নিমিত্তে আমাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছ।

পিতঃ! তুমি আমাদিগকে বন্ধুগণে পরিবৃত করিয়া কি রমণীয় স্নেহই প্রকাশ করিয়াছ। আমরা শৈশব হইতে তাঁহাদের নিকট নীতিগর্ভ বচন শ্রবণ করিয়া এবং চতুর্দ্দিক হইতে ধর্ম্মের মনোহর দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে প্রেম ও ভক্তি করিতেছি ও তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। ভক্তির পরমাস্পদ জনক জননী যে শিশু সন্তানকে সহায়হীন অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ করেন ও প্রাণ দানে সন্তানের রোগ শান্তি হইলেও তাহাতে পরাঙ্মুখ হয়েন না এবং শিক্ষকেরা যে সদুপদেশ দ্বারা যুবকদিগকে সংসারের কুটিল পথ হইতে তোমার সরল পথের পথিক্ করিয়া দেন তাঁহারা তোমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে তোমার আদেশই পালন করেন। হে দয়াময়! তোমার সত্য পথে অগ্রসর হইতে প্রদীপস্বরূপ যে সকল মহৎ দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইতেছি সেই নিমিত্তে তোমাকে শত শত ধন্যবাদ করি।

নাথ! এই যে বিদ্যামন্দির আমাদিগকে জ্ঞান-রত্নদানে কৃতার্থ করিতেছে; ধর্ম্মশালা তাহার প্রাচীন পবিত্রতা সহকারে সত্যোপদেশ প্রদান করিয়া আত্মার উন্নতি সাধন করিতেছে; বিশুদ্ধ বিদ্যার

স্থান শুভ নিয়ম প্রচার করিয়া আমাদের গাত্রে শান্তিবারি সেচন করিতেছে; এবং মনুষ্যসমাজ পরম রমণীয় সামাজিক নিয়ম দ্বারা আমাদিগকে চিরজীবন সুখী করিতেছে ইহারা সকলেই তোমার অসীম করুণাপক্ষে সাক্ষ্য দান করে।

প্রভো! ভূতপূর্ব্ব বিষয় সমূহ তোমার নিকটেই স্মরণ করি। পূর্ব্বকালে তুমিই সময়ে সময়ে এই জন সমাজের মহৎ মনুষ্যদিগকে পরম শোভাকর পুষ্প তুল্য বিকশিত করিয়াছ এবং তাঁহাদের বীজ সর্ব্বস্থানে বিকীর্ণ করিয়া নির্জ্জন প্রদেশকে মনোহর উদ্যানে পরিণত করিয়াছ ও মহারণ্যকে রমণীয় কুসুমে মঞ্জুরিত করিয়াছ। তোমার করুণা বলেই মনুষ্যগণ সুনিয়মে রাজ্য স্থাপন করিয়া শান্তি বিধান করিয়াছেন এবং তোমার প্রসাদেই সত্যের মহত্ত্বাবে আত্মাকে প্রশস্ত করিয়া কত কত মহাত্মা হিতকর যন্ত্র নির্ম্মাণে জগতে সভ্যতা প্রচার করিয়াছেন। তুমিই বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়া যুগে যুগে সত্যের আভা বিকশিত করিয়াছ এবং কবি ও জ্ঞানিগণের মনোমধ্যে সেই সকল ভাব প্রকটিত করিয়াছ যাহা অন্যের হৃদয়ে লক্ষিত

হয় নাই। প্রভো! পৃথিবী যখন পাপ রূপ গাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল সেই সময়েও তুমি প্রসন্নাত্মা স্ত্রীপুরুষদিগের অন্তঃকরণে তোমার পবিত্র ভাব উদ্দীপ্ত করিয়াছ এবং তোমার প্রেরিত সৈনিক দল তোমা হইতে বলপ্রাপ্ত হইয়া, তোমার সত্য প্রতি-পালনে ও মনুষ্যের প্রকৃত গৌরব রক্ষার্থে ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রভো! তুমি আমাদিগকে নানা প্রকার গুণ প্রদান করিয়াছ এবং তাহাদিগকে ব্যবহার করিতে কি আশ্চর্য্য শক্তিই দান করিয়াছ। নাথ! তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যেন আমরা মনুষ্যের কাল্পনিক মত হইতে তোমার অবিনশ্বর মঙ্গলাদেশ বাছিয়া লইয়া প্রতিপালন করিতে পারি। প্রাচীন কুসংস্কার যাহা আমাদের সম্মুখে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে তাহা যেন পাপকে আর দৃষ্টি হইতে আচ্ছন্ন করিতে না পারে। নূতন বিষয়ের লালসাতে সম্পূর্ণরূপে মুগ্ধ হইয়া আর যেন আমরা সত্য বিবেচনায় ব্যগ্রতার সহিত অসত্যকে আলিঙ্গন না করি। প্রভো! যখন অন্তরাত্মা পোষক তোমার সুপবিত্র প্রেম বীজের সহিত আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের উপমা করি তখন

যেন তাহাকে নিতান্ত অসার দেখিয়া লজ্জিত হই। নাথ! তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যেন আমরা আত্মার যথার্থ শক্তি লাভ করিয়া মহৎ হইতে থাকি এবং পূর্ব্বপুরুষ হইতে যেরূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিক্ষাদানে যেন সন্তানদিগের প্রকৃতি সমধিক গৌরবান্বিত করিতে সমর্থ হই। আমরা উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকল উন্নত করিয়া ও প্রত্যেক শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে যথোপযুক্ত কার্য্যে নিয়োগ করিয়া যেন পরম সুখ ভোগ করিতে পারি। আমাদের পশু প্রবৃত্তি সকল যেন সম্পূর্ণরূপে বশী-ভূত করিয়া সুশাসনে জীবনকে সুন্দর ও বলীয়ান করি এবং তোমার তত্ত্ব অবগত হইয়া ও অন্তরাত্মার সহিত তোমাকে প্রেম করিয়া অসীম আনন্দে আত্মাকে চরিতার্থ করিতে সমর্থ হই। নাথ! প্রত্যেক কর্ত্তব্য কার্য্যেই যেন তোমার প্রেমালোক প্রাপ্ত হই এবং এইরূপ প্রস্তুত থাকি যেন তোমার সমধুর সম্বোধন শ্রবণ মাত্রেই জ্ঞান প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া ও ধর্ম্মভূষণে ভূষিত হইয়া তোমার পথে ধাবমান হইতে পারি। নাথ! তোমার মঙ্গল রাজ্য যেন আগমন করে এবং তোমার আকাঙ্ক্ষা-

রূপ মঙ্গল উৎসাহ স্বর্গতুল্য পৃথিবীতে প্রেমধারা প্রবাহিত করে।

দশম প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! যে স্থানে মনুষ্যগণ বন্ধুতানিবন্ধন পরম সুখে বাস করে সেই স্থানে তুমি যেরূপ বাস কর নির্জ্জন প্রদেশস্থ একাকী ব্যক্তির অন্তঃকরণে সেইরূপ পূর্ণভাবে অবস্থিতি কর। নাথ! তুমি সকল সময়েই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বাস করিতেছ। এক নিমেষের নিমিত্তেও তুমি কাহা হইতে অন্তরে থাক না আমরা যেন তোমার মহদ্ভাবে আত্মাকে পবিত্র করি এবং সাংসারিক ক্লেশ গাঢ় অধ্যবসায়ের সহিত সহ্য করিয়া ও তোমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ভক্তি সহকারে সম্পন্ন করিয়া চিরজীবন অন্তরাত্মার সহিত তোমাকে আরাধনা করিয়া কৃতার্থ হই। আমরা প্রকৃতির সত্য ও মহদ্ভাবে তোমাকে অর্চ্চনা করি। নাথ! আমাদের বদন নিঃসৃত পবিত্র সঙ্গীত ও অন্তরোত্থিত প্রীতিভাব গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ কর।

পিতঃ! চতুর্দ্দিকস্থ বাহ্য বিষয়ের উপরে আমাদের সম্পূর্ণ কতৃর্ত্ব দান করিয়া কি অনির্ব্বচনীয় করুণা প্রকাশ করিয়াছ। আহা এই যে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম কাল খরতর কিরণ জালে জগৎকে দগ্ধ করিতে থাকে। আমরা ইহার মধ্যেও তুষারবৎ সুশীতল গৃহ নির্ম্মাণ করিযা পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিতেছি। প্রভো! আমাদিগকে এরূপ শক্তি দান করিয়াছ যে প্রবল ঝঞ্জা বায়ুকেও আমরা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের একটি হিতকর বিষয় করিয়া তুলিয়াছি এবং শীত প্রধান উত্তর দেশস্থ পতিত তুষার খণ্ডও তাহার শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সুখ সাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধন করিতেছে। পিতা! আহা! কি আশ্চর্য্য জ্ঞানই তুমি মনুষ্যমধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ; জীবনের সকল অবস্থার নিমিত্তেই তোমাকে ধন্যবাদ করি। তুমি কুসুম কলিকা তুল্য শিশু জীবন প্রথমে পার্থিব প্রেমে প্রতিপালিত কর এবং পরিশেষে তাহাকে ক্রমিক প্রস্ফুটিত করিয়া ও অমৃত ভূষণে ভূষিত করিয়া অনন্ত উন্নতি পথে লইয়া যাও। তোমার প্রসাদেই তরুণ বয়স্ক যুবক যুবতীরা সাংসারিক অজ্ঞতা বশতঃ নবীন উৎসাহে ধাবিত হয়। নাথ!

তুমিই তাহাদের অন্তরে মহৎ আশা ও উন্নত ভাব দান কর। যখন মনুষ্যগণ জীবনের মধ্যমাবস্থায় পরিণত হইয়া বহুদর্শনে সমধিক জ্ঞান লাভ করেন তখন তোমার কৃপা বশতই তাঁহারা সময়ে সময়ে পতিত হইয়াও নিরাশার তিক্তবারি পানে চতুর্দ্দিকস্থ দুঃখকর বিষয় অবগত হইয়া সতর্ক হইতে থাকেন। নাথ! যে মহতী ইচ্ছা দ্বারা তাঁহারা রিপুদল বশীভূত করিয়া ও দম্ভকে তাহার দুষ্টাভিসন্ধি হইতে প্রত্যানয়ন করিয়া আত্মাকে মৃত্যু হইতে অমৃত করেন তাহা তাঁহারা তোমা হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। তুমিই বৃদ্ধের মস্তকের বাহ্যদেশ রজত শোভায় শোভিত করিয়া তন্মধ্যে দীর্ঘকাল সঞ্চিত জ্ঞানামৃতে পরিপূর্ণ কর এবং তাহার জীবনের মনোহর দৃষ্টান্ত দ্বারা তরুণ বয়স্ক যুবকগণের আত্মা অনন্ত উন্নতি পথে লইয়া যাও।

প্রভো! তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যেন তোমার প্রদত্ত প্রকৃতি দ্বারা পূর্ণ বল প্রাপ্ত হইয়া তোমাতে পবিত্র বিশ্বাস স্থাপন করি। যৌবনকালে আমরা যেন সম্পূর্ণ জয় লাভ করিতে পারি এবং সেই সকল রিপুদলকে পরাজয় করি যাহারা আত্মার

সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। জীবনের মধ্যমাবস্থায় যেন আমরা সেই প্রকৃতিদ্বারা স্বার্থ পরতার কুটিল-ভাব দমন করিতে পারি ও লোভকে দমন করি যাহারা দম্ভ সহকারে তোমার বিরুদ্ধে উন্মত হয়। জীবনের চরমাবস্থায় পতিত হইলে সেই উল্লিখিত প্রকৃতিই যেন আমাদের নিকট যষ্টিরূপ ধারণ করে এবং আত্মা যেন তোমার পুত পাবকে উচ্ছ্বসিত হইয়া অনন্ত সোপানে পদচারণা করিতে করিতে সত্য সুন্দর শান্তি নিকেতনে সমুন্নত হইয়া তোমার সহিত সম্পূর্ণরূপে এক ভাব হয়।

হে বিশ্বাধার! আমরা সকল বিষয়েই তোমাকে ধন্যবাদ করি। আমরা কি জীবনের দুঃসহ পরীক্ষার নিমিত্তে তোমাকে ধন্যবাদ করিব না? নাথ! যদিও আমরা দুর্ব্বলতা বশতঃ সাংসারিক ক্লেশের নিমিত্তে তোমাকে ধন্যবাদ করিনা তথাচ তোমার নিকটে নত হইয়া অন্তরাত্মার সহিত যেন এইরূপ বলিতে থাকি যে ঈশ্বর আমাদিগকে সকল পদার্থ দান করিয়াছেন তাঁহার ইচ্ছা হইলে সকলই লইয়া যাউন। পিতঃ! আমরা যেন এইরূপ মহৎ হই যে তোমাকে প্রার্থনা করাই যেন জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম

বলিয়া গণ্য করি। আমরা যেন তোমার শান্তি প্রাপ্ত হইয়া তোমার প্রদত্ত পূর্ণানন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া ব্যগ্রতার সহিত তোমার পথে অগ্রসর হইতে থাকি। তোমার মঙ্গল রাজ্য যেন আগমন করে এবং তোমার সাধু ইচ্ছা স্বর্গতুল্য পৃথিবীতে সুখ শান্তি দান করে।

একাদশ প্রার্থনা।

হে জগৎ পিতা জগদীশ্বর! আমরা কোথাও তোমা হইতে পলায়ন করিয়া থাকিতে পারি না। তুমি সকল স্থানে সকল অবস্থাতেই আমাদিগকে তোমার করুণারসে সিক্ত কর। যখন আমরা সুখের ক্রোড়ে পরমানন্দে বাস করি তখন তুমি নব নব উৎসাহ দানে আনন্দের উৎস উৎসারিত করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ কর এবং জীবন দুঃখ ভারাক্রান্ত হইয়া মলিন হইলে তাহার অভাব সকল মোচন করিয়া তাহাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা কর।

পিতঃ! পার্থিব জীবনের সকল অবস্থাই তোমার নিকটে স্মরণ করি। আমরা তোমার স্বর্গীয় মঙ্গল

রাজ্য হইতে সৃষ্ট হইয়া পৃথিবীতে জন্মধারণ করিয়াছি এই স্থান হইতেই তোমার প্রেমালোক প্রাপ্ত হইয়া ভাবিকালে মহদুন্নতি লাভ করিব। নাথ! এই যে বালার্ক সদৃশ শিশু জীবন পরম রমণীয় জ্যোতি সহ দেহ রূপ ক্ষুদ্র গৃহকে উজ্জ্বল করে ইহাও তোমার করুণা বলে উত্তরোত্তর সমুজ্জ্বল হইয়া অনন্ত আকাশে দীপ্তমান হইবে। প্রভো! তোমা হইতেই যুবক যুবতীরাও পরিণত বয়স্ক নর নারীগণ শারীরিক ও মানসিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বলবতী আশা বলে উৎসাহিত হইয়া সৎ কার্য্য সাধনে ও দুঃখ বহনে ক্রমিক উন্নতি হইতেছে। তুমিই তোমার সন্তানগণকে কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মাইতেছ; তুমিই তাহাদিগকে উপযুক্ত শক্তি দানে বলীয়ান করিতেছ এবং তুমিই তাহাদিগের মস্তিষ্ক মহদ্ভাবে পূর্ণ করিতেছ। আমরা তোমার সম্মুখে বৃদ্ধের ভক্তি উদ্দীপক মুখশ্রী ও শুভ্র কেশ রাজি স্মরণ করি। নাথ! তুমিই তাহাকে এই সম্ভ্রান্ত ভূষণ পুরস্কার স্বরূপ দান করিয়াছ। তিনি সুখ দুঃখ পর্য্যায়ক্রমে ভোগ করিয়া বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এবং তোমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সর্ব্ব প্রযত্নে সমাপন করিয়া সময়ের

কুটিল গতিকে অতিক্রম করিয়াছেন। আহা পরিণত বয়স্ক ধার্ম্মিক ব্যক্তি সত্যপথে অগ্রসর হইলে কি রমণীয় কান্তিই ধারণ করেন, তখন যেন তোমার করুণা বলে তিনি পূর্ণ মনুষ্যত্বই প্রাপ্ত হইয়া ও সত্যের পবিত্র আলোকে সমুজ্জ্বল হইয়া গৌরবের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে থাকেন।

প্রভো! তুমি অমৃতের সুখময়ী আভাদ্বারা মনুষ্য জীবনের সকল অবস্থাকেই পরম রমণীয় করিয়াছ। ইহার প্রাতঃকালীন নব কিরণে দুগ্ধপোষ্য শিশুর দোদুল্যমান দোলা সুরঞ্জিত হইতেছে। ইহার মধ্যাহ্নকালের খরতর করজালে যুবকের আত্মা সমুন্নত হইতেছে। এবং ইহার প্রদোষআভা, আশা ও সৌন্দর্য্যের বিচিত্র বর্ণে বিভূষিত হইয়া বৃদ্ধের মুখ-মণ্ডল শুভ্র শোভায় শোভমান করিতেছে। যখন তুমি তরুণ বয়স্ক যুবক কিম্বা দীর্ঘজীবী সত্য পরায়ণ বৃদ্ধকে আমাদিগ হইতে লইয়া যাও। তখন এই বলিয়া তোমাকে ধন্যবাদ করি যে আমরা ইহা জানি তাঁহারা পার্থিব পরিশ্রম হইতে বিরাম লাভ করেন, এবং তাহাদের সৎ কার্য্য সকল প্রকৃতি সহ সংযুক্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে

ও উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর কিরণ প্রাপ্ত হইয়া তোমার মঙ্গল রাজ্যে গৌরবের বসন স্বরূপ দীপ্তি পায়। নাথ! তুমি নারীগণের মনোমধ্যে কি মহৎ প্রকৃতি দান করিয়াছ এবং তাহাদের বিবিধ বৃত্তি সকল ও অন্তরের রমণীয় পবিত্রভাব পুরুষ হইতে বিভিন্ন করিয়া কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশ করিয়াছ। তোমার প্রসাদেই তাঁহারা নীতিজ্ঞান ও সস্নেহ অন্তঃকরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আত্ম প্রত্যয় সিদ্ধ ধর্ম্ম জ্ঞান সহকারে তোমার সহিত যোগ দিয়া ও সুগভীর মহদ্ভাবে অন্তরের সহিত তোমাকে প্রেম করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছেন। নাথ! আমরা ধর্ম্মশীল কামিনীদিগের সচ্চরিত্রের নিমিত্তে তোমাকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ করি। তাঁহারা প্রাচীন ও বর্ত্তমান যুগে তোমার ভাবে উচ্ছসিত হইয়া শুদ্ধ জীবনের দ্বারা বক্তৃতা হইতেও মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা পৃথিবীর ধর্ম্মপ্রচারকদিগের পূর্ব্বে পূর্ব্বে ধাবিত হইয়া কণ্টকিত ধর্ম্মপথ পরিষ্কার করিয়া সরল করিয়াছেন ও সৌভাগ্যশালী পুণ্যবান মনুষ্যদিগের সেবনার্থে বায়ুকে আশীর্ব্বাদ রূপ গন্ধামোদে আমোদিত করিয়া গিয়াছেন। পিতঃ!

বর্ত্তমানকালে সিমস্তিনীগণ তোমা হইতেই মহৎ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা তোমার ধর্ম্মবলে বলবতী হইয়াই পীড়িতকে ঔষধ দানে আরোগ্য করিতেছেন, দুষ্ট স্বভাব বিভ্রান্তকে কুপথ হইতে প্রত্যানয়ন করিতেছেন, দুঃখভারাক্রান্ত অবনত জীবনকে উন্নত করিতেছেন, অজ্ঞকে শিক্ষাদানে বিজ্ঞ করিতেছেন, এবং ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসারে পতিত হইলে তাহাকে সদ্‌জ্ঞান দ্বারা উদ্ধার করিতেছেন। অতএব হে পিতঃ! তুমি যে এতদূর মঙ্গলভাব জগতে প্রচার করিয়াছ এই নিমিত্তে তোমাকে বার বার নমস্কার।

নাথ! তুমি মনুষ্য অন্তঃকরণে এইরূপ মহদ্‌ভাব সৃষ্টি করিয়াছ যে তাহা ক্রমিক উন্নতি লাভ করে। এবং ক্রোধ ও দ্বেষাদি রিপুগণ কর্ত্তৃক প্রবলরূপে আক্রান্ত হইলেও পরিশেষে অবশ্যই তাহাদিগকে সংগ্রামে পরাভূত করে। তোমারই প্রসাদে আমরা উদার প্রেমের অধিকারী হইয়া শরণাগত বিপন্ন-দিগকে আশ্রয় দানে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছি; এবং কেহ শত্রুভাব ধারণ করিয়া আমাদের কোন অংশে ক্ষতি করিলেও পৃথিবী হইতে উচ্চতর

সহজভাবে তাহাকে মার্জ্জনা করিতে সমর্থ হইতেছি। আহা! কি অনির্ব্বচনীয় করুণা সহকারে তুমি ধর্ম্ম প্রবৃত্তি আমাদের অন্তঃকরণে নিহিত করিয়া রাখিয়াছ। আমরা পাপান্ধকারে আবৃত হইলেও ইহা হইতেই প্রাতঃকালীন সুরম্য প্রভা সদৃশ একটি পরম পদার্থ প্রাপ্ত হইতেছি এবং যখন অন্যান্য বিষয় সমূহ আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া দূরে পলায়ন করে তখনও কেবল ইহার সহায়ে ঘোর মেঘাবলি বিদীর্ণ করিয়া তোমার অবিনশ্বর শান্তি নিকেতন অবলোকনে পরমানন্দে পুলকিত হইতেছি। নাথ! তুমি সকল হইতে আমাদের নিকটের পদার্থ। তুমি দুর্ব্বলকে বলদান কর এবং আমাদের অজ্ঞতা দূর করিয়া প্রলোভন অতিক্রম করিতে শিক্ষা দেও। আহা! যখন আমাদের মুখমণ্ডল দুঃখ ভরে অবনত হয় তখন আমরা বাহ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলেও অন্তঃকরণ পূর্ণগৌরবে দীপ্তি পায় এবং তাহাতে তুমি বিদ্যমান হইয়া শান্তিদানে আত্মার শোক সন্তাপ হরণ কর।

পিতঃ! যখন তুমি পরিবারস্থ প্রিয় সুহৃদ্‌গণের আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া আমাদের ক্রোড় হইতে

তোমার অমৃত ক্রোড়ে লইয়া যাও তখন যদিও বিচ্ছেদ যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া তন্নিমিত্তে তোমাকে ধন্যবাদ করিতে তত দূর শক্তিবান না হই। তথাপি নাথ! ইহা আমরা অবগত আছি যে তুমি প্রগাঢ় অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে লইয়া যাও ও তাহাদের মর্ত্ত্যজীবন অমৃত ভূষণে ভূষিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদের নিকট সমধিক প্রীতি ভাজন হইয়া উঠে। পিতঃ! অন্ন বস্ত্র হীন দরিদ্রদিগের দুরবস্থা তোমার নিকটে স্মরণ করি, এবং এই প্রার্থনা করি যেন আমরা অনাবৃত দ্বারে তাহাদের সুখ শান্তি বর্দ্ধন করি, যাহারা উৎসুক চিত্তে আমাদের সাহায্য আকাঙ্ক্ষা করে। হে পরম পিতা পরমেশ্বর! তোমার প্রদত্ত প্রকৃতি উপযুক্তরূপে ব্যবহার করিতে আমাদিগকে বল দেও। আমরা তোমার অখণ্ড নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে প্রার্থনা করি না। তাহা যেন চিরকালই একভাবে অবস্থিতি করে, কিন্তু এই প্রার্থনা করি যেন আমাদের স্বভাব তোমার পরম পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়; আমাদের জীবন যেন তোমার বিশুদ্ধ আত্মার সহিত যোগ দেয়, তোমার সাধু ইচ্ছা যেন আমাদের আত্মার প্রকৃত

নিয়মরূপে গণ্য হয় এবং তোমার নির্ম্মল প্রীতি যেন সদাকাল আমাদিগকে সিক্ত করে। এইরূপ তোমার পবিত্র ধর্ম্মে ভূষিত ও বলীয়ান হইয়া যেন আমরা উৎক্রোশ পক্ষীর ন্যায় অবিশ্রান্ত গতিতে তোমারদিগে উড্ডীয়মান হই। প্রভো! তোমার মঙ্গল রাজ্য শীঘ্রই সমাগত হউক এবং তোমার সাধু কামনা স্বর্গতুল্য পৃথিবীতে শান্তি বারি বর্ষণ করুক।

দ্বাদশ প্রার্থনা।

হে অনন্ত পরমাত্মন্! তুমি সদাকালই বর্ত্তমান আছ। তোমাকে স্বর্গ কিম্বা স্বর্গ হইতে উচ্চতর স্বর্গও ধারণ করিতে পারে না। অথচ তুমি প্রত্যেক কুসুম কলিকাতে ও বিনম্র অন্তঃকরণে বাস করিতেছ। আমরা যেন তোমাকে অর্চ্চনা করি ও তোমাতে আত্মা উন্নত করিয়া চিরজীবন ভূমানন্দ লাভে কৃতার্থ হই। আমরা জানি যে তুমি আমাদের পূজা চাওনা ও অধরোষ্ঠ বিনির্গত দুর্ব্বল প্রার্থনা শুনিতে ইচ্ছা করনা। কিন্তু তোমার নিকট আমাদের অধীনভাব

জ্ঞাত হইয়া আমাদের ক্ষীণ শক্তি ও অবিবেকতা অনুভব করিয়াও তুমি সদাকাল আমাদের আকাঙ্ক্ষা-রূপ সুবর্ণকোটর সুধামৃতে পূর্ণ কর ইহা স্মরণ করিয়া আমরা তোমার নিকট ধাবমান্ হই এবং এই মহতীআশা পূর্ণ করিতেই তোমাকে প্রার্থনা করি যেন আমরা ধর্ম্মোৎসাহে বলবান্ হইয়া প্রসন্ন চিত্তে তোমাতে সমুন্নত হইতে থাকি। পিতঃ! তোমার আদেশে সূর্য্য তাহার জীবনরূপী মনোহর আলোক জগতে বিকীর্ণ করিয়া কি অনির্ব্বচনীয় রূপ প্রকাশ করেন। কি আশ্চর্য্য তোমার মহিমা! সন্ধ্যা সময়ে সূর্য্য কিরণ পৃথিবী হইতে অন্তরিত হইলে চন্দ্রমা রজনীর স্কন্ধদেশে আরূঢ় হইয়া সুশীতল কর দানে জগৎ কি রমণীয় শোভায় শোভমান করেন এবং সর্ব্বরীর তিমিরবৎ নিলাম্বরী বসন স্বর্ণখণ্ড তুল্য নক্ষত্রপুঞ্জে বিভূষিত হইয়া কি অনুপম রূপই ধারণ করে।

পিতঃ! তোমারই প্রসাদে ঋতু সকল পর্য্যায়-ক্রমে আগমন করিয়া বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করি-তেছে। তোমার পবিত্র আত্মা অন্ধকারেও আমাদের সহবাস করে। নাথ! অন্ধকারও তোমার নিকট

আলোকরূপে প্রতিভাত হয়। তোমার প্রসন্ন হস্তে রক্ষিত হইয়া আমরা নিরাপদে নিদ্রা যাই এবং জাগ্রত হইলে তোমার সহিত বাস করিয়াই কৃতার্থ হই।

প্রভো! তোমার করুণাবলে মরুক্ষেত্র এইক্ষণ মনোহর উদ্যানে পরিণত হইতেছে এবং মহারণ্য যাহা অসভ্য মনুষ্য ও ভীষণ শ্বাপদদলে পরিপূর্ণ ছিল তাহা এইক্ষণ প্রশস্ত নগরে উন্নত হইয়া সুরম্য অট্টালিকায় সুশোভিত হইতেছে। নাথ! তোমার কৃপা বশতই প্রশান্ত চিত্ত পরম সৌভাগ্যশালী ধীর পুরুষেরা এই পৃথিবীতে জন্মধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তোমার বলেই বলবান্ হইয়া এবং তোমার প্রসাদে পবিত্রধর্ম্ম ও বিচারশক্তি প্রাপ্ত হইয়া তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পৃথিবীতে মনুষ্যের সাধারণ নিয়মরূপে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন।

প্রভো! তোমার অসীম কৃপাবলে আমরা ক্ষেত্র হইতে বিপুলধন সঞ্চয় করিতেছি; সমুদ্র হইতে বিবিধ রত্ন লাভ করিতেছি ও ভূমিগর্ভ খনন করিয়া অর্থশালী হইতেছি। তোমার করুণাতেই বিদ্যা-মন্দির অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশকে আলোকিত করিতেছে

এবং তোমা হইতেই শান্ত প্রকৃতি নরনারীগণ পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মোপদেশে অসত্য পথাবলম্বী ভ্রমান্ধকে সত্যপথে আনয়ন করিতেছেন।

পিতঃ! আমাদের প্রিয়তমা মাতৃভূমিতে পাপ পিশাচের অসীম শক্তি দর্শন করিয়া তোমার নিকটে দুঃখ প্রকাশ করি। আহা কি আক্ষেপের বিষয় যে উচ্চপদাভিষিক্ত অভিমানী মনুষ্যেরা বিপন্ন-দিগকে অশেষ দুঃখে দুঃখিত করিতেছেন এবং প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা শাক্ষ্যদান করিয়া দেশকে কলুষিত করিতেছেন।

নাথ! আমরা বিশেষরূপে এই দুঃখই তোমার নিকট স্মরণ করি যে আমাদের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া পতিহীনা কামিনীগণ নিঃসহায়ে দুঃসহ দুঃখানলে দগ্ধীভূত হইতেছেন এবং সময়ে সময়ে লুব্ধ হইয়া মহাপাপে কলঙ্কিত হইতেছেন। তাঁহারা তোমার স্বাধীন সন্তান কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। আহা! তাঁহাদের চিত্ত-শোষক ধ্বনি তীরের ন্যায় কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইয়াও আমাদের লৌহময় অন্তঃকরণ বিদ্ধ করিতে পারিতেছে না। হা নাথ! কুসংস্কারের

কি দুর্নিবার্য্য শক্তি সে সত্যকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছে এবং অসত্যকে তাঁহার পবিত্র সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছে। নাথ! আমাদিগকে শক্তি দান কর এবং এইরূপ আত্মগ্লানির বিষ পূরিত দংশনে দংশিত ও জর্জ্জরিত কর যেন আমরা অপ্রতিহত চিত্তে কুসংস্কারকে পরাজয় করিয়া তোমার সত্যকে প্রত্যানয়ন করিতে পারি এবং কামিনীদলের শোক সন্তপ্ত শুষ্ক হৃদয় কমল, সুশীতল শান্তিজলে প্রস্ফুটিত করিয়া দেশকে পাপ তাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারি।

পিতঃ! এই পার্থিব জীবনে তোমা হইতে যেরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছি, আহার নিদ্রা দ্বারা প্রত্যহ যেরূপ তৃপ্তিলাভ করিতেছি; শারীরিক বলে যেরূপ বলবান্ হইয়াছি এবং তোমা হইতে যেরূপ ভুবনবিজয়িনী বুদ্ধিবৃত্তি ও আশা পাইয়াছি তাহা সকলই তোমার নিকট স্মরণ করি। তুমি আমাদিগকে নানা প্রকার কর্ত্তব্য কার্য্য প্রদান করিয়াছ এবং তাহাদিগের সম্পাদনার্থে উপযুক্ত বল বীর্য্য দান করিয়াছ, এতদ্রূপ তোমাকে আমারদিগের কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রার্থনা করিব না। পিতঃ!

তোমার প্রদত্ত বৃত্তি সকল যেন উপযুক্ত পরাক্রমে যথা স্থানে চালনা করি আমরা যেন তোমার পরম পবিত্র মঙ্গলভাব গাঢ়রূপে ভক্তি করিয়া অবি-চলিত বিশ্বাস সহকারে তোমাকে সেবা করি, এবং প্রেমানন্দলাভে ক্রমিক তোমার নিকটবর্ত্তী হইয়া পূর্ণ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হই। যখন একবার তোমার বিশুদ্ধ পথ পরিত্যাগ করিয়া শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে ফিরিয়া আসি তখন হইতে যেন আর তোমার পবিত্র পথ পরিত্যাগ না করি, কিন্তু সুশিক্ষা বলে যেন তোমার শান্তিপ্রদ মঙ্গল পথে অগ্রসর হই। প্রভো! তো-মার মঙ্গল রাজ্য যেন শীঘ্রই আগমন করে এবং পৃথিবী যেন স্বর্গতুল্য তোমার মঙ্গলভাবে পূর্ণ হয়।

ত্রয়োদশ প্রার্থনা।

হে অনন্ত শক্তির উৎস! মনুষ্যেরা তোমাকে বিবিধ উপাধি দ্বারা সম্বোধন করিয়া থাকে। কিন্তু কোন উপাধিই তোমার অনন্ত মঙ্গলভাব ও পূর্ণ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে পারে না। নাথ! কোন

...কেহই তোমাকে বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে না। তুমি সকল বস্তুর মূলাধার ও সকলেরই পালন কর্ত্তা। আমরা যেন তোমার সহবাসে প্রেমানন্দে পুলকিত হইয়া তোমাকে আত্মা সমর্পণ করি। নাথ! আমরা ইহা অবগত আছি যে প্রেম পিপাসু হইয়া তোমাকে ইচ্ছা করিলে তুমি আমাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর। পিতঃ! তুমি এমনই এক আশ্চর্য্য পদার্থ যে স্বর্গ হইতে উচ্চতর মহাস্বর্গেও তোমাকে ধারণ করিতে পারে না। অথচ তুমি সকল পদার্থের মধ্যে বাস করিয়া সকলকেই মঙ্গল দানে সন্তুপ্ত কর।

হে পিতঃ! তুমি এই পৃথিবীতে মনোহর সূর্য্য কিরণ বিকীর্ণ করিয়া অকালে গিরিগুহাকে রমণীয় বসন্ত শোভায় শোভমান করিতেছ। তুমি তিমিরাচ্ছন্ন রজনীযোগে নভোমণ্ডল নক্ষত্রপুঞ্জের গতিক্রিয়ায় বিভূষিত করিতেছ যদিও তাহারা মনুষ্যনেত্রে স্থির ভাবে লক্ষিত হয়। ইহারা সকলেই তোমার অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার মহিমা ব্যক্ত করে এবং তোমার চিরোজ্জ্বল প্রেম জ্যোতি হইতে আলোক লাভ করিয়া কিরণ দানে সমর্থ হয়। প্রভো! তুমি প্রেমরসে

জীবজন্তু সমুদায়কেই সৃষ্টি কর। তুমিই আমাদের জনক জননী। তুমি সঙ্গোপনে আমাদিগকে রক্ষণা-বেক্ষণ করিয়া অমঙ্গল হইতে মঙ্গলোদ্ধার কর। তুমিই মনুষ্যদিগকে শৈশব হইতে যৌবনে উন্নত কর এবং অসভ্যাবস্থা হইতে তাহাদিগকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া মহীয়ান কর।

পিতঃ! তোমার প্রসাদেই মনুষ্যেরা বিগত যুগে বিবিধ উন্নতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। নাথ! কি আনন্দের বিষয় যে এই সংসারে অসত্য হইতে সত্যের বল অধিক পরিমাণে দৃশ্য হইতেছে, বিচার শক্তি অবিচারকে সর্ব্বদা পরাজিত করিতেছে প্রেমের কমনীয় ভাব ক্রোধ হইতে অধিক শক্তিশালী হইয়া যুগে যুগে অসভ্যের পশু প্রকৃতির উপর জয়লাভ করিতেছে।

প্রভো! তুমিই প্রশান্ত চিত্ত স্ত্রীপুরুষদিগকে যুগে যুগে উৎপন্ন করিয়া সাধারণ মনুষ্যগণকে শিক্ষা-দান করিয়াছ, তুমিই জ্ঞানিগণকে সত্য শিক্ষার্থে প্রেরণ করিয়াছ এবং তোমারই প্রসাদে সুকবিগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বর্গীয় পূত পাবকে মনুষ্যজীবন আলোকিত করিয়া গিয়াছেন। তোমার করুণা

বলে কত কত মহাত্মারা সুমার্জ্জিত জ্ঞানে তোমার নিয়মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া তাহা পৃথিবীতে প্রচার করিয়াছেন। তোমার প্রসাদেই ধর্ম্ম-পরায়ণ বীরেরা সত্য জ্ঞাপন করিয়া মনুষ্যদিগকে ভ্রম হইতে মুক্ত করিয়াছেন এবং রিপুদল সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া তাহাদিগকে শান্তিপথের পথিক করিয়াছেন।

পিতঃ! তুমি কোথাও তোমার অসীম করুণার প্রমাণ ব্যতীত অবস্থিতি কর না। আহা! সকল পদার্থেই তোমার অনন্ত গৌরব প্রকাশিত হইতেছে। অহোরাত্র সকল স্থান হইতে তোমার জয়ধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে, কিন্তু নাথ মনুষ্যের মহৎ প্রকৃতিই অধিক পরিমাণে তোমার মহত্ত্বতা ও মঙ্গল ভাব প্রকাশ করে এবং তোমার অনন্ত করুণার পক্ষে সাক্ষ্যদান করে। তুমি সময়ে সময়ে ধর্ম্মসংস্থাপকদিগকে স্থানে স্থানে উৎপন্ন করিয়াছ এবং তোমার স্বর্গীর ভাবে উত্তেজিত হইয়াই ধর্ম্মযোদ্ধাগণ সত্যোৎপাদনার্থে স্ব স্ব রুধির প্রবাহে বসুন্ধরা উর্ব্বরা করিয়া গিয়াছেন।

নাথ! এই পৃথিবী যে সামান্য বুদ্ধি বিশিষ্ট মনুষ্যগণে পরিপূর্ণ ছিল, তজ্জন্যেও তোমাকে ধন্য-

বাদ করি। যাঁহাদের নাম কোন ইতিহাসে অঙ্কিত কিম্বা কোন কবির লেখনী দ্বারা সুরঞ্জিত হয় নাই। তাঁহারা কেবল ভূমিরূপ ধারণ করিয়া ফুল ফলে বিভূষিত মহীরূহ স্বরূপ বর্ত্তমান মহাত্মাদিগকে উৎপন্ন করিয়া গিয়াছেন। তোমার কৃপায় কেহ মানসিক ধীশক্তি দ্বারা কিন্তু অনেকেই দৃঢ় বিশ্বাস ও ব্যগ্রতা সহকারে এই সংসারে জয়লাভ করিতেছেন। আহা যে সকল সত্য বিজ্ঞান কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইতেছে, যে সৌন্দর্য্য কবিতা কিম্বা শিল্পদ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে, যে বিচার জ্ঞানপুস্তকে অঙ্কিত হইয়া কিম্বা সুনিয়ম দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, যে সকল ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়া আমরা অন্তরাত্মাকে স্বর্গীয় ভাবে পবিত্র করিতেছি, এবং যে নীতিশাস্ত্র দ্বারা তোমার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রতিপালন করিতেছি তাহারা সকলেই তোমার অপার করুণার চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

নাথ! এই সকল বিষয়ের নিমিত্তে ধন্যবাদ করিবার সময় তোমাকে এই বলিয়া প্রার্থনা করি যেন আমরা অবিচলিত বিশ্বাসের সহিত তোমার সহিত ভ্রমণ করিতে পারি। পিতঃ! তুমি মনুষ্যদিগকে

কৃতজ্ঞতাশক্তি দান করিয়া কি অনির্ব্বচনীয় সুখে সুখী করিয়াছ। আহা! আমরা তোমার প্রদত্ত সুখ প্রাপ্ত হইয়াও তোমার করুণা অনুভব করিয়া কি অনুপম আনন্দই ভোগ করিতে থাকি। তুমি আমাদিগের কৃতজ্ঞতা চাওনা অথবা অকৃতজ্ঞ হইলে ভৎর্সনাও কর না। তুমি নিস্বার্থভাবে দুষ্টস্বভাব কৃতঘ্নকেও কাম্য বস্তু দান করিয়া সন্তুষ্ট কর।

পিতঃ! যখন আমরা অন্তঃকরণে দুঃখ ভোগ করি। যৎকালে মৃত্যু তাহার দুঃখজনক ভীষণ অসিত বর্ণে আমাদের গৃহ আচ্ছন্ন করিয়া প্রিয় পদার্থ অপহরণ করে সেই সময়েও তোমার করুণাই প্রকাশিত হইতে থাকে। আমরা সেই গাঢ় অন্ধকারেও তোমার আলোক দেখিতে পাই। এবং মৃত্যু যে স্থানকে শোকানলে দগ্ধ করিয়া বিষাদ ভস্মে পরিপুর্ণ করে, তুমি তাহাতেও সুখরূপ কুসুমোদ্গম করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ কর।

যে সকল সাংসারিক প্রলোভনে আমরা পরীক্ষিত হইতেছি তাহা তোমার নিকটে স্মরণ করি, এবং তোমাকে এই প্রার্থনা করি যে আমাদিগকে শক্তিশালী করিয়া তাহাদের মোহিনী মায়া হইতে মুক্ত

কর। আমাদের নিবাসভূমি এই সংসার এমনই ভয়ানক স্থান যে তাহাতে পাপপিশাচ উজ্জ্বলদিবসেও সর্ব্বত্রে পরিভ্রমণ করে এবং দস্যু আসিয়া পরিপক্ক বুদ্ধিশীল মনুষ্যকেও সময়ে সময়ে বিপথগামী করিয়া দেয়।

পিতঃ! আমরা এই প্রার্থনা করি যে আমাদিগকে এইরূপ শক্তি দান কর যেন আমরা লোভকে পরিত্যাগ করি এবং অহঙ্কার ও দুরাকাঙ্ক্ষার শক্তিকে অতিক্রম করিয়া আত্মাকে পবিত্র করি। যে সকল নিয়ম আমাদের অন্তঃকরণে স্পষ্টাক্ষরে অঙ্কিত করিয়াছ তাহা প্রতিপালন করিয়া যেন তোমাকে প্রেম করিতে ব্যগ্র হই এবং অপ্রতিহত চিত্তে অশুভ ঘটনা সহ্য করিয়া ও সৎকার্য্য সাধন করিয়া যেন তোমার সহিত পরিভ্রমণ করিতে পারি। নাথ! শীঘ্রই তোমার মঙ্গলরাজ্য প্রচারিত হউক এবং তোমার শুভ কামনা দ্বারা পৃথিবী স্বর্গতুল্য পবিত্র হউক।

চতুর্দ্দশ প্রার্থনা।

হে পরম পিতা পরমেশ্বর! তুমি সদাকাল আমাদের নিকট বিদ্যমান রহিয়াছ। আমরা তোমার নিকটে পবিত্র ভাবে বিনত হইতেছি এবং সংসারের ভয়াবহ কোলাহল হইতে অন্তরিত হইয়া উন্নত আত্মার সহিত তোমার মঙ্গল গীতে নিযুক্ত হইতেছি। প্রভো! তুমি সদাকাল আমাদিগকে স্মরণ কর। যখন এই পৃথিবীস্থ জনক জননী আমাদিগকে বিস্মৃত হয়েন এবং পতিত হইলে উদ্ধারের চেষ্টা করেন না সেইকালেও তুমি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বহন করিয়া আমাদিগকে উন্নত কর। যখন আমরা দুর্ব্বলতা বশতঃ বিভ্রান্ত চিত্তে তোমার মঙ্গলকর নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তোমা হইতে গোপন থাকিতে ইচ্ছা করি তখনও তোমার অনন্ত প্রেম ও বিশুদ্ধ ন্যায় গোপন ভাবে অন্তঃকরণে প্রকাশিত হইয়া পতিতাবস্থা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করে এবং পাপতাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়া সুখ শান্তি বিধান করে।

হে অনন্ত পরমাত্মন্! তুমি এই বিস্তীর্ণ নভোমণ্ডল পরমাশ্চর্য্য শোভায় শোভমান করিয়া কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশ করিয়াছ। তোমা হইতেই স্বর্ণজ্যোতি বিশিষ্ট পরম শোভাকর অংশুমালী উষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়া জগৎকে নানাবিধ শোভায় সুসজ্জিত করিতেছে। তোমার প্রসাদেই বসন্তকাল পুষ্পপল্লবে বিভূষিত হইয়া পৃথিবীকে হরিত বর্ণে সুশোভিত করিতেছে এবং গ্রীষ্মকাল রসাল ফলে তরুসকলকে ফলবান্ করিয়া আমাদের রসনেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতেছে। পিতঃ! এই যে বিহঙ্গমগণ মনোহর স্বরে নিকুঞ্জকানন বিমোহিত করে ইহারা তোমার জয়ধ্বনিই সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেছে। আহা এই যে পৃথিবী আমাদের পদতলে বিস্তীর্ণ হইয়া বিবিধ খাদ্য বস্তু উৎপন্ন করিতেছে এবং এই যে অসীম গগণমণ্ডল আমাদের মস্তকোপরি বিরাজমান রহিয়াছে ইহারা তোমার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া জীবগণে পরিপূর্ণ হয় এবং তোমার সুনিয়মে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া তোমার অনির্ব্বচনীয় প্রেম ও পরমাশ্চর্য্য মহিমা প্রকাশ করে।

নাথ! তুমি আমাদের অজ্ঞাতসারে শুভ ঘটনা উপস্থিত করিয়া নানা প্রকার মঙ্গলবিধান করিতেছ।

তোমার আদেশেই জল স্থল ও অন্তরিক্ষ আশ্চর্য্য শক্তি দ্বারা আমাদের মনোরথ সম্পন্ন করিতেছে। তোমার পরম তত্ত্ব প্রত্যেক উপলখণ্ডে গোপনভাবে অবস্থিতি করিয়া এবং পরম শোভাকর নক্ষত্রপুঞ্জে ও কুসুমদলে বিকাশিত হইয়া তোমার চিরপালিত শান্তমতি বালক বালিকাগণকে জ্ঞানদানে কৃতার্থ করিতেছে।

পিতঃ! এই বাহ্য জগৎ তোমার মাহাত্ম্যই প্রকাশ করে। তুমি সর্ব্বস্থানে বিরাজমান আছ। রজনীযোগে তুমি নক্ষত্রে পুঞ্জে কিরণ দান কর, প্রত্যেক বায়ুর হিল্লোলে তুমি পরিভ্রমণ কর এবং দুর্ব্বাদলে শ্যামল শোভায় শোভিত হইয়া নেত্ররঞ্জন কর। তুমি চেতনাচেতন সমুদায় পদার্থকে রক্ষা কর। আমরা তোমার আদেশেই গতিক্রিয়া সম্পন্ন করি। তুমি জীবনের আরম্ভকালে তাহার পরিসমাপ্তি বিশেষরূপে অবগত হইয়া তোমার অবিনশ্বর মঙ্গল সাধনার্থে সকল পদার্থকে কার্য্য করিতে অনুমোদন কর।

নাথ! সত্যের জয় আমাদের নিকট অল্প পরিমাণে প্রতীয়মান হইলেও তোমার নিকট তাহার

সম্পূর্ণ জয় হইতেছে। তোমার প্রসাদেই সত্যের সুমধুর বাক্যমাধুরী সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া মনুষ্যের ন্যায়পরতা দ্বারা পৃথিবীতে নিয়ম আবদ্ধ হইয়াছে।

প্রভো! প্রেম প্রথমে পরিবার মধ্যে গোপনীয় ভাবে উৎপন্ন হয়। ইহার এমনই একটী অদ্ভুত শক্তি তুমি দান করিয়াছ যে কোন প্রকারই ইহা বদ্ধ-ভাবে অবস্থিতি করে না কিন্তু স্বামি স্ত্রী হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তরোত্তর উদার ভাব ধারণ করিয়া জগতের সমুদায় মনুষ্যদিগকে বন্ধুরূপে একটী বৃহৎ পরিবারে আবদ্ধ করে। পিতঃ! তোমার প্রসাদে হিতা-কাঙ্ক্ষী বিশুদ্ধমতি নরনারীগণের মহৎ অন্তঃকরণে প্রজ্জ্বলিত প্রেম শিখা পাপাচ্ছন্ন অন্ধকার প্রদেশেও দীপ্তিমান হইয়াছে।

নাথ! তোমা হইতেই অবিচলিত ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে গাঢ়রূপে বিশ্বাস করিতেছি ও পরম প্রীতিসহকারে তোমার মঙ্গলকর আজ্ঞা পালন করি-তেছি। একটী দিবসে কি ঘটনা উপস্থিত হইবে তাহা না জানিলেও আমরা ইহা উত্তমরূপে অবগত আছি যে তুমি আমাদিগকে অবিনশ্বর আত্মা প্রদান করিয়াছ। ইহা সত্য বটে যে আমরা অত্যন্ত দুর্ব্বল

জীব। কিন্তু তোমার অসীম জ্ঞান, আশ্চর্য্য শক্তি ও বিশুদ্ধ বিচার প্রত্যেক জীবের চতুঃপার্শ্বে ক্রীড়া করিতেছে এবং তুমি অনির্ব্বচনীয় প্রেম সহকারে তাহাদের প্রত্যেকের মঙ্গল বিধান করিতেছ। নাথ! সকল যুগেই তোমার সত্যধর্ম্ম বিজনভাবে উন্নত হইয়াছে ও সর্ব্বস্থানেই তোমার প্রকৃত উপাসক বাস করিয়াছেন। আহা! কি আশ্চর্য্য যে অসভ্য অন্তঃকরণে মঙ্গল ইচ্ছা উদ্দীপ্ত হইলেও মঙ্গল কি সে উত্তমরূপে বুঝিতে পারে না এবং যাহার দুর্ব্বল হস্ত অন্ধের ন্যায় অন্ধকারে উভয়পার্শ্বে চালিত হয় সেও সেই গাঢ় তিমিরে তোমার দক্ষিণ হস্ত স্পর্শ করিতে পারে ও তব বলে বলীয়ান হইয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে উন্নত হয়।

পিতঃ! আমাদের দৈনিক কর্ম্মের সুশৃঙ্খলার নিমিত্তে তোমাকে ধন্যবাদ করি এবং এই প্রার্থনা করি যেন আমরা বহুদর্শিতা দ্বারা ক্রমশই জ্ঞানী ও মহাত্মা হই। সৌভাগ্য যেন সকলের প্রতি দয়াবান হইতে আমাদিগকে অনুমোদন করে ও সাহায্যাকাঙ্ক্ষী দরিদ্রের প্রতি বদান্য হইতে শিক্ষা দেয়। যখন আমাদের দুঃখের জীবন কাল উপস্থিত হয় তখন

যেন আত্মা বিনম্রভাব ধারণ করে এবং মহতী ইচ্ছা তিতিক্ষা বলে বলশালিনী হইয়া প্রগাঢ় উৎসাহের সহিত তোমাতে সমুন্নত হয়। প্রভো! বিপদকালে যখন দুঃখরূপ ভয়ঙ্কর অশনি প্রহার আমাদের অন্তঃকরণ ভগ্ন করিতে উদ্যত হয়, ও নিরাশার তিক্ত পাত্র বদনসমীপে অর্পিত হয় তখন যেন সেই দুঃখ ভরে সমধিক শক্তিশালী হইয়া তোমাতে আত্ম সমর্পণ করি এবং পরিশেষে সম্পূর্ণ জয় প্রাপ্ত হইয়া ও সত্যের মুকুটে শিরোদেশ সুসজ্জিত করিয়া আত্মাতে তোমার শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ অবলোকন করি। পিতঃ! যখন তোমার সহিত আমাদের পার্থিব কার্য্যের পরিসমাপ্তি হইবে তখন যেন সদাকাল তোমার সহিত বাস করিয়া অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পাই এবং তোমার পবিত্রভাবে চালিত হইয়া ক্রমিক উজ্জ্বলরূপে পূর্ণ গৌরব প্রাপ্ত হই। তোমার মঙ্গলরাজ্য শীঘ্রই যেন আগমন করে এবং তোমার আকাঙ্ক্ষারূপ পূর্ণ পয়োধর স্বর্গতুল্য পৃথিবীতে সুধামৃত বর্ষণ করে।

পঞ্চদশ প্রার্থনা।

হে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মন! তুমি কেবল ধর্ম্মমন্দিরে বসতি কর কিম্বা কোন অট্টালিকায়ও কেবল অবস্থিতি করনা। তোমার বিদ্যমানতা সর্ব্বত্রেই প্রচারিত আছে। তুমি গগণস্থিত প্রত্যেক নক্ষত্রের রমণীয় কিরণে বিরাজ করিতেছ এবং ভূতলস্থ প্রত্যেক কুসুম দলের মনোরম শোভায় প্রকাশিত রহিয়াছ। প্রভো! তোমার নিকটে এই প্রার্থনা করি যেন আমরা তোমার সহবাস জনিত নির্ম্মলানন্দ ভোগ করিয়া তোমাকে কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করি। এই সংসারের ভয়াবহ কোলাহল মধ্যে তোমার উৎসাহ জনন অমৃত বাক্য আমাদের অন্তঃকরণে ধ্বনিত হইয়া যেন মহৎ প্রবৃত্তি সকলকে বলশালিনী করে এই মর্ত্ত্যজীবনে আত্মা যেন ধর্ম্মরূপ মনোহর পালকে সুসজ্জিত হইয়া তোমার অনন্ত আকাশে উড্ডীয়মান হয়। নাথ! আমাদের আত্মা অধীন ভাবে তোমাকেই নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। আমরা যেন তোমার স্নেহ যুক্ত পক্ষপুটের অন্তকালে

আরাম প্রাপ্ত হই। এবং তোমার অসীম মাতৃস্নেহে প্রতিপালিত হইয়া নিরাপদে বাস করি। পিতঃ! উপাসনা কালে আমরা শক্তি, জ্ঞান এবং প্রেমের উপাধি দ্বারা তোমাকে সম্বোধন করি কিন্তু কিছুতেই তোমার অনন্ত তত্ত্ব ব্যক্ত করিতে পারি না।

নাথ! তোমার প্রসন্ন হস্তকৃত মঙ্গলময় কার্য্য সকল অসীম করুণাবলে যে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে সেই সকল তোমার নিকট স্মরণ করি। তোমার কৃপাতেই জীবনরূপি মনোহর উষ্ণতা নভোমণ্ডলে বিকীর্ণ হইয়াছে, তৃণপত্রের সুরম্য শ্যামল শোভায় ভূমিখণ্ড সুরঞ্জিত হইতেছে, এবং নব নব শস্য অঙ্কুরিত হইয়া মনুষ্যের সৌভাগ্য চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে। এই যে বসন্তকালের বিকশিত কুসুম নিকর সকল দেশ গন্ধামোদে পরিপূর্ণ করে ইহারা এই ভবিষ্যৎ বাক্যেই প্রকাশ করে যে অনতিকালেই শাখা সকল দোদুল্যমান ফল সকলে বিভূষিত হইয়া পৃথিবীকে উর্ব্বরতা শোভায় শোভমান করিবে। পিতঃ! তোমার প্রসাদেই আমরা সুভোগ অশনে পরিতৃপ্ত হইতেছি, বিচিত্র বসন পরিধানে ভুষিত হইতেছি এবং বাসগৃহে আচ্ছাদিত হইয়া শীত

গ্রীষ্ম হইতে রক্ষা পাইতেছি। তোমার কৃপাতেই প্রণয়াস্পদ মিত্রগণ অকৃত্রিম প্রেমাচ্ছাদনে আমাদিগকে বিবিধ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতেছেন এবং আমরাও তাহাদিগকে প্রীতি করিয়া কৃতজ্ঞতার বিশুদ্ধ চিহ্ন প্রকাশ করিতেছি।

পিতঃ! আমাদের প্রকৃতির মহত্ত্বের নিমিত্ত তোমাকে ধন্যবাদ করি। তুমিই তোমার বিশুদ্ধ জ্ঞান আমাদের অন্তরে উদ্দীপ্ত করিয়াছ। তুমিই পিতৃ মাতৃ স্নেহে সমুদায়কে প্রতিপালন করিতেছ। তুমি অনন্ত পূর্ণভাবে বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্রতম পদার্থের শুভ সম্পাদন করিতেছ এবং সকলকেই সকলের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত করিতেছ। প্রভো! তোমার প্রসাদেই আমাদের আত্মা মহদ্ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া তোমার বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিতে পায় এবং তোমার নিকটে অধীনভাব স্বীকার করিয়া তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনে যত্নশীল হয়।

নাথ! জীবনের বিবিধ অবস্থা তোমার নিকটে স্মরণ করি। আহা! এই বলিয়াই অন্তঃকরণ রোদন করিয়া উঠে যে তোমা হইতে উন্নতশীলা মহৎ প্রকৃতি হইয়াও সৎকার্য্য সাধনের উপযুক্ত উপায়ে

আবৃত হইয়াও আত্মাকে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত করিতেছি এবং সমল অপবিত্রভাব সকল অন্তঃকরণে উদয় হইলে তাহাদিগকে বিশেষরূপে অবগত হইয়াও হৃদয়ে স্থানদান করিয়া পরিপোষণ করিতেছি। আমরা কি দুর্ব্বৃত্ত অন্যের হিংসা, অসদ্ভাব ও কুব্যবহার আমরা সহ্য করিতে পারিতেছি না অথচ সেই সকল ভাবও আমাদের অন্তরে পূর্ণভাবে বিরাজ করে। পিতঃ! আমরা এই সকল বিষয়ে যেন লজ্জিত হই। তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে আমাদিগকে অনুতাপানলে এইরূপ দগ্ধ কর যেন আমরা পাপকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে শিক্ষা পাই এবং প্রকৃতির মহদ্ভাবে জীবন যাপন করিয়াও অন্তঃকরণে পরম পবিত্রতা প্রাপ্ত হইয়া বাহিরে সকলের প্রতি মঙ্গলভাব প্রকাশ করি।

তুমিই আমাদিগকে নানাবিধ ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিয়া পরিশ্রম দ্বারা শরীরের পুষ্টি বর্দ্ধন করিতেছ। প্রভো! আমরা এই প্রার্থনা করি যেন প্রকৃতির উপরে আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপিত হয় ও কেবল ব্যগ্রতার সহিত তোমার অধীনতা স্বীকার করি। আমরা যেন তোমার অনন্ত শক্তিকে ভক্তি করিয়া

তোমার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পন্ন করি এবং আত্মাকে পবিত্রভাবে সমুন্নত করিয়া চিরজীবন তোমাকে সেবা করিয়া চরিতার্থ হই। আমাদের পরিশ্রম যেন তোমার সত্য নিয়মে চালিত হইয়া মনুষ্যজাতির মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত হয়। আমরা সংসারের মোহিনী মায়ায় প্রলোভিত হইয়া সময়ে সময়ে বিপথগামী হইতেছি। আমাদের আত্মা অসাড় হইয়া যাইতেছে। প্রভো! তোমাকে এই প্রার্থনা করি আত্মা যেন ধর্ম্মের মহদ্ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া পাপেচ্ছাকে পরাজয় করিতে পারে এবং প্রত্যেক পরীক্ষা দ্বারা সমধিক শক্তি প্রমাণ করিতে সমর্থ হয়।

নাথ! প্রার্থনাকালে নিরাশা ও দুঃখের বিষয় তোমার নিকট স্মরণ করি এবং এই প্রার্থনা করি যে দুঃখভরে বিনত হইয়া যখন আমরা দুর্ব্বল হই তখন যেন ধর্ম্মের মহদ্ভাবে উন্নত হইয়া শক্তিশালী হইতে পারি ও নয়ন যুগল অশ্রুজলে ভাসমান হইলেও অন্তরাত্মা প্রেমানন্দে মগ্ন থাকে। আমরা যেন অমৃত জীবনকে সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া ও পবিত্র অন্তঃকরণ উন্নত করিয়া তোমার প্রেমরাজ্যে সুখ সম্ভোগ করি। আহা! সেই সুখ আমাদের পান

ভোজনের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর সামান্য সুখ নহে কিন্তু অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ আমাদের চিরজীবনের সম্বল। নাথ! এইরূপে আমরা পৃথিবীতে সুখ দুঃখের সোপানে পদচারণা করিয়া তোমার নিত্য নিকেতনে যেন নির্ম্মল আনন্দ রসাস্বাদন করিতে পারি। এইরূপ সুখ আমরা মনোমধ্যে ভাবনা করিতে পারি না বটে, কিন্তু প্রশান্তমতি সমুন্নত ধীরের সমুৎসুক পিপাসা শান্তি করিতে তুমি তাহা অতিশয় যত্নের সহিত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ।

প্রভো! আমাদের দেশের অবস্থার তোমার নিকটে স্মরণ করি। যখন আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের মহৎ প্রকৃতির উপর দৃষ্টিপাত করি; তাঁহারা যে সকল সত্য এই কর্ম্মক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছেন এবং যে সকল বিচার জ্ঞান প্রকাশিত করিয়া শরীর ও আত্মার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করি তখন যেন আত্মা আমাদের বর্ত্তমান জঘন্য স্বভাব অবলোকন করিয়া স্বভাবতই রোদন করিয়া উঠে। আহা! আমরা কুসংস্কারের অনুচর হইয়া কি কুকর্ম্মই না করিতেছি। আমরা সত্যকে অসত্য জ্ঞান করি-

তেছি এবং অসত্যকে সত্য জ্ঞানে সেবা করিতেছি। এই যে ভগিনীগণ শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে সকরুণস্বরে আমাদের নিকট রোদন করিতেছেন। তাঁহাদের পরিতাপে নির্জীব পদার্থ দ্রবীভূত হইলেও আমাদের পাষাণ হৃদয় দর্ম্মাক্ত হইতেছে। কি অত্যাচার! আমরা জ্ঞানাভিমানি হইয়াও যথেচ্ছার সাধন করিতেছি অথচ তাঁহাদিগকে সত্যাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া ও তাঁহাদের সত্য পথে কণ্টক রোপণ করিয়া তাঁহাদিগকে অশেষ যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতেছি। নাথ! তুমি যাহাদিগকে স্বাধীন ভাব দান করিয়া উন্নতশীলা করিয়াছ তাহাদিগকেও আমাদের অত্যাচারে ও কুসংস্কারের মোহিনীজালে আকৃষ্ট হইয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হইয়াছে তুমি অবশ্যই ইহা দেখিতেছ যে তোমার স্নেহবর্দ্ধিতা নরনারীগণ অধীনতারূপ উষ্ণজলে দগ্ধীভূতা হইতেছে। হায় কি নিমিত্তেই এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশে ভগিনীগণ জন্মধারণ করিয়াছেন। আমরা এমনই নরাধম যে এই রমণীগণের পবিত্র রূপলাবণ্য দর্শন করিতে যোগ্য নহি এবং তাহাদিগকে যথোচিত ব্যবহার করিতে সম্পূর্ণ

অক্ষম। হা প্রভো! আমাদিগকে শান্তিদান কর যেন আমরা পাপের নিমিত্তে লজ্জিত হই যেন সমুদায় মনুষ্যেরা গৌরবের সহিত অবিচারকে দেশ হইতে নির্ব্বাশিত করিতে পারে এবং যেরূপ সাগর গর্ভ জলদ্বারা পূর্ণ হয় সেইরূপ যেন আমাদের মহাদেশ সত্যদ্বারা পরিপূর্ণ হয়। আমরা এই প্রার্থনা করি যেন আমাদের মহৎ কার্য্য সকল প্রচারিত হইয়া মনুষ্যের নিকট ধর্ম্মপুস্তক রূপে গণ্য হয়। আমাদের মুখ হইতে নিয়তই যেন উপদেশামৃত বিনির্গত হইয়া ও আত্মার উদার ভাব সকল প্রকাশিত হইয়া পৃথিবীতে মঙ্গল আনয়ন করে এবং সর্ব্বজাতীয় মনুষ্যগণের শ্রবণ বিবরে তাহা সুমধুরস্বরে ধ্বনিত হইয়া অন্তঃকরণ বিমুগ্ধ করে। প্রভো! তোমার মঙ্গল রাজ্য যেন শীঘ্রই আগমন করে এবং তোমার সাধু কামনা স্বর্গতুল্য পৃথিবীতে প্রেমানন্দ বহন করে।

ষোড়শ প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্ ! তুমি সকল স্থানেই বর্ত্তমান আছ। কি আলোক পূর্ণ মনোহর দিবসে কি অন্ধকারাচ্ছন্ন গাঢ় রজনীতে আমরা সকল সময়েই তোমার করুণা প্রাপ্ত হইতেছি। আমাদের আত্মা তোমারদিগেই সম্মুখ রখিয়াছে। আমরা যেন দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়াও আমাদের বলের নিমিত্তে কৃতজ্ঞ হইয়া তোমার প্রদত্ত আনন্দে অভিনন্দন করি। নাথ! তুমি আমাদের আত্মার উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছ; আমরা যেন সেই উৎসাহ সহকারে পার্থিব গৌরবাপেক্ষা মহত্তর ঐশ্বর্য্য লাভে যত্নশীল হই। আমরা মমুৎসুক চিত্তে সুখ দুঃখ জয় পরাজয় স্মরণ করিয়া তোমাকে জীবন সমর্পণ করিতেছি। প্রভো! আমাদের প্রীতি উপহারের উদ্দিপীত শিখা যেন স্বর্গীয় গন্ধে আমোদিত হইয়া তোমার পবিত্র ধামে উপনীত হয়। আমাদের ধর্ম্মোৎসুক আত্মা যেন প্রার্থনার পবিত্র-ভাবে পূর্ণ হয়। আময়া যেন শিশির-বিন্দু-তুলা

তোমার করুণাজলে সিক্ত হইয়া ও জীবনতুল্য মনোহর প্রেমজ্যোতিতে তেজস্বী হইয়া রমণীয় কুসুম মঞ্জরিতে রঞ্জিত হই এবং এই মর্ত্ত্য-জীবনেই অমৃত ফল উৎপন্ন করিয়া পূর্ণ মহত্ত্ব লাভ করি।

প্রভো! তোমার অপার অনুকম্পা বৃহৎ কি ক্ষুদ্র সকল পদার্থের উপরেই প্রকাশিত আছে। তোমার যে নিয়মে পদতলস্থিত ভূমিখণ্ড শাসিত হইতেছে তদ্দ্বারা দূরস্থিত উচ্চতর প্রাচীন স্বর্গও উপযুক্ত শক্তি প্রাপ্ত হইয়া নবীনত্ব প্রকাশ করিতেছে। পিতঃ! তুমি আমাদের প্রত্যেক কেশপাশকেই গণনা করিয়া রক্ষা কর এবং একটী ক্ষুদ্র পতঙ্গও তোমার সতর্কতা ও অসীম করুণা ব্যতীত ভূমিতলে পতিত হয় না।

পিতঃ! তুমি আমাদিগকে এই পৃথিবীতলে স্থান দান করিয়া কি করুণাই প্রকাশ করিয়াছ। তোমার প্রসাদেই দূরস্থিত নক্ষত্র পুঞ্জ অগ্নিশিখাতুল্য সমুজ্জ্বল কিরণ দানে রজনীকে বিভূষিত করিতেছে, শ্যামল শোভায় সুশোভিত মনোহর-আচ্ছাদনে পৃথিবীর স্কন্ধদেশ আচ্ছাদিত হইতেছে,

শস্যপূর্ণা শস্যবতী হইয়া মনুষ্যের আশালতা বর্দ্ধিষ্ণু করিতেছে, এবং ঋতু সকল মনোহর বেশে পর্য্যায়-ক্রমে আগমন করিয়া বিবিধ ফলদানে রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে।

নাথ! তুমিই আমাদিগকে এই মহৎ প্রকৃতি দান করিয়া উন্নত করিয়াছ। তুমিই আমাদের মনোহর গৃহতুল্য এই মাংসল শরীর মৃত্তিকা হইতে নির্ম্মাণ করিয়াছ। আহা! কি আশ্চর্য্য তোমার শক্তি! তোমার অসীম জ্যোতি সাগর হইতে আলোক বিন্দুবৎ আত্মাকে এই মৃণ্ময় পাত্রে স্থাপিত করিয়া কি মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছে। তোমার করুণাতেই আমরা পূর্ব্বপুরুষের আয়াস লভ্য সঞ্চিত সম্পত্তি লাভ করিয়াছি। তুমি তাঁহাদিগকে পরি-শ্রমের পুরস্কার দান করিয়াছিলে। কিন্তু আমরা তাঁহাদের শ্রমোৎপন্ন ফল অনায়াসে ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। নাথ! এই নিমিত্তে তোমাকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ করি যে আমরা তাঁহাদিগ হইতে মহত্ত্বর জ্ঞানরত্ন সকলও প্রাপ্ত হইয়াছি। তোমার অপার করুণাবলে ধীশক্তি সম্পন্ন প্রশান্ত-মতি ধার্ম্মিকেরা সময়ে সময়ে পৃথিবীতে জন্মধারণ

করিয়া মানব প্রকৃতির মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের জীবন স্বর্গীয় কুসুমতুল্য এই পৃথিবীতে বাস করিয়া পবিত্র সৌন্দর্য্যে মনুষ্যগণের নেত্র যুগল আকর্ষণ করিয়াছে এবং সুরভি আঘ্রাণে আমোদিত করিয়া তাঁহাদের আত্মার উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছে।

নাথ! তোমার প্রসাদেই এই বর্ত্তমান যুগে বিশুদ্ধচিত্ত নরনারীগণ আত্মার গাঢ় অধ্যবসায় প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা অসত্যের বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হইয়া প্রজ্জ্বলিত সত্যপ্রদীপ হস্তে হস্তে প্রদান করিতেছেন এবং পৃথিবীতে এইরূপ মনোহর বীজ বপন করিতেছেন যাহা হইতে উপযুক্ত কালে অবশ্যই শান্তির সুপবিত্র শুভ্র পুষ্প উৎপন্ন হইবে। পিতঃ! তুমি অপ্রাপ্য পদার্থ নহ। তুমি বদ্ধভাবে স্থিতি করিতেছ এমত নহে। যে ব্যক্তি সমুৎসুক চিত্তে তোমাকে আকাঙ্ক্ষা করে তুমি তাহার নিকটেই অমৃত রূপ ধারণ করিয়া অপর্য্যাপ্ত আনন্দ স্রোত প্রবাহিত কর। পুরাতন ও নূতন আবিষ্কৃত সত্যের নিমিত্তে তোমাকে অশেষ প্রকার ধন্যবাদ করি। নাথ! যে সকল গৌরব লাভে প্রাচীন ভূপালগণ

ও ধর্ম্মসংস্থাপকেরাও উৎসুক হইতেন তাহা আমরা অনায়াসে লাভ করিতেছি এবং যে সকল সত্য তাঁহারা ব্যগ্র চিত্তে আকাঙ্ক্ষা করিয়াও প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই তোমার করুণাবলে তাহা এইক্ষণ দুগ্ধপোষ্য শিশুর অন্তরে প্রকাশিত হইতেছে।

হে নাথ! তুমি সভ্যাসভ্য সকলেরই জনক জননী। তুমি পাপী ও পুণ্যবান্ উভয়কেই সমভাবে সকরুণনেত্রে দর্শন কর। তোমার পরাক্রান্ত মানব-পরিবারে কোন সন্তানই বিনাশশীল নহে। আমরা তোমার নিকটেই জীবনের অবস্থা স্মরণ করি। প্রভো! এই যে সুখসমূহ চতুর্দ্দিগ হইতে আমাদিগকে প্রফুল্ল করিতেছে এবং আমাদের পাণিযুগল তোমার নির্দ্দিষ্ট সাধুকর্ম্মে নিযুক্ত হইলে পর আমরা উত্তম শিক্ষালাভ করিয়া কার্য্যের পরিসমাপ্তি কালে অপর্য্যাপ্ত আনন্দ ভোগ করিতেছি এই নিমিত্তে তোমাকে ধন্যবাদ করি।

আমরা ইহা অবগত আছি যে জীবনপথে অগ্রসর হইতে সময়ে সময়ে আমরা পাপাক্রান্ত হইতেছি বিভ্রান্ত চিত্তে শান্তির আনন্দকর পবিত্র পথ হইতে বহুদূরে পরিভ্রমণ করিতেছি। আমরা জানি

যে সদাকাল পাপ কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতেছি এবং আত্মার অভিমত কার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ হইয়া নিতান্ত যঘন্য ও অসাড় হইয়া যাইতেছি। নাথ! আমরা এই প্রার্থনা করি যেন উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত লজ্জার সহিত পাপকে একেবারে পরিত্যাগ করি এবং সৎ কার্য্য সাধনে যত্নশীল হইয়া গৌরবের সহিত তোমার পথে অগ্রসর হই। পিতঃ! তুমি অপর্য্যাপ্ত করুণাসহকারে স্নেহাস্পদ ব্যক্তিগণে গৃহ সমুজ্জ্বল করিয়াছ। ইহাদের সহাস্য মুখমণ্ডল পার্থিব কুসুম ও স্বর্গীয় নক্ষত্র হইতে ও রমণীয় হইয়া আমাদের তণ্ডুলগ্রাস সমধিক তৃপ্তি-কর করিতেছে। তোমারই প্রসাদে নবপ্রসূত শিশু এই সংসারে আগত হইয়া স্বর্গীয় পবিত্র গন্ধ প্রত্যেক নিশ্বাসে বহন করিতেছে। প্রাণতুল্য প্রিয়তম আত্মা সকল সংসার হইতে নীত হইয়া অমৃত ভূষণে ভূষিত হইলে যদিও আমরা তোমাকে ধন্যবাদ করিতে সাহস করি না তথাচ এই বলিয়া ধন্যবাদ করিতেছি যে আমাদের বিশ্বাসচক্ষু তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া সেই স্থানে গমন করিতে পারে যেস্থানে আনন্দস্বরূপ জ্যোতি দ্বারা প্রত্যেক নেত্র

হইতে অশ্রুজল বিমোচিত হয় এবং যেখানে গৌরবের উন্নতি ব্যতীত পরিবর্ত্তনের আর সম্ভব নাই।

নাথ! তোমার বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভে আমরা কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দই উপভোগ করি। তোমাতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপিত হইলে মনুষ্যভয়ে কখনও ভীত হই না। সেই সময়ে আত্মা এমনই এক আশ্চর্য্য বল ধারণ করে যে তাহাদের নিষ্ঠুর ব্যবহার দুঃসহ হইলেও আমরা অকুতোভয়ে তাহা বহন করিতে পারি। এই সংসারের শোক রূপ লোহিত সাগরে ও প্রলোভনের জলশূন্য বালুকাময় মরুক্ষেত্রে তোমার প্রসাদেই প্রশান্তমতি ধীরেরা আমাদের পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়াছেন এবং অন্ধকার মধ্যে প্রদীপরূপ ধারণ করিয়া ও উত্তাপের সময় মেঘ রূপে শীতল চ্ছায়া দান করিয়া সেই উন্নতধামে লইয়া যাইতেছেন যে স্থানে পূর্ণানন্দের উৎস সদাকাল উৎসারিত হইয়া অমৃত ধারা বহন করে।

প্রভো! তুমিই জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের অনন্ত আধার। তুমিই খ্রীষ্টিয়ান, হিন্দু ও মুসলমানের এক ঈশ্বর। তুমি পৃথিবীস্থ সকল মানুষকেই সমভাবে করুণা বিতরণ কর। আমরা তোমাকে ধন্যবাদ করি

এবং এইরূপ প্রার্থনা করি যেন আমরা আপন প্রকৃতি উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া ও তোমার বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিয়া তোমার প্রদত্ত প্রবৃত্তি সকল যথা নিয়মে ব্যবহার করি এবং উত্তম শিক্ষা দ্বারা তাহাদিগকে কর্ষণ করিয়া যথার্থ সত্য জ্ঞাত হই। নাথ! আমাদিগকে এইরূপ জ্ঞান দান কর যেন আমরা মনুষ্যের কল্পিত ইতিহাস হইতে অবিনশ্বর আজ্ঞা বাছিয়া লইতে পারি। যতই আমরা জীবনপথে অগ্রসর হই ততই যেন প্রেম রসে উচ্ছ্বসিত হইয়া সকল মনুষ্যের মঙ্গল সাধনে যত্নশীল হই। পিতঃ! এইরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস আমাদের অন্তঃকরণে স্থাপিত হউক, যেন আমাদের সমুদায় দৈনিক কর্ম্মই তোমার মহৎ উপাসনা রূপে প্রতীয়মান হয়। আমাকে এইরূপ বলবান্ কর যেন আমরা এই পার্থিব সংগ্রামে উত্তম সৈনিক বলিয়া প্রমাণ করিতে পারি। এবং অবিশ্রান্ত গতিতে তোমার পথে ধাবমান্ হই ও উত্তরোত্তর গৌরবান্বিত হইয়া তোমার পূর্ণ আকৃতি প্রাপ্ত হই। আমাদের পার্থিব কার্য্যের চরম কালে যেন আত্মা তোমার অমৃত ক্রোড়ে গমন করে, এবং সেই স্থানে তোমার নির্দ্দিষ্ট মঙ্গলোন্নতি ক্রমশঃ

লাভ করিয়া পরমসুখে অনন্তকাল যাপন করে। প্রভো! আমাদের মর্ত্ত্যজীবনে যেন সেই ভবিষ্যৎ গৌরবের নির্ম্মল জ্যোতি প্রতিভাত হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন বন্ধুর পথ সকল পরিষ্কার করে, এবং দুর্ব্বলতা দূর করিয়া আত্মাকে যথার্থ বলে বলীয়ান করে। তোমার মঙ্গল রাজ্য শীঘ্রই প্রচারিত হউক, এবং তোমার মঙ্গল কামনা স্বর্গতুল্য পৃথিবীতে শান্তিসুধা বর্ষণ করুক।

সপ্তদশ প্রার্থনা।

হে সর্ব্বব্যাপী জগদীশ্বর! তুমি সকল স্থানে পূর্ণভাবে স্থিতি করিতেছ। তোমারই প্রসাদে সকলে গমনাগমন করিতেছে কিন্তু তুমি সম্পূর্ণরূপেই অচল। হে জীবনের জীবন! আমরা তোমাকে অবলম্বন করিয়াই প্রাণ ধারণ করি এবং আত্মার উচ্চতর পবিত্রভাবে তোমাকে ভক্তি করিয়া কৃতার্থ হই। প্রভো! মনোহর শ্যামল শোভায় বিভূষিতা

ধরণী উত্তুঙ্গ তরঙ্গজালে উচ্ছ্বসিত জলধিজলে বেষ্টিত হইয়াও সুপ্রশস্ত নভোমণ্ডল অগ্নি খণ্ড তুল্য সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকা দলে সুশোভিত হইয়া তোমার প্রশংসা ধ্বনিই করিতেছে। আমরা ইহা বিলক্ষণরূপে জানি যে তুমি আমাদের মিনতি কি কোন প্রার্থনা চাওনা কিন্তু আমরা দুর্ব্বলতা বশতঃ পাপান্ধকারে আবৃত হইয়া সকল বিষয়ে তোমার অধীনতা স্বীকার করিয়া তোমারদিগে নেত্রপাত করি। যেমন শিশু সন্তান পিতা মাতার হস্ত ধারণ করিয়া মন্দ মন্দ গমন করিতে করিতে সমুৎসুক নয়নে তাঁহাদের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করে সেই রূপ হে বিশ্বজনক,জননী! আমরা আত্মার ব্যগ্রতার সহিত তোমার প্রসন্ন মুখই দেখিতে চাই এবং তোমার দানে কৃতার্থ হইয়া তোমাকেই ধন্যবাদ করি। তোমার অনাদ্যানন্ত পূর্ণভাব আলোচনা করিয়া আত্মা বিস্ময়ে ত্রাসিত হইতে থাকে, এবং তোমার উচ্চতর গাম্ভীর মহত্ত্ব ধ্যান করিয়া আমরা কিছুই ইয়ত্তা করিতে পারি না। আমরা তোমার নিকটে বিনত হইতেছি কৃতজ্ঞতার মনোহর ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া আত্মাতে যেন তোমার বিদ্যমানতা উপলব্ধি

করি এবং তোমাতে এইরূপ অবিচলিত বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বলবান্ হই যেন পার্থিব কোন দুর্ঘটনা আমাদিগকে ভয় প্রদানে সমর্থ না হয়।

হে অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকর! তুমি এই যে মনোহর দিবস আমাদিগকে দান করিয়াছ, এই যে তোমার সমুজ্জ্বল গৌরবের চিহ্নস্বরূপ গ্রহ নক্ষত্রাদি আমাদের মস্তকের পরে পরিভ্রমণ করিতেছে, এই যে আলোক ও অন্ধকার পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করিতেছে এবং গ্রীষ্মকাল নব্য ভূষণে বিভূষিত হইয়া মনুষ্যদিগকে আনন্দ দান করিতেছে, ইহারা সকলেই তোমা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া জগৎকে রমণীয় করিতেছে। নাথ! তুমি পৃথিবীকে সকল সময়েই রক্ষা কর। অভিনব শস্যাচ্ছাদিত ক্ষেত্র সমূহেও তুমি নীহারবিন্দু নিপতিত কর এবং শাখা পল্লবে সুশোভিত উন্নত বৃক্ষ হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমুদায় উদ্ভিজ্জ পদার্থকেই উপযুক্ত জলদানে সিক্ত কর। তুমি সকল জীব জন্তুকেই অসীম করুণাবলে রক্ষা কর এবং সকলের অন্নপান বিধান করিয়া সকলকেই রক্ষা কর। আহা এই যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ সমূহ সূর্য্য কিরণে বিচরণ করে, ইহারা কেহই তোমার

করুণাভাবে পৃথিবীতে পতিত হয় না এবং এই যে নক্ষত্র দল নভোমণ্ডলে পরিভ্রমণ করে ইহারা সকলেই তোমার প্রেমরূপ সুবর্ণরজ্জুতে আবদ্ধ রহিয়াছে। নাথ! তুমি লোকভঙ্গ নিবারণার্থে সেতুস্বরূপ হইয়া সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ।

নাথ! তুমি এই নৈসর্গিক পদার্থ সমূহে আমাদিগকে কৃতার্থ করিতেছ, ইহারা কেহই মধ্যাহ্ন কালীন উত্তপ্ত রশ্মি জালে দগ্ধিভূত হয় না, বরং তোমারই অনুকম্পায় প্রদোষ ও উষাকালে অভিনব শোভা ধারণ করিয়া আমাদের নেত্র রঞ্জন করে। বাক্য তোমাকে প্রকাশ করিতে পারেনা এবং মন তোমাকে মনন করিতে সমর্থ হয় না। আমরা তোমার মঙ্গল ভাব অবগত হইয়াই পরমানন্দ প্রকাশ করি। আমরা ভ্রমসংযুক্ত অল্প বুদ্ধি দ্বারা কোন প্রাকৃতিক বিষয় অশিব বলিয়া বিবেচনা করি বটে, কিন্তু তুমি তাহা হইতে সদাকালই মঙ্গলোদ্ধার কর এবং প্রত্যেক জীবকে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট করিয়া অনন্ত উন্নতি পথে লইয়া যাও। তোমারই কৃপাবশতঃ এই মৃত্তিকানির্ম্মিত শরীর পরমাশ্চর্য্য রমণীয় রূপলাবণ্য ধারণ করিয়াছে। আহা কি আশ্চর্য্য এই অগ্নি

স্ফুলিঙ্গ তুল্য অবিনশ্বর আত্মা ক্ষয়শীল মৃন্ময় আধারে স্থাপিত হইয়া জ্ঞানরত্ন উপার্জ্জনে মনুষ্যগণের কিরূপ আনন্দই বর্দ্ধন করিতেছে। নাথ! তুমিই আমাদিগকে বিবিধ শক্তি দান করিয়াছ। তোমারই করুণাবলে বলীয়ান্ হইয়া ধীশক্তিসম্পন্ন মনুষ্যেরা বায়ু ও জলারূঢ় হইয়া নানা স্থানে গমনাগমন করিতেছেন এবং সচঞ্চলা চপলাকেও পোষণ করিয়া পরম মঙ্গলকর কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন। তোমা হইতেই বিবেকশক্তি প্রাপ্ত হইয়া তোমার অবিনশ্বর সত্যের সহিত আমরা অকুতোভয়ে যোগ দিতেছি। তোমার প্রসাদেই আমাদের ইচ্ছার মহতী-শক্তি দুর্ব্বলতাকে পরাজয় করিয়া এবং গাঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে বিপদ্ অতিক্রম করিয়া মনুষ্যের যথার্থ গৌরব রক্ষা করিতেছে।

হে পরম প্রীতির অধীশ্বর! তুমিই আমাদের সকলকে প্রেমের মধুময় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া পরম সুখ দান কর। এই প্রীতিলতা পরিবার মধ্যে দম্পতি হইতে উৎপন্ন হইয়া বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া বন্ধুবান্ধবগণকে কমনীয় বন্ধনে জড়িত করে। আমরা ইহার প্রভাবেই অকৃত্রিম প্রণয়াস্পদ মিত্রগণের সুধা

তুল্য সুখজনক সংসর্গে বাস করিয়া ও প্রতিবেশী মণ্ডলের আনন্দ দর্শনে প্রফুল্ল হইয়া পরম সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করি। হে অনন্ত প্রেমের উৎস! তোমার প্রসাদে আমাদের প্রেম ক্রমশঃ উদরাভাব ধারণ করতঃ পরিবার, বন্ধুবর্গ ও প্রতিবেশী মণ্ডলের সীমা অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বহমান্ হইতে থাকে এবং অজ্ঞদিগের মরুতুল্য চিত্তক্ষেত্র জ্ঞানদানে উর্ব্বরা করিয়া ক্ষুধানলে দগ্ধহৃদয় দরিদ্রদিগকে সুখাদ্য দানে পরিতৃপ্ত করে ও পরাধীনের শোক সন্তপ্ত শুষ্ক অন্তঃকরণ স্বাধীনতারূপ নির্ম্মল জলে শীতল করে।

হে পরমাত্মন! তুমি স্বুবর্ণাপেক্ষা বহুমূল্য ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করিয়া কি অনির্ব্বচনীয় করুণা প্রকাশ করিয়াছ। আমরা ইহারই বলে তোমাকে জানিতে পারিতেছি এবং সংসারের অকিঞ্চিৎকর ক্ষণভঙ্গুর পদার্থের লালসায় জড়িত হইলেও তোমাকে অবলম্বন করিয়া রক্ষা পাইতেছি। নাথ! তুমি সকল সময়েই স্থির ভাবে স্থিতি করিতেছ। কালে তোমাকে পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। আমরা এই বলিয়া তোমাকে ধন্যবাদ করি যে পাপান্ধকারে আবৃত হইয়া এবং বিনশ্বর সাংসারিক সুখে সময়ে সময়ে প্রতারিত হইয়াও

আমরা তোমাতে হস্ত উন্নত করিতে পারিতেছি। এবং তুমিও অসীম পিতৃমাতৃ স্নেহে নির্ম্মলানন্দ প্রদান করিয়া কৃতকৃতার্থ করিতেছ। পিতঃ! আমরা এই রূপ প্রার্থনা করি যে তোমার প্রদত্ত আনন্দ যেন উত্তম রূপে ব্যবহার করিতে পারি, আমাদের দেহ যেন মনোহর উত্তম জীবনে সদাকাল বিভূষিত হয়। আমাদের মনোভাণ্ডারের অমূল্য রত্নস্বরূপ বুদ্ধিবৃত্তি যেন বিজ্ঞানশানে শোধিত হয়। আমাদের ন্যায়পরতা যেন সুমার্জ্জিত হইয়া কেবল সত্যের প্রতি স্থিরদৃষ্টি পাত করে। আমরা এই প্রার্থনা করি যেন আমরা দয়ার্দ্র অন্তঃকরণ উত্তমরূপে কর্ষণ করিতে সমর্থ হই এবং দারা পুত্র ভ্রাতা বন্ধু প্রভৃতি বান্ধবগণের প্রতি ও স্বজাতীয় বিজাতীয় সমুদায় মনুষ্যের প্রতি যথোপযুক্ত কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করি। সকলকেই ভ্রাতা রূপে বিবেচনা করি। ইহা যেন চিরকাল আমাদের স্মরণ থাকে যে আমরা সকলেই এক পরম পিতার পুত্র। কেহই আমাদের অপরিচিত নহে কিন্তু সকলেই আত্মার বন্ধু। পিতঃ! আমাদের পবিত্রতা যেন ক্রমিক বৃদ্ধি হইতে থাকে। আমাদের যাহা কিছু অনুপযুক্ত রূপে উন্নত হয় তাহা যেন অধঃপতিত

করিতে পারি এবং অন্যায়রূপে নীচ হইলে উন্নত করিতে সমর্থ হই। যদিও আমাদের শরীর বিনাশ পাইতে থাকে তথাপিও যেন আত্মা দিন দিন নববলে বলবান্ হইয়া তোমার নিকট সুন্দর আকৃতি ধারণ করে। আমাদের বাহ্যজীবন যেন ব্যবহার যোগ্য হয় এবং জ্ঞান যেন তোমার পবিত্র দৃষ্টিতে দোষশূন্য দেখায়। পিতঃ! এইরূপ সাহায্যদান কর যেন তোমাকে যথার্থরূপে অবগত হইতে পারি। বাহ্য জগতে যেরূপ অবিনশ্বর স্পষ্টাক্ষরে তুমি মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছ, প্রাচীনকালে ধীশক্তি সম্পন্ন মনুষ্য-দিগের দ্বারা যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছ, আমরা যেন ঠিক সেইরূপই তোমাকে জানিতে পারি এবং অন্তঃ-করণে তোমাকে জাজ্জ্বল্যমানরূপে প্রকাশিত দেখিয়া তোমার পরিপূর্ণ সত্যসুন্দর মঙ্গলভাব উপলব্ধি করিয়া একবারে চরিতার্থ হই। নাথ! তোমার মঙ্গল রাজ্য শীঘ্রই আগমন করুক, এবং তোমার শিবকামনা স্বর্গ-তুল্য পৃথিবীতে প্রচারিত হউক।

অষ্টাদশ প্রার্থনা।

হে পরম পিতা পরমেশ্বর! তুমি সর্ব্বত্রেই বর্ত্তমান আছ। তুমি যে কেবল সুশিল্পী রচিত কোন মনোহর অট্টালিকায় বসতি করিতেছ এমত নহে, কিন্তু যে স্থানে মনুষ্যের পবিত্র আত্মা তোমার প্রার্থনায় উন্নত হইতেছে সেই স্থানেই তুমি বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ। আমরা তোমার নিকট ধাবমান হইতেছি এবং সুখ দুঃখ হইতে আত্মাকে প্রতি নিবৃত্ত করিয়া তোমার সহবাসের ইচ্ছা করিতেছি। নাথ! আমাদিগকে এরূপ বলবান কর যেন আমরা প্রত্যেক কর্ত্তব্য কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া তোমার দৃষ্টিতে পবিত্রভাব ধারণ করি। তোমার পবিত্র আত্মা যেন আমাদের অন্তরে স্থিতি করে এবং উপাসনা কালে তোমাকে কিরূপ প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য ও তোমার নিকট কোন্ বিষয় আকাঙ্ক্ষা করা উচিত তদ্বিষয় উত্তম শিক্ষা দান করে।

পিতঃ! তুমি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডেই ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ। আমরা তোমাকে

গ্রীষ্ম কালের অভিনব রূপ লাবণ্যের নিমিত্তে ধন্যবাদ করি। এই যে আমাদের অধিষ্ঠান ভূতা সুবিস্তীর্ণা অবনী জীবগণে পরিপূর্ণা হইয়া স্থিতি করিতেছে, এই যে সমুন্নত নভোমণ্ডল তারকানলে সমস্ত রজনী প্রজ্ব-লিত হইতেছে, এই যে সুবিচিত্র পরম শোভা উষা ও সন্ধ্যাকালের রমণীয় সুবর্ণ দ্বার রঞ্জিত করিতেছে ইহারা তোমার মহিমাই প্রকাশ করে। তোমারই প্রসাদে ভূমিখণ্ড পদতলে বিস্তীর্ণা হইয়া বিবিধ কাম্যবস্তু বিধান করিতেছে, পর্ব্বত ও ক্ষেত্র সমুহ শ্যামল শোভায় শোভমান হইয়া নব ভাব প্রকাশ করিতেছে, জীবনের সারভূত শস্য রাজি মনুষ্য দ্বারা ছিন্ন হইয়া শস্যাগার পূর্ণ করি-তেছে, এবং সুপক্ক রসাল ফল সকল দোদল্যমান জীবগণকে সুধামৃত দান করিতেছে। আমরা এই মনে করিয়া তোমাকে ধন্যবাদ করি যে তুমি অপার অনুকম্পা দ্বারা প্রত্যেক জীবের অভাব সকল পরি-পূর্ণ করিতেছ এবং প্রসন্ন হস্ত উন্মোচন করিয়া সকলকে সুখাদ্য দানে পরিতৃপ্ত করিতেছ। পিতঃ! তুমি কেবল আমাদিগের অভাব মোচন করিয়া ক্ষান্ত হও না। কিন্তু আকাঙ্ক্ষিতাতিরিক্ত সুখ দানেও সদা

কাল চরিতার্থ করিয়া থাক। মনপুষ্পের নিমিত্ত তোমাকে কে প্রার্থনা করে অথচ তুমি তদ্দ্বারা পথের উভয়পার্শ্ব সুশোভিত করিয়া আমাদের নেত্র রঞ্জন কর। তোমার প্রসাদেই মনুষ্যেরা শ্রম সহকারে পুষ্পোদ্যানের অপূর্ব্ব শোভা উৎপন্ন করে এবং তুমিই অপার করুণা প্রকাশ করিয়া বন্যকুসুমে গ্রাম্যপথ ও জলাশয় তট সুশোভিত কর। তোমার সুমন্দগামী জলস্রোতের উভয় পার্শ্ব বিকশিত কমলদলে সুশোভিত হওয়াতে এইরূপ বোধ হয় যে কমলদলের রমণীয় শোভা দর্শনে বিমোহিত জলপ্রবাহ তাহার গতি শান্ত করিতেছে, এবং অনুন্নত তরঙ্গচ্ছলে লম্ফ প্রদান করিয়া মনোহর তট স্পর্শ করিতে যত্ন পাইতেছে। নাথ! তুমি কেবল মনুষ্যলিখিত গ্রন্থাবলিতে প্রকাশিত নহ, কিন্তু যে সকল নক্ষত্রমণ্ডল নভোমণ্ডলে কিরণ দান করে, যে সকল কল্পপুষ্প মনুষ্যের পরিশ্রমে উৎপন্ন হয়, এবং যে সকল ক্ষুদ্র কহ্লার তোমার অপার করুণা সহকারে সরসী উজ্জ্বল করে, তাহারা প্রত্যেকেই তোমাকে প্রকাশিত করে, এমন কি নাথ! একটি তৃণাঙ্কুরও তোমাকে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করে না। হে করুণানিধান! আমরা

প্রিয়তম ব্যক্তিদিগকে তোমার নিকট স্মরণ করি ইহাঁরা আমাদের অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস। ইহাঁদের স্মরণে আত্মা আনন্দরসে উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে, এবং তদ্দর্শনে সুখের আর সীমা থাকে না। আমরা তাঁহাদিগকেও স্মরণ করি মৃত্যু যাহাদের শরীরকে আমাদের চক্ষু হইতে লুক্কাইত করিয়াছে। কিন্তু নাথ! তাঁহারা আমাদের জীবনের জীবন ও আত্মার আত্মা। তাঁহারা এই পৃথিবীর কার্য্য সমাপন করিয়া তোমার নিত্যধামে গমন করিয়াছেন এবং সেইস্থানে অবশ্যই পূর্ণানন্দে গৌরব হইতে উন্নত গৌরব লাভ করিতেছেন।

প্রভো! যে সকল দুর্নিবার্য্য প্রলোভন দ্বারা আমাদিগকে পরীক্ষা কর তাহাও তোমার নিকটে স্মরণ করি এবং এইরূপ প্রার্থনা করি যে আমাদের মহৎ প্রবৃত্তি সকলকে উন্নত কর। আমরা যেন এইরূপে স্থিতি করিতে পাই যে আমাদের শরীর বিনষ্ট হইলেও আত্মা যেন দিন দিন নব বলে বলীয়ান হইয়া পূর্ণ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। হে বিশ্ব-জনক! তুমি স্বর্গে স্থিতি করিতেছ। হে পরম-জননি! তুমি সদা কাল আমাদের নিকটে বাস কর।

আমরা প্রার্থনা করি যে আমাদের এইরূপ ধর্ম্ম বিশ্বাস হউক যেন কোন নির্দ্দিষ্ট দিবসে তোমাকে প্রার্থনা করিয়া ক্ষান্ত না থাকি কিন্তু জীবনের সকল অবস্থাকেই দোষশূন্য করিয়া সকল সময়ে সকল কার্য্যেই তোমাকে উপাসনা করি। তোমাতে যেন অবিচলিত বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অন্তরাত্মার সহিত তোমাকে প্রেম করি এবং সুখ দুঃখ উভয় সময়ে তুল্যরূপে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মনোবৃত্তিকে তোমার প্রিয়কার্য্যে নিয়োগ করিয়া তোমাকে পূজা করি।

পিতঃ! তুমি সকলকেই অনুপম সুখ দান করিতেছ। এই যে মহাদেশে আমাদিগকে স্থাপিত করিয়াছ ইহা তোমার নিকটেই স্মরণ করি। তুমিই আমাদিগকে এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড প্রদান করিয়াছ। তোমার প্রসাদেই ভীষণ জলধি বিবেচনার আয়ত্ত হইয়া আমাদিগকে সাহায্য দান করিতেছে। তুমিই ইহার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছ এবং তোমার করুণা বলেই আমরা জল স্থল হইতে প্রচুর অর্থ লাভ করিতেছি ও ভূতলস্থ অন্ধকারাবৃত খনি হইতে মহামূল্য রত্ন সকল উপার্জ্জন করিতেছি। প্রভো!

তুমিই আমাদের দেশে বিদ্যার উন্নতি সাধন করিতেছ, যে স্বাধীনতা আমাদের দেশ হইতে সম্পূর্ণ রূপে নিষ্কাশিত হইয়াছিল তোমার অনুকম্পায় কথঞ্চিৎরূপে তাহাও প্রাপ্ত হইতেছি। বিদ্যার আলোক দেশে দেশে এইক্ষণ প্রতিভাত হইতেছে এবং মুদ্রাযন্ত্র সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞান দানে কৃতার্থ করিতেছে। নাথ! আমরা এই বলিয়া অত্যন্ত লজ্জার সহিত রোদন করিতেছি যে আমরা এই মহদবস্থায় উন্মত্ত হইয়া তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিতে ক্রোট করিতেছি না। আমরা এইরূপ সুখ সচ্ছন্দতা প্রাপ্ত হইয়া এবং পবিত্র জ্ঞানের মহদ্ভাবে বলবান হইয়াও অত্যাচার ও দাম্ভিকতা সহকারে তোমার যথার্থ নিয়ম অপবিত্র পদতলে বিলুণ্ঠিত করিতেছি। আমরা এই আক্ষেপ করিতেছি যে আমরা সহায়হীন দুর্ব্বল ভগিনীগণের দুঃখ ভারাক্রান্ত কোমল অন্তঃকরণ দুর্জ্জয় কুসংস্কারের সুতীক্ষ্ণ শেল প্রহারে বিদীর্ণ করিতেছি। সমুদায় লোক আনন্দোৎসবে প্রমত্ত হইলেও তাহাদের রোদন ধ্বনিতে অন্তরীক্ষ পূর্ণ হইতেছে এবং আত্মার মহদ্ভাবে সকলে উন্নত সোপানে আরূঢ় হইলেও তাহারা পাপ দোষে

ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হইতেছে। নাথ! আমরা কি পামর! এই যে মহা পাপকে দেশে স্থান দান করিয়া সমুদায় জাতির মুখমণ্ডল কাল-কলঙ্কে কলঙ্কিত করিতেছি ইহাতে আমাদের কিছু মাত্র লজ্জা হইতেছে না। প্রভো! অবশ্যই আমাদের প্রার্থনা তোমার নিকট অসাড় হইয়া যাই-তেছে, কেননা আমরা অত্যাচারের ভয়ে অবলা-দিগকে প্রপীড়িতা করিতেছি। আমাদিগকে এই রূপ বল দেও যেন আমরা দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিয়া অকৃত্রিম অনুশোচনা দ্বারা পাপকে দেশ হইতে দূর করি ও দুঃখিনী ভগিনীগণের সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিয়া কৃতার্থ হই।

হে অনন্ত পরমাত্মন! তুমি আমাদের অভাবের পরিমাণে শক্তিও দান করিয়াছ। আমরা এই প্রার্থনা করি যেন তোমার প্রদত্ত প্রবৃত্তি সকল যথা নিয়মে চালনা করিয়া পাপকে পরাজয় করিতে পারি। আমাদের মন যেন সত্য পথ চিন্তা করে এবং ন্যায়পরতা কেবল যথার্থ বিচার নির্দ্দেশ করে। আমরা যেন পূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষা সমুদায় জাতির প্রতি কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারি এবং

পাপ রূপ কণ্টকারণ্য পরিত্যাগ করিয়া তোমার নির্দ্দিষ্ট সরল পথের পথিক হই। তোমার পবিত্র প্রেমজ্যোতি যেন সমুদায় ভূমিকে উদ্ভাসিত করে এবং সত্য শান্তি ও মঙ্গলভাব সকলের সাধারণ সম্পত্তিরূপে গণ্য হয়। নাথ! তোমার মঙ্গল রাজ্য শীঘ্রই সমাগত হউক এবং তোমার মঙ্গল ইচ্ছা স্বর্গতুল্য পৃথিবীকে শান্তিদানে শীতল করুক।

ঊনবিংশ প্রার্থনা।

হে পরম পিতা পরমেশ্বর! তুমি সকল স্থানে বিরাজমান থাকিয়া তোমার মঙ্গলভাব আমাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছ। আমরা অকৃত্রিম ভক্তি সহকারে তোমার নিকটে ধাবিত হইতেছি ও তোমার প্রদত্ত আনন্দে পুলকিত হইয়া তোমাকে ধন্যবাদ করিতেছি। নাথ! আমাদের আত্মা স্বর্গীয়ভাবে উচ্ছ্সিত কর। তুমি যেমন সদা কাল আমাদের নিকটে আছ আমরা যেন সেইরূপ তোমার নিকটবর্ত্তী হই।

তুমি আমাদের বলের বল এবং মুক্তিদাতা, তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যেন আমাদের বাক্য ও মনের ভাব তোমার গ্রহণ যোগ্য হয়।

পিতঃ! তুমি যেরূপ পবিত্র নৈসর্গিক সুখদানে আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতেছ সেই নিমিত্তে তোমাকে ধন্যবাদ করি। এই যে পরম শোভাকর অংশুমালী উষাকালে মেঘ মালা দূর করণান্তর তাহার সুবর্ণ রূপ অক্ষয় পাত্র হইতে জ্যোতিঃ প্রবাহ বিনির্গত করিয়া জগৎকে আলোকিত করিতেছে এবং সুবিস্তীর্ণ নভোমণ্ডল কোটি কোটি নেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক [illegible] রজনী নিদ্রিত পৃথিবীকে অবলোকন করিতেছে ইহারা সকলেই তোমার অসীম জ্ঞান ও পরম প্রীতি ব্যক্ত করে। নাথ! তোমার প্রেমের কি মধুময় উদার ভাব। ইহা কোন কালেও অচেতন হয় না, সকল সময়েই জাগ্রত থাকিয়া আমাদিগকে রক্ষা করে। পিতঃ! তুমি সকল সময়েই আমাদের মঙ্গলোৎপাদন কর ও সকল কার্য্যেই অপার অনুকম্পা এবং কোমল প্রীতি প্রকাশ কর। তুমি সকলকেই দয়া দান করিতেছ। কি বৃহৎ, কি ক্ষুদ্র সকল পদার্থই তোমার মহদ্ভাবে রক্ষা পাইতেছে।

আমরা সকল সময়ই তোমাকে অবলম্বন করিয়া বাস করি। জাগ্রত থাকিলে তোমার বিদ্যমানেই আনন্দে থাকি এবং নিশাকালে সুষুপ্তির অবস্থায় তোমার প্রসন্নতা বলেই নিরাপদ হই। তুমি অসীম জ্ঞান ও অচিন্ত্য শক্তি সহকারে সমুদায় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছ ও সৃষ্টির পূর্ব্বেই তাহাদের চরমাবস্থা অবগত হইয়াছ। তুমি সকলকেই পরস্পরের মঙ্গল কার্য্যে নিয়োগ করিয়া পরম করুণা প্রকাশ করিতেছ। আমরা ইহা অবগত আছি যে তুমি ব্রহ্মাণ্ডকে একটি তৃণতুল্য ধারণ করিয়া রাখিয়াছ। তোমার পবিত্র নিশ্বাসে ইহা জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তোমার অলৌকিক সৌন্দর্য্যে পরম রমণীয় হইয়া পরমানন্দের আগার স্বরূপ স্থিতি করিতেছে। তুমি মনুষ্যগণের সকল কার্য্যই দর্শন কর। তুমি নিয়তই অমঙ্গল হইতে মঙ্গলোদ্ধার কর এবং অন্ধকার হইতে আলোক উৎপন্ন করিয়া দীপ্তিমান কর। প্রভো! তোমার সন্তানেরা কেহই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। তুমি সকলকেই নীচ অবস্থা হইতে উত্তরোত্তর উন্নত করিয়া মহত্তর উচ্চস্থানে লইয়া যাও। ফলতঃ নাথ! তোমার সন্তানেরা যৌবন প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্যাবস্থায় ক্রমিক

উন্নতি লাভ করিয়া পরিশেষে অনন্তলোকে পূর্ণপুরুষত্ব প্রাপ্ত হয়। পিতঃ! তুমি কোন স্থানেই অপ্রকাশ্যরূপে স্থিতি কর না। সর্ব্বস্থানেই তোমার সত্তা স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। দিবস তোমার অপার মহিমা প্রচার করিতেছে এবং রজনী তোমার অসীম জ্ঞান প্রকাশ করিতেছে। হে প্রভো! যে স্থানে কোন ভাষা কিম্বা কোন বাক্য তোমাকে ব্যক্ত করে না, সেই স্থানে তোমার পূর্ণ জ্ঞান ও অসীম প্রীতিই তোমাকে প্রকাশিত করিতে থাকে। তোমার পবিত্র আত্মা সকল প্রদেশেই বর্ত্তমান আছে। তুমি পাষণ্ড নাস্তি দুরাচারের লৌহময় আবদ্ধ আত্মা উদ্ঘাটন করিতে আঘাত করিয়া থাক এবং সদ্বুদ্ধিশীল ধীরের প্রস্ফুটিত অন্তঃকরণে ঊষাকালীন নব শোভার ন্যায় আগমন করিয়া তাহাকে পরম পবিত্র সত্যানন্দ দানে উল্লাষিত কর।

পিতঃ! যখন আমাদের স্থির নিশ্চয় হয় যে তোমার প্রসন্ন হস্ত আমাদিগকে সদা কাল রক্ষা করিতেছে তখন যেন দুঃসহ সাংসারিক ক্লেশ অকুতোভয়ে বহন করিতে পারি এবং কর্ত্তব্যকার্য্য অত্যন্ত আয়াস সাধ্য হইলেও তাহা সম্পন্ন করিয়া চরিতার্থ হই।

দুঃখের ভীষণ কাল উপস্থিত হইবা মাত্র আমাদের মনোহর আশা অন্তরীক্ষে বাষ্পতুল্য অন্তর্হিত হইয়া গেলেও আমরা ইহা উত্তমরূপে জানি যে আমাদের নিমিত্তে তুমি এক অমূল্য রত্ন সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ। তাহা আমরা ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারি এবং তাহা কখনও নিরাশ নীরে নিমগ্ন হইবার নহে। হে মঙ্গলাকর! যখন মৃত্যু আসিয়া বজ্র সদৃশ প্রণয়াস্পদ বন্ধুগণে গ্রথিত জীবনসূত্রকে ছিন্ন করিয়া ফেলে এবং আমাদের প্রীতি আর মূল্য মণি সকল বাহু কিম্বা গলদেশ হইতে ভূতলে নিপতিত হয় তখন আমরা ইহাই বিশ্বাস করি যে তুমি তাঁহাদিগকে লইয়া তোমার অমৃতময় স্বর্গীয় ক্রোড়ে স্থাপিত কর এবং তাহারা সেইস্থানে প্রাতঃকালীন সমুজ্জ্বল নক্ষত্রতুল্য কিরণ দান করিয়া উত্তরোত্তর পূর্ণ গৌরব প্রাপ্ত হইতে থাকে।

প্রভো! তোমারই প্রসাদে সত্য দূর দেশ ও প্রাচীনযুগ হইতে সময়ের স্রোতে ভাসমান হইয়া আনীত হইতেছে। তুমিই অন্ধকার যুগে মানব প্রকৃতির মহৎ দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনুষ্যদিগকে উৎপন্ন করিয়াছ এবং দুঃখের ভীষণ কালে প্রশান্তমতি বীর

পুরুষদিগকে প্রেরণ করিয়া দুর্ব্বলদিগকে কর্ত্তব্য-সাধনে শিক্ষাদান করিয়াছ। পিতঃ! তোমার স্নেহোৎপাদিত সত্যবীজ কখনও বিনষ্ট হয় না। তাহা বিদ্রোহরূপ মহা জলপ্লাবনে সমধিক তেজস্বী হইয়া ভয়ঙ্কর কন্টকারণ্যকেও পরিমল সম্পৃক্ত মনোহর কুসুম রাজিতে বিভূষিত করে এবং তৃণশূন্য মরু-ক্ষেত্রও বিভ্রান্তমতি দুর্ব্বলের ক্ষুধিত আত্মাকে সুখকর শস্যদানে পরিতৃপ্ত করে। হে করুণানিধান! তোমার করুণাবলে যে মহাত্মা জনসমাজে ভূষণ স্বরূপ হইয়া [illegible]তির মঙ্গল সাধনে যত্নশীল হইয়াছেন। যিনি ধর্ম্মবলে পাপকে পরাজয় করিয়াছেন, যিনি পাপি-কেও বন্ধুতরূপ স্বর্ণশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া অত্যাচারিকে দমন করিয়াছেন ও পীড়িত দাসকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছেন, তিনিই ধন্য, তিনিই যথার্থ সাধু। তিনি কখনও পদাভিমানী অহঙ্কারির সম্মান করেন নাই কিন্তু বন্ধুহীনের পরম বান্ধব হইয়া তাহার দুঃখ মোচন করিয়াছেন। তিনি নিষ্কাশিত সত্যকে প্রত্যা-নয়ন করিয়া দেশকে মহীয়ান করিয়াছেন এবং পিতৃ-হীনের পিতৃরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে পাপ তাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন। তিনি সময়ে সময়ে

ভয়ঙ্কর প্রলোভনে আকৃষ্ট হইলেও তাহাকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং জীবন বিসর্জ্জন করিয়া অকিঞ্চিৎকর শরীরের বিনিময়ে অবিনশ্বর ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। হা নাথ! আমরা যেন পৃথিবীর অলঙ্কার স্বরূপ সেই পরমজ্ঞানী ঈশ্বর দৃষ্টান্তের অনুগামী হই। তাঁহার মহৎ প্রকৃতি যেন সদাকাল আমাদের মনে জাগরূক থাকে এবং তাঁহার বীরত্ব ও অসামান্য ত্যাগ স্বীকার অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইয়া এই মর্ত্ত্য জীবনে শুভ ফল উৎপন্ন করে।

প্রভো! তুমি আমাদের জনক জননী। আমরা তোমার নিকটেই সকল বিষয় স্মরণ করি এবং তোমাকেই প্রতী উপহার প্রদান করি। তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি বর্ত্তমান সময়ের প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য কার্য্য যেন দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত সম্পন্ন করিতে পারি। ধীশক্তিসম্পন্ন মহান্ পুরুষদিগের উৎসাহজনক মহৎ দৃষ্টান্তে উচ্ছ্বসিত হইয়া এবং তোমাকে আত্মার অভ্যন্তরে বর্ত্তমান দেখিয়া এই প্রার্থনা করি। নাথ! আমাদিগকে এইরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস দান কর যেন আমরা সকল দিবসকেই তোমার দিন

হইয়া তোমার উপাসনা করি এবং সকল কার্য্যে তোমার সাধু ইচ্ছার সহিত যোগ দিই। পিতা! পাপ সহজেই আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে আমরা যেন তাহাকে পরাজয় করিতে পারি এবং দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া তোমার নির্দ্দিষ্ট অমূল্য পুরস্কার লাভ করিতে সমর্থ হই। তোমার মঙ্গল রাজ্য শীঘ্রই সমাগত হউক, এবং তোমার সাধু ইচ্ছা পৃথিবীতে স্বর্গতুল্য শান্তি দান করুক।

বিংশতি প্রার্থনা।

হে অনাদ্যনন্ত পূর্ণ মহান পুরুষ! তুমি সকলের জীবনের জীবন। আমরা মনোভাব উন্নত করিয়া তোমার বিদ্যমানতা অনুভব করি এবং তোমার চির প্রকাশিত পবিত্র আলোক বাসগৃহে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হই। আমরা ইহা জ্ঞাত আছি যে আমাদের মঙ্গল সাধনার্থে তুমি কোন প্রার্থনা চাওনা কিন্তু গমনশীল পরিবর্ত্তনীয় ঘটনার মধ্যে হে নিঃস্বার্থ

পরম বান্ধব ! আমাদের আত্মা তোমাকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া চিৎকার করিয়া উঠে। যখন উপাসনার গম্ভীর ভাবে তোমাকে প্রার্থনা করি আমাদিগকে এই রূপ বল দেও যেন আমরা তোমাকে সমুদায় জীবন সমর্পণ করিতে পারি, যেন তোমার পরিপূর্ণ মঙ্গলভাব বিশ্বাস করিয়া ও তোমাকে জীবনের লক্ষ্য জানিয়া প্রত্যেক কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পান্ন করিতে সমর্থ হই।

পিতঃ ! তোমারই করুণায় আমরা এই পদার্থ-পূর্ণ বাহ্য জগতে বাস করিতেছি। তুমিই আমাদিগকে এই বলশালী বাহুযুগলে ভূষিত করিয়াছ এবং তুমিই অনির্ব্বচনীয় কৌশলে এই লাবণ্য-যুক্ত পরম রমণীয় শরীর নির্ম্মাণ করিয়া সুখাদ্য দানে তাহার পুষ্টি বর্দ্ধন করিতেছ ও বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিয়া তাহাকে সম্ভোগসুখে পরিতৃপ্ত করিতেছ। তোমা হইতে আদিষ্ট হইয়াই তিমীর-বসনা শান্তবিভাবরী আমাদিগকে সমাদরে অঙ্ক-শয্যায় ধারণ করিয়া ধাত্রীরূপে শান্তিনিদ্রায় অভিভূত করিতেছে এবং যখন আমরা জাগ্রত হইতেছি তখন তোমার সহিত বাস করিয়াই রক্ষা পাইতেছি।

নাথ ! তুমি অপার করুণা দ্বারা এই মহত্তর অন্তর্জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ এবং তাহা হইতেই আমাদিগকে শক্তিশালী করিয়া নির্ম্মলানন্দদানে আনন্দিত করিতেছ। তুমিই মনুষ্যকে অত্যাশ্চর্য্য শক্তি দান করিয়াছ ; তাঁহাকে মহৎ সম্পত্তির অধিকারী করিয়া নির্ম্মল মানসিক জ্ঞানে ও সুমার্জ্জিত ন্যায়পরতার বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশে সুরঞ্জিত করিতেছ। তাঁহার আত্মাকে উত্তরোত্তর উন্নত করিয়া তোমার মহদ্ভাবে বিমোহিত করিতেছ। এই যে জ্ঞানশীল সুধীর প্রকৃতি, এই যে সদ্বিবেচিকা নির্ম্মল বুদ্ধি ইহারদিগকে তিনি তোমা হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমারই প্রসাদে তাঁহার আত্মা তোমাকে যথার্থরূপে জানিতে পারিতেছে ও তোমার সহিত যোগদানে দিন দিন নূতন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া নৃত্য করিতেছে।

হে মঙ্গলময় ! তোমার মঙ্গল ইচ্ছাতেই শান্ত প্রকৃতি ধীরেরা সুপবিত্র সত্য মনুষ্যবুদ্ধির আয়ত্ত করিয়া তাহাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতেছেন। তোমার প্রসাদেই তাঁহারা নিয়ত সৎ কার্য্য সাধন করিয়া তোমার সহিত পরিভ্রমণ করিতেছেন।

হে করুণানিধান! তোমা হইতেই তাঁহারা সকরুণ হৃদয় প্রাপ্ত হইয়া পিতৃহীন শিশুগণের ও পতিহীনা কামিনীগণের দুঃখভার মোচন করিতেছেন এবং পৃথিবীতে অকলঙ্ক জীবন ধারণ করিয়া সুধামৃতদানে সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন। প্রভো! তোমার দৃষ্টিতে তাঁহারাই ধন্য যাঁহারা তোমাকে অন্তরের সহিত প্রেম করিয়া সকলকেই প্রণয়াস্পদ জ্ঞান করেন। তাঁহারাই সাধু যাঁহারা কুপথগামী বিভ্রান্তদিগকে সত্য পথে প্রত্যানয়ন করে ও পীড়িতকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। তাঁহারাই যথার্থ দয়াবান্ যাঁহারা অন্ধের চক্ষু, খঞ্জের পাদ, বলবানের বল এবং পাপীর পরিত্রাতা। নাথ! তুমি আমাদের জনক জননী এবং সেই সম্বন্ধে পৃথিবীস্থ নরনারীগণ সকলই আমাদের ভ্রাতা ভগ্নী। যখন পার্থিব পিতা মাতা আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন এবং পতিত হইলে আর ফিরিনা চাহেন না, যখন আত্মীয় বান্ধবেরা আমাদিগকে ঘৃণা করিয়া চলিয়া যান তখনও তুমি আমাদিগকে তোমার প্রেমময় অমৃত ক্রোড়ে ধারণ কর এবং কোন মতেই পতিত হইতে দেও না।

আমাদের জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য তোমার নিকটেই

স্মরণ করি এবং এই প্রার্থনা করি যেন আমরা তদ্রূপদৃক্তে বল পাই ও সাংসারিক দুঃখ দুঃসহ হইলেও তাহা অকুতোভয়ে বহন করিতে পারি। পিতঃ ! যে সকল সুখ তোমা হইতে প্রাপ্ত হইতেছি তাহাও তোমার নিকট স্মরণ করি এবং এই নিমিত্ত প্রার্থনা করি যখন তোমার প্রেরিত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া আমাদের অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতারসে পূর্ণ হয় তখন তোমার মহৎ দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া প্রেমদানে সমুদায় ভ্রাতৃবর্গকে সন্তুষ্ট করি। যে সকল দুঃখ নয়নযুগলকে অশ্রুজলে পূর্ণ করিয়া আমাদের আত্মার বল পরীক্ষা করে তাহাও এই সময়ে স্মরণ হইল। নাথ ! আমাদের অন্তঃকরণে এইরূপ এক বিশ্বাস প্রেরণ কর যেন প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু দূরবিক্ষণস্থ মনোহর কাচরূপ ধারণ করিয়া দূরস্থিত মহিমা সকল নিকটে আনয়ন করে এবং যাহা এইক্ষণ কথঞ্চিত রূপে প্রতীয়মান হইতেছে তাহাও যেন তাহাদের প্রকৃত গৌরবের সহিত নেত্রে প্রতিভাত হয়। প্রভো ! যে সকল সাংসারিক ক্লেশ তুমি আমাদিগকে প্রদান করিতেছ তদ্দ্বারা যেন আমরা সন্তোষ লাভ করিতে পারি এবং যদ্দ্বারা আমাদের আত্মা এইক্ষণ

দুর্ব্বল ও অসাড় হইয়া যাইতেছে আমরা যেন তাহা হইতে সমধিক বলবীর্য্য প্রাপ্ত হই। আমরা এই প্রার্থনা করি যে আমাদিগকে তোমার দোষশূন্য পবিত্র স্বর্গীয় ভাব প্রদান কর। আমরা যেন তোমার অনাদ্যনন্ত পূর্ণভাব অবগত হইয়া জ্ঞান বুদ্ধি ও আত্মার সহিত তোমাকে প্রেম করিতে পারি। আমরা যেন তোমার নির্দ্দিষ্ট শারীরিক ও মানসিক নিয়ম প্রতি-পালন করি। প্রভো! অনন্তকাল বিশ্বাস করিয়া ও অল্প সময়ে বহুকালের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তোমার বিশুদ্ধ পথে অগ্রসর হইতে হইতে যেন তোমার পূর্ণাকৃতি প্রাপ্ত হই। এই পরিবর্ত্তনশীল সাংসারিক সুখদুঃখের মধ্যে আমাদিগকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাও। নাথ! এই পার্থিব গতির চরম কালে তুমি আমাদিগকে অমৃত পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত করিয়া এমনই এক গৌরবান্বিত উন্নত লোকে স্থাপিত করিবে যাহা নেত্র কখন দর্শন করে নাই, কর্ণ কখনও শ্রবণ করে নাই এবং সুবর্ণময় মনোহর স্বপ্ন কল্পনা করিতেও সমর্থ হয় নাই। তোমার মঙ্গলরাজ্য শীঘ্রই আগত হউক এবং তোমার সাধু কামনা স্বর্গতুল্য পৃথিবীকে শান্তিসুখে পরিপূর্ণ করুক।

একবিংশতি প্রার্থনা।

হে পরম পিতা পরমেশ্বর! তুমি আমাদিগকে সদাকাল স্মরণ করিতেছ। আমরা সদাই তোমার সিংহাসন-সমীপে দণ্ডায়মান রহিয়াছি। তুমি আমাদের অন্তরস্থিত ধন্যবাদ সূচক কোন গীতাবলী শ্রবণ করিতে আকাঙ্ক্ষা কর না কেবল নিঃস্বার্থ ভাবেই আমাদিগকে প্রীতি করিতেছ কিন্তু আমরা সময়ে সময়ে দুর্ব্বলতা বশতঃ এইরূপ চিন্তা করিয়া থাকি যে. তুমি আমাদের প্রার্থনা শুনিতে ইচ্ছা কর অতএব তোমাকে নিকটবর্ত্তী হইতে যাচ্ঞা করি। নাথ! আমরা ইহা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছি যে তোমার বিশুদ্ধ সদনে উপনীত হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য তুমি তো আমাদের অন্তর্বাহ্যে নিকটে অন্তরে বিরাজমান আছ। হে অনন্ত প্রেমের আধার! আমরা তোমার করুণা জ্ঞাত হইয়াই সমুদায় জীবন তোমার নিকটে স্মরণ করিতেছি; তাপিত অন্তরে পূর্ব্বকৃত

দুষ্কর্ম্ম সকল তোমাকেই জ্ঞাপন করিতেছি ; সুখ সম্ভোগ উচ্ছ্বসিত হইয়া হৃদয় তোমার নিকটে বিকসিত করিতেছি এবং মহত্তর উচ্চ আশা উদয় হইয়া যেন অন্তঃকরণ তোমার পবিত্র স্বর্গীয় জ্যোতি প্রদীপ্ত করিতেছে। নাথ ! যখন আমরা এই সকল বিষয় ধ্যান করি তখন ইহাও প্রার্থনা করি যেন চির জীবন তোমাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া চরিতার্থ হই।

পিতঃ ! তুমিই আমাদের চতুর্দ্দিকে জগতের পরম রমণীয় শোভা বিকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছ। তোমার অবিনশ্বর মঙ্গলকর নিয়মে সূর্য্য শিশির কালে সুবর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করিয়া জীবের অন্তঃকরণে কি অনুপম আহ্লাদ উৎপন্ন করিতেছে। তোমার আদেশেই রজনীযোগে নিশানাথ নক্ষত্র রূপ সৈনিক দল সমভি-ব্যাহারে মনোহর বেশে মনুষ্যচক্ষু রঞ্জন করিয়া পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিতেছে। তুমিই জগৎকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া সুখাদ্য দানে সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেছ। তোমার করুণা বলেই সকলে সুশিল্প দ্বারা মনোহর গৃহ ও সুরম্য পরিচ্ছদ নির্ম্মাণ করিয়া শরীর আচ্ছাদিত করিতেছে এবং রোগা-

ক্লান্ত হইলে ঔষধ সকল আহরণ করিয়া জীবন রক্ষা করিতেছে।

নাথ! তুমি এই মহত্তর সুন্দর জগৎ অমৃত-ভূষণে ভূষিত করিয়া তোমার স্বীয় আকৃতিতে আত্মাকে সৃষ্টি করিয়াছ এবং এই স্থানেই আমরা সেই অবিনশ্বর অমৃত জীবনের রসাস্বাদন করিতেছি। তোমা হইতেই আমাদের শরীর অত্যাশ্চর্য্য পরম রমণীয় শ্রীসৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আত্মা জ্ঞান ও চৈতন্য লাভ করিয়া প্রকাণ্ড জড় জগৎকে অতিক্রম করিতেছে। তোমা হইতেই বিচিত্র শক্তি লাভ করিয়া মন, সত্য, সৌন্দর্য্য ও সদাচারকে প্রেম করিতেছে; ন্যায়পরতা কুসংস্কাররূপ তিমিরাচ্ছন্ন গাঢ় রজনীতেও সময়ে সময়ে সত্যপথ আবিষ্কার করিতেছে এবং সর্ব্বাধিকারিণী ইচ্ছা সদাকালই তাহার অভিষ্টসাধনে রত রহিয়াছে। নাথ! তুমি অসীম করুণা সহকারে প্রেমের সৃষ্টি করিয়া কোন উজ্জ্বলতর নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্র সহ আমাদের যোগ বিধান করিতেছ, এবং পৃথিবীর কোন রমণীয় অংশে আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। এই প্রীতি দ্বারাই আমরা চতুর্দ্দিকস্থ প্রাণি সকলকে স্নেহ করিতেছি এবং মাতা পিতা

স্বামী স্ত্রী প্রভৃতি সমুদায় বন্ধুবান্ধবেরা পরস্পর ইহার কমনীয় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। পিতঃ! তুমি ধর্ম্মজ্ঞান বিশিষ্ট বিশুদ্ধ আত্মাকে মন ন্যায়পরতা ও সাংসারিক পশু প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ। তোমাকে এই বলিয়া ধন্যবাদ করি যে আমাদের আত্মা দূরে অন্বেষণ না করিয়াও তোমাকে লাভ করিতে পারে এবং ইচ্ছা করিলেই তোমার সহিত যোগদানে তোমার মহদ্ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়।

পিতঃ! তুমি কিরূপ সুকৌশলে এই জড় জগতের সহিত আত্মাকে মনোহর সম্বন্ধে নিবদ্ধ করিয়াছ। যখন মনুষ্য সাংসারিক প্রকৃতি সহকারে অন্নাচ্ছাদন ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি আহরণ করিয়া মর্ত্ত্য শরীরকে পোষণ করে তখন তিনি মহত্তর উন্নত পদার্থ দ্বারা আত্মা ও মনকেও পরিতৃপ্ত করিয়া থাকেন। তোমার প্রসাদেই জগতের সমুদায় পদার্থ একত্র কার্য্য করিয়া তোমার মঙ্গলোদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। যৎকালে আমরা সুখাদ্য লাভার্থে পরিশ্রম ও প্রার্থনা করিয়া থাকি তখন কেবল তুমি তাহাই দান করিয়া ক্ষান্ত থাকনা

কিন্তু পূর্ণ মনুষ্যত্ব দানে সঙ্কল্প করিয়া আত্মাকে উন্নতিপথে লইয়া যাও। প্রভো! মনুষ্যের প্রতি কেনই এত মনোযোগী হইয়াছ। তিনি কি তোমার এমনই যত্নের ধন। আহা! তুমি তাহাকে পরমোৎকৃষ্ট লোক নিবাসী দেবতা হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ এবং সমুদায় পদার্থ তাঁহার অধীনস্থ করিয়া তাহাকে অতুল গৌরবান্বিত অমৃতভূষণে ভূষিত করিয়াছ।

আমাদের জীবন তোমার নিকটে স্মরণ করি। এবং যে সকল পাপ আমরা অজ্ঞানান্ধ হইয়া সম্পন্ন করিয়াছি ও যে সকল অপবিত্র ভাবে আত্মা পীড়িত হইলেও তাহা আদর পূর্ব্বক পরিপোষণ করিতেছি তাহাও তোমার নিকট স্মরণ করি। নাথ! আমরা এই প্রার্থনা করি যে আমাদিগকে শাস্তি দেও। আমরা যেন আত্মগ্লানির গরল পূর্ণ দংশনে দংশিত হইয়া পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হই এবং এক অভিনব শুদ্ধ জীবন প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বকৃত কলঙ্ক সকল মোচন করিয়া অপবিত্র দুষ্ট বুদ্ধি নির্ম্মল করিতে পারি।

পিতঃ! তুমি যে সকল আনন্দ দানে নিঃস্বার্থ প্রেম প্রকাশ করিয়াছ তাহা তোমার নিকটেই স্মরণ

করি। আমরা যেন তোমার দয়া বিস্মৃত না হই। আমাদের আত্মা কৃতজ্ঞতারসে উচ্ছ্বসিত হইলে বন্ধুতার পরম রমণীয় স্বর্ণশৃঙ্খলে সকল ভ্রাতৃবর্গকে আবদ্ধ করিয়া যেন সকলের প্রতি দয়া প্রকাশ করি। এবং নিরত তোমার নির্দ্দিষ্ট মঙ্গল কার্য্যেই যেন আমাদের ভুজ যুগল নিযুক্ত করি।

নাথ! যে সকল দুঃখ আত্মার বল পরীক্ষার্থে আমাদিগকে প্রদান করিয়া সময়ে সময়ে বুদ্ধি বৃত্তিকে বিলোড়িত করিতেছ, প্রার্থনা কালে তাহা তোমার নিকট নিবেদন করি এবং ইহাও স্মরণ করি যে তুমি প্রাণসম সুহৃদগণের মনোহর কান্তি বিশিষ্ট সুচারু অঙ্গ মৃত্যুরূপ গাঢ়তীমিরে পরিবর্ত্তন করিয়া আমাদের নয়ন যুগল অশ্রুজলে পূর্ণ কর। হে বিশ্ব-জনক জননী। যদিও আমরা সময়ে সময়ে দুর্ব্বল বুদ্ধি দ্বারা এইরূপ বিবেচনা করি যে তুমি তাঁহাদিগকে অন্ধকারে বিনাশ কর কিন্তু তাহা কিছুই নহে, বরং পৃথিবী অপেক্ষা সমধিক উজ্জ্বলতর আলোকপূর্ণ স্বর্গরাজ্যে লইয়া পরমানন্দদানে তাহাদিগকে পুল-কিত করিয়া থাক। তোমার প্রসাদে জিতেন্দ্রিয় সৎপুরুষের বিশুদ্ধ আত্মা প্রায় এই স্থানেই পূর্ণভাব

ধারণ করে এবং তুমিই তাহাকে অনন্ত উন্নতি পথে অগ্রসর করিয়া ও সাংসারিক পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়া সেই সুপবিত্র পরম পদে উন্নত কর যাহা আমরা দুর্ব্বল মনে অপরিস্ফুটরূপে চিন্তা করিতেও অক্ষম।

পিতঃ! যখন আমাদের পার্থিব পদার্থ সকল বিনষ্ট হইয়া যায় এবং একটি দিবসে কি ঘটনা উপস্থিত হইবে তাহাও আমরা জানিতে পারিনা তখনও আমরা এই বলিয়া নিশ্চিন্ত হই যে তোমার অপার প্রেম ও পূর্ণ জ্ঞান কখনও শেষ হইবার নহে। যখন এই মর্ত্ত্যশরীর চরমে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় তখনও তোমার বিদ্যমানতা অন্তঃকরণে উপলব্ধি করি এবং তখনও তোমার শান্তিপ্রদ শীতল বাক্য অন্তঃকরণে সুমধুর স্বরে ধ্বনিত হইয়া আমাদিগকে কর্ত্তব্যকার্য্য শিক্ষা দেয় ও তোমার সংকল্পিত অনন্ত পুরস্কার স্থিরনিশ্চয় করিয়া বিপুলানন্দে মগ্ন করে।

হে পিতঃ! তোমাকে কোন অপ্রাকৃতিক অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রার্থনা করিনা ও নিকটে আসিতে তোমাকে অনুরোধ করি না। নাথ! তুমিও

চিরকালই আমাদের আত্মাতে বিরাজ করিতেছ; কিন্তু তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যেন আমরা মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া সর্ব্বদা সত্যকে চিন্তা করিতে পারি। যেন সত্যকে যথার্থরূপে জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে চিরজীবন আকাঙ্ক্ষা করি। তোমার নির্দ্দিষ্ট প্রণয়াস্পদ পদার্থদিগকে যেন প্রেম করি এবং প্রেমভাব অন্তঃকরণে উন্নত করিয়া সমুদায় ভ্রাতৃবর্গকে যেন গাঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হই। আমরা যেন দিন দিন নূতন গৌরব প্রাপ্ত হইয়া উত্তরোত্তর পরম পদে উন্নত হইতে থাকি। পার্থিব কার্য্য সম্পন্ন হইলে যখন এই শরীর চরম দিবসে ধূলাতে নিপতিত হইবে তখন আমাদের আত্মা যেন এই বিনশ্বর পার্থিবাচ্ছাদন পরিত্যাগ করিয়া অমৃত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তোমার নিত্যধামে উড্ডীয়মান হয়। তোমার মঙ্গলরাজ্য শীঘ্রই আগত হউক এবং তোমার সাধু ইচ্ছা স্বর্গতুল্য পৃথিবীতে সম্পন্ন হউক।

দ্বাবিংশতি প্রার্থনা।

হে পরম পিতা পরমেশ্বর! তুমি আমাদের কাহা হইতেও দূরবর্ত্তী নহ! তুমি সকলের আত্মার মধ্যে বিরাজ করিতেছ। আমরা যেন তোমার বিদ্য-মানতা অন্তরে উপলব্ধি করিয়া তোমার প্রদত্ত সুখ সমূহ আনন্দের সহিত স্মরণ করি। সময়ে সময়ে দুঃসহ দুঃখভরে বিনত ও সময়ে সময়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইলেও যেন তোমাকে স্মরণ করিয়া তোমার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করি এবং তোমাকে চিরকাল ধ্যান করিয়া পরমানন্দে জীবন যাপন করি। পিতঃ! আমরা কোথাও তোমাকে ছাড়িয়া গমন করিতে পারি না, তুমি সকল স্থানেই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বসতি কর। আমরা যে দিকে নেত্রপাত করি সেই দিক হইতেই তোমার করুণাস্রোত বহমান হইয়া আমাদিগকে সিক্ত করে। হে বিশ্বজনকজননি! আমরা তোমার প্রসাদেই অসাধারণ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া সত্য সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে জানিতেপারিতেছি,

তোমা হইতেই প্রেম প্রাপ্ত হইয়া স্নেহবন্ধনে সুহৃদ-বর্গকে আবদ্ধ করিতেছি এবং তুমিই আমাদিগকে তোমাকে প্রাপ্ত হইবার অধিকারী করিয়াছ ও অবি-চলিত বিশ্বাসের সহিত তোমাতে যোগ দিতে শিক্ষা দান করিতেছ।

প্রভো ! এই জগতের সমুদায় পদার্থে এবং আত্মার অভ্যন্তরে আমরা তোমাকেই দর্শন করি-তেছি। তুমি যে কেবল বাহ্যজগতে তোমার সত্ত্বা প্রকাশ করিতেছ এমত নহে মনুষ্যের মনোমন্দিরেও তাহা সমধিক গৌরবের সহিত বিকসিত হইতেছে। যৎকালে পৃথিবী মধ্যে তোমার অনন্ত শক্তি, সুচারু নিয়ম ও অসীম জ্ঞান প্রকাশ করিতে থাক তখন আমাদের অন্তঃকরণেও তোমার চিরশুদ্ধ ন্যায়পরতা, নিস্বার্থ প্রেম ও অনাদ্যনন্ত পূর্ণভাব ব্যক্ত কর।

ফলতঃ নাথ ! মনুষ্যের অসাধারণ বুদ্ধি ও মহৎ আত্মাতেই তোমার অসীম শক্তির কিয়দংশ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তুমিই ধীশক্তি সম্পন্ন প্রশান্তচিত্ত নরনারীদিগকে অসামান্য মনীষাসম্পন্ন করিয়াছ। তোমার প্রসাদেই তাঁহারা জ্ঞানী, শিক্ষক, ও কবিপদ বাচ্য হইয়া যুগে যুগে মনুষ্যদিগকে নীতি-

শিক্ষা দান করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মকুর সদৃশ স্বচ্ছ আত্মাতে তোমার মূর্ত্তি পতিত হইয়া সকলের নিকট প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তুমিই যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপক ও প্রচারক দিগকে উৎপন্ন করিয়াছ। তাঁহারা তোমার মহদ্ভাবে সমুন্নত হইয়াই প্রদীপ স্বরূপ সমুদায় ভ্রাতৃগণের পথ প্রদর্শক হইয়া গিয়াছেন।

হে পিতঃ! তুমি কেবল প্রশান্তমতি ধীরের অন্তঃকরণে প্রকাশিত হইতেছ এমত নহে দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রফুল্ল মুখমণ্ডলেও তোমার প্রশংসাধ্বনি ধ্বনিত হয়। তোমার প্রসাদে কোটি কোটি সাধারণ স্ত্রীপুরুষেরা কীর্ত্তি বিরহে জনসমাজে অপরিচিত হইলেও প্রগাঢ় বিশ্বাসের সহিত তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে এবং তাহাদের জীবনের নিত্য সৌন্দর্য্য দ্বারা জগতে তোমার অপার করুণা ও অনন্ত প্রেম প্রকাশ করিতেছে।

হে করুণানিধান! তোমাকে কেবল এই সকল বিষয়ের নিমিত্তে ধন্যবাদ করিনা কিন্তু এই নিমিত্তেই বিশেষরূপে ধন্যবাদ করি যে তুমি মনুষ্যের সুপরিস্কৃত হৃদয়াকাশে সত্যের আভা প্রকাশ কর, সকলকে

ন্যায়পরতা প্রদান করিয়া প্রত্যেক কৃতজ্ঞ আত্মাকে প্রেমদানে উচ্ছ্বসিত কর এবং কেহ পিপাসু হইয়া সমুৎসুক চিত্তে তোমাকে আকাঙ্ক্ষা করিলে তুমি আপনাকে দান করিয়া তাহাকে কৃতার্থ কর। তোমা হইতেই আমরা সত্যজ্ঞান শিক্ষা করিয়া থাকি; তুমিই আমাদের অন্তঃকরণে স্বর্গীয় কৃতজ্ঞতা ও পবিত্র বিশ্বাস উৎপন্ন কর। আমরা যদি স্বভাবের উৎকৃষ্টতা বশতঃ জীবনের মধ্যে কোন সৎকার্য্য সম্পন্ন করি সেই নিমিত্তে তোমাকেই ধন্যবাদ করা উচিত কেননা আমরা তোমা হইতেই সেই মহৎ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রভো! তুমি আমাদিগ হইতে শক্তির অতীত কোন কার্য্য চাওনা। তোমার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্যের এমনই পরম রমণীয় মহদ্ভাব যে তাহাতে নিযুক্ত হইলেই আমাদের শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

হে বিশ্ববিধান বিধাতাপুরুষ! তুমি চিরকালই শ্রমোপযোগী ফল প্রদান করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ কর। তুমি সদাকাল বর্ত্তমান থাকিয়া দুঃখের ভীষণ কালে আমাদিগকে সাহায্য দান কর। তুমি আমাদিগ হইতে দূরে অবস্থিতি কর না, সকল

অপেক্ষা তুমি আত্মার নিকটস্থ পদার্থ। তোমার ভাবে মগ্ন হইলে কেবল স্থির বিশ্বাসের সহিত কর্ত্তব্যকার্য্যে নিযুক্ত হই না কিন্তু আত্মা সুমার্জ্জিত হইয়া উন্নত হইতে থাকে এবং অচিরেই সংসারের দুঃসহ শোক সন্তাপ সহ্য করিতে সমর্থ হয়। তুমি আমাদের সম্মুখে কি গৌরবান্বিত মহতী আশা বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছ। আমরা মোহজলাবৃত সংসারের ক্ষুদ্রতম কীট হইয়াও অবিনশ্বর জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি ইহা হইতে আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে। আমরা সময়ে সময়ে সংসার কর্ত্তৃক প্রতারিত হইলেও তোমার বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত আছি এবং তোমার অপার করুণা ও সুমধুর প্রেম উপলব্ধি করিয়া ও সুবিস্তীর্ণ অনন্ত স্বর্গ নিকটে দর্শন করিয়া আনন্দ সাগরে ভাসমান হইতেছি।

আমরা এইরূপ প্রার্থনা করি যেন তোমার যথার্থ জ্ঞানলাভ করিয়া এবং তোমাকে প্রেম ও বিশ্বাস করিয়া চিরজীবন উৎসাহের সহিত দোষশূন্য মহৎ কার্য্য দ্বারা তোমাকে অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হই। তুমি যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছ যেন তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারি। সাংসা-

রিক দুর্ঘটনা আমাদের উপর পতিত হইলে আমরা যেন এইরূপ সাহসের সহিত তাহা বহন করি যে প্রত্যেক যত্ন ও ক্লেশ দ্বারা আমরা উত্তরোত্তর জ্ঞানি হই। প্রভো! বিভ্রান্ত মনুষ্যের চিত্তহারক কল্পিত বাক্য হইতে তোমার অবিনশ্বর মঙ্গলাদেশ বিচ্ছিন্ন করিতে আমাদিগকে সমুচিত শক্তি প্রদান কর। দিন দিন যেন আমরা জ্ঞানি হইতে থাকি। আমাদের সাধু ইচ্ছা যেন ক্রমিক ফলবতী হয়, আমাদের প্রেমশিখা যেন উত্তরোত্তর তেজস্বিনী হইতে থাকে এবং তোমার পরম পবিত্র স্বর্গীয় ভাব আত্মাতে রমণীয়-রূপে আবির্ভূত হইয়া চিরজীবন অক্ষয় সম্পদানে কৃতার্থ করে।

নাথ! পৃথিবীস্থ সমুদায় ভ্রাতৃবর্গের নিকটে তোমাকে স্মরণ করি। আহা কুসংস্কাররূপ ঘোরতর কুজ্ঝটিকা মনুষ্যচক্ষু অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। প্রভো! তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি আমরা যেন তাহাকে দূর করিতে সমর্থ হই। আমাদের জীবন যেন তোমার কার্য্যেই নিযুক্ত থাকে এবং এই পৃথিবীতেই যেন আমরা গৌরব হইতে উন্নত গৌরব লাভ করি। আমাদের পৃথিবীর কার্য্য সমাপ্ত হইলে, আমাদের

মৃন্ময় শরীর মৃত্তিকাতে সংলগ্ন হইলে হে করুণানিধান! তুমি অবশ্যই আমাদিগকে অমৃত ভূষণে সুসজ্জিত করিয়া তোমার অমৃত নিকেতনে লইয়া যাইবে এবং সেইস্থানে অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয় ও অশ্রুতপূর্ব্ব মহা-নন্দদানে চরিতার্থ করিবে। তোমার মঙ্গলরাজ্য শীঘ্রই আগমন করুক এবং তোমার স্বর্গীয় সাধু কামনা জগতে প্রচারিত হউক।

ত্রয়োবিংশতি প্রার্থনা।

হে অনাদ্যনন্ত পূর্ণপুরুষ! আমরা তোমার নিকটে ধাবিত হইতেছি। আমরা যেন তোমার মহদ্ভাবে আত্মাকে নিমগ্ন করি এবং অন্তঃকরণ উন্নত করিয়া তোমাকে এইরূপ উপাসনা করি যেন পার্থিব জীবনে সকল সময় তোমার প্রিয়কার্য্যে আমা-দের করযুগল নিযুক্ত হয়।

প্রভো! তোমার অপার করুণা ও অবিনশ্বর প্রেম প্রত্যেক উষা ও প্রদোষ কালে নবভাব ধারণ করে।

এবং মধ্যাহ্নকালেও তাহা বিনাশ পায়না। এই বিশ্ব-মণ্ডল আমাদের ঊর্দ্ধে, অধোতে ও পার্শ্বদেশে ব্যাপৃত হইয়া রহিয়াছে। তুমি সর্ব্বস্থানেই বিরাজ করিতেছ। প্রত্যেক নক্ষত্রালোকে তুমি অবস্থিতি করিতেছ এবং প্রত্যেক কুসুমদলে তোমার সত্ত্বা প্রকাশ পাইতেছে। তোমারই অনুকম্পায় আমাদের অন্তর রাজ্য এই গৃহ স্বরূপ শরীর দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের আত্মাই তোমার নিবাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মন্দির। তুমি সদাকাল ইহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে জীবন দান কর এবং প্রয়োজন জানিয়া সম্ভোগার্থ সুখ সামগ্রী বিধান কর। তুমি পূর্ণ প্রেম হইতেই আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছ এবং এইরূপ করুণার সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছ যে তোমার আদেশে সকল পদার্থই আমাদের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত হইয়াছে।

হে করুণানিধান বিশ্বজননি! তুমি তোমার পরাক্রান্ত মনুষ্য পরিবারের কোন সন্তানকেই বিনষ্ট হইতে দেওনা। তোমার সন্তানেরা বিভ্রান্ত মনে বিপথগামি হইলে তাহাদিগকে হস্ত ধরিয়া প্রত্যানয়ন কর এবং পথশ্রান্তে ক্লান্ত হইলে তোমার স্নেহ রূপ বাহুযুগলে ধারণ করিয়া তোমার অবিনশ্বর অমৃত

...কতনে লইয়া যাও। তুমিই পরিপূর্ণ প্রেমসাগর! আমরা তোমাকে ধন্যবাদ করিতেছি এবং তোমার অসীম প্রেমে নিশ্চিন্ত হইয়া ইহাই অবগত হইতেছি যে আমরা কখনও বিনাশ পাইবনা কিন্তু তোমার অপার করুণা বলে উত্তরোত্তর বলবীর্য্য লাভ করিব।

তুমিই আমাদিগকে উন্নত প্রকৃতি প্রদান করিয়াছ। তোমার বিশুদ্ধ সত্য ও মঙ্গলভাব অবগত হইতে আমাদিগকে মহত্তর মনোবৃত্তি দ্বারা ভূষিত করিয়াছ। নাথ! তুমি আমাদের চিত্তভূমিতে সুকোমল প্রেমাঙ্কুর রোপণ করিয়া কি রমণীয় ভাবের আবির্ভাব করিয়াছ। আমরা ইহা দ্বারা পরস্পর সকলকে প্রেম করিতেছি এক সময় ও স্থানের দূরতা বশতঃ প্রণয়াস্পদ প্রিয় ব্যক্তিগণ অন্তঃকরণের দূরবর্ত্তী হইলেও তাহাদিগকে স্নেহরূপ কোমল বন্ধনে আবদ্ধ করিতেছি। তোমা হইতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহতী শক্তি প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে জানিতে পারিতেছি ও তোমার সহিত যোগদানে অধিকারি হইয়াছি। পিতঃ! তোমার পবিত্র আত্মাই আমাদের সাহসহীন ভিরু আত্মাকে উৎসাহ দান করে। আমরা দুর্ব্বল হইলে তুমিই আমাদিগকে বল দান কর এবং বিনষ্ট

হইলে রক্ষা করিয়া জীবন পথে লইয়া যাও। নাথ! আমাদের অন্তঃকরণ আনন্দের সহিত তোমাকে ধন্যবাদ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিলেও আমরা মুখদ্বারা তাহা প্রকাশ করিতে পারি না, কিন্তু আমরা জানি, যে তুমি অন্তঃকরণের কোন বাক্য চাওনা অথবা কণ্ঠনিঃসৃত কোন সঙ্গীত ধ্বনি শুনিতেও তোমার বাসনা নাই। তুমি আমাদের সমুদায় ভাবই সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতেছ।

হে প্রভো! তুমি আমাদিগকে কত প্রকার সুখে সুখী করিয়াছ। আমাদের শরীরের উপযোগী বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া শক্তি ও স্বাস্থ্যরক্ষা করিতেছ। আমরা তোমারই বলে বলীয়ান হইয়া শারীরিক পরিশ্রমে অন্নাচ্ছাদন আহরণ করিতেছি এবং সুষুপ্তি প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখলাভ করিতেছি। তোমার কৃপাতেই আমরা সুহৃদ্বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়াছি। আহা! তাহারা আমাদের পার্শ্বে কিম্বা দূরে অবস্থিতি করিলে অথবা মৃত্যু কর্ত্তৃক একেবারে বিচ্ছিন্ন হইলেও আমাদের আত্মার নিকটস্থ প্রিয় পদার্থ। তোমারই প্রসাদে সদ্বুদ্ধিশীল নরনারীগণ সময়ে সময়ে পৃথিবীতে আগমন করিয়া নীতিগর্ভ উপদেশে

অনুদায় জাতিকে সত্য শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন এবং দুষ্টবুদ্ধি পাষণ্ডদিগকে পাপ হইতে ন্যায়পথে আনয়ন করিয়া তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিকের সুখ শান্তি বিধান করিয়াছেন। তোমার করুণাবলে পূর্ব্বকালীন সুনীতি সকল অদ্যাপি নক্ষত্রবৎ কিরণ দান করিতেছে এবং বদান্যতা মনোহর কুসুমগন্ধ তুল্য সুগন্ধ বিস্তার করিয়া মনুষ্যের আনন্দোৎপাদন করিতেছে। সর্ব্বসম্মত প্রকাশ্য সত্য সকল তোমারই বলে মনুষ্যগণের উৎসাহ ও শক্তি বর্দ্ধন করিতে করিতে সময়ের হিল্লোলে বহমান্ হইয়া আমাদিগের নিকটে উপনীত হইয়াছে। সুকবি ও ধর্ম্মসংস্থাপকেরা এবং সদ্‌জ্ঞানশাল সুপবিত্র ধীরেরা সময়ে সময়ে তোমার সত্যস্বরূপ চৈতন্যময় মহান্ আত্মা দ্বারা উচ্ছ্বসিত হইয়া মানবকুলে সত্য আনয়ন করিয়াছেন। পিতঃ! আমাদের বর্ত্তমানকালেও তোমার পবিত্র আত্মা মনুষ্য মধ্যে কার্য্য করিতে ত্রুটি করে না। তুমি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ। তুমি তোমার ভৃত্যদিগের সাধু কামনা সদা কালই পরিপূর্ণ কর এবং তুমি অন্তর্ব্বাহ্য সর্ব্ব প্রদেশেই সমভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছ। আমরা তোমাকে এই সকল

পদার্থের নিমিত্ত ধন্যবাদ করি এবং এই প্রার্থনা করি যেন তোমার সহিত যোগ দানে পূর্ণ বল প্রাপ্ত হই। আমাদের নেত্র যেন অসত্যকে দর্শন করিতে আকাঙ্ক্ষা না করে এবং হস্ত যেন কুৎসিত অপবিত্র কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। আমরা যেন দিন দিন সুন্দর আকৃতি ধারণ করিয়া পূর্ণ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হই। আমরা যেন তোমাকে এইরূপ প্রেম করি এইরূপ বিশ্বাস করি এবং এইরূপ সম্মান করি যে তোম আদিষ্ট শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সকল সর্ব্বপ্রযত্নে প্রতিপালন করিতে পারি। আমরা যেন বর্ত্তমান কালের ভ্রম ও প্রাচীন কালের কুসংস্কার হইতে মুক্ত হই। সত্যকে উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া সমুদায় শক্তির সহিত যেন তোমার সাধুইচ্ছা সম্পন্ন করি। প্রভো! যখন তোমার প্রেম প্রার্থনা করি সেই সময়ে যেন সকল ভ্রাতৃবর্গকে আপন আত্মার তুল্য স্নেহ করি এবং তিতিক্ষাবলে চিরজীবন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া উত্তরোত্তর সমুন্নত হই। নাথ! তোমার মঙ্গল রাজ্য শীঘ্রই এবং তোমার সাধু ইচ্ছা স্বর্গতুল্য পৃথিবীতে প্রচারিত হউক।

পঞ্চবিংশতি প্রার্থনা।

হে পরম পিতা পরমেশ্বর ! তুমি সর্ব্বত্রেই বিরাজমান আছ। আমরা যেন তোমার সহিত যোগ সাধনে যত্নশীল হইয়া তোমাতে আত্মা সমুন্নত করি আমাদিগকে সুখ, দুঃখ ও কর্ত্তব্যের নিমিত্তে উপযুক্ত শক্তিশালী কর। প্রভো ! তুমি যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য আমাদিগকে প্রদান করিয়াছ, যে সকল সুখদানে আত্মাকে পুলকিত করিতেছ তাহা সকলেই তোমার নিকট স্মরণ করি। এই সকল চিন্তা করিবার সময়ে যেন উপাসনার এইরূপ পবিত্র ভাব আমাদের অন্তরে প্রজ্জ্বলিত হয় যে চীরজীবন তোমার আরাধনা করিয়া কাল যাপন করিতে পারি।

হে স্নেহময়ী জনকজননি ! সকল কার্য্যেই তোমার অসীম স্নেহ প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। তুমি পাপী ও পুণ্যাত্মা উভয়কেই আলোক দিতে সূর্য্যকে নিযুক্ত করিয়াছ। তোমার বর্ষিত মেঘ সাধু অসাধু উভয়কেই জলদানে কৃতার্থ করিতেছে। হে করুণা-

ময়! তুমি পিতৃভাবে ও মাতৃস্নেহে যেরূপ সত্যকে প্রতিপালন করিতেছ অজ্ঞানান্ধ অসভ্য মূর্খকেও সেইরূপ করুণাদানে রক্ষা করিতেছ। তুমি সদ্বুদ্ধি-শীল শান্তস্বভাব সিদ্ধপুরুষকে প্রেমকর কিন্তু পাপী-কেও ঘৃণা কর না। এই মনুষ্যপূর্ণ বৃহৎ পরিবারে সকলই তোমার সন্তান। কাহাকেও তুমি বিনষ্ট হইতে দেওনা। সকলকেই আনন্দে পরিতৃপ্ত কর।

এই জগতের সমুদায় পদার্থেই তোমার অচিন্ত্য করুণা প্রকাশিত আছে এবং তুমি সকলের মধ্যেই পূর্ণভাবে অবস্থিতি করিতেছ। পিতঃ! তুমি অসীম করুণাবলে আকাশ হইতে বারিধারা বর্ষণ করিয়া সন্তপ্ত ভূমিক্ষেত্র সুশীতল কর, তরুপরে পুষ্প-কলিকা উদ্গম কর, এবং প্রফুল্ল কুসুমদলে গিরি-গুহা সুসজ্জিত করিয়া রমণীয় শোভা সম্পাদন কর। তুমি যেমন পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে বিবিধ সুখে সুখী করিতেছ, সেইরূপ আমাদের অন্তরে চিরকাল অবস্থিতি করিয়াও আমা-দিগকে রক্ষা কর। মনুষ্যের অজ্ঞানান্ধকার মধ্যে তোমার চিরপ্রজ্জ্বলিত সত্য সুন্দর মঙ্গল রূপই সদা-কাল দীপ্তিমান থাকে। যে সকল ঘটনা আমাদের

নিকট মন্দরূপে প্রতীয়মান হয় তাহা হইতেও তুমি মঙ্গলোৎপাদন করিয়া থাক। তুমি অনন্ত উন্নতি পথে তোমার সকল সন্তানকেই লইয়া যাও। মনুষ্যের ক্রোধাদি রিপুও তোমার কার্য্য সাধনার্থে সৃষ্টি হইয়াছে। তুমি সকলকেই শুভ সম্পাদনে নিযুক্ত কর। আমাদের সুখের কাল উপস্থিত হইলে আমরা ইহাই জানিতে পাই যে তুমিই আমাদিগকে অপর্য্যাপ্ত সুখদানে আনন্দিত কর। যখন আমাদের দুঃখের [illegible]ষণকাল আগত হয়, যখন ক্লেশে প্রপীড়িত হইয়া অন্তঃকরণ আমাদের বিরুদ্ধে চিৎকার করিতে থাকে তখন হে পরম বন্ধো! তুমিই সমুদায় বিষয় অবগত হও এবং বিরলে সুখ সঞ্চার করিয়া শোক সন্তাপ হরণ কর। হা নাথ! যখন আমরা অধঃপতিত হই, যখন আমাদের বলবীর্য্য কিছুই থাকেনা তখন সেই জঘন্যাবস্থায়ও তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করনা কেবল উত্তরোত্তর বলীয়ান করিয়া আনন্দদানে সন্তুপ্ত কর।

আমাদের দৈনিক কার্য্য তোমার নিকটে স্মরণ করি এবং এই প্রার্থনা করি যে বিশ্বাসের বলে আমাদিগকে এরূপ বলবান্ কর যেন অন্ধকারও আমাদের

নিকট আলোকরূপে প্রতীয়মান হয়, ও কর্ত্তব্যের পথ এইরূপ সরল হয় যেন তন্মধ্যে আমরা কোন ভ্রমেই নিপতিত না হই। যে সকল দুঃখ দ্বারা আমাদের জীবনের পরীক্ষা হইতেছে এবং যে সকল দুঃখ আমাদের সকল ভরসা দূর করিতেছে তাহা তোমার নিকটে স্মরণ করি। আহা! যাঁহাদের সহিত একত্র উপবেশন করিয়া পরমানন্দে কথোপকথন করিয়াছি, যাঁহাদের সহিত দলবদ্ধ হইয়া তোমার পবিত্র মন্দিরে গমন করিয়াছি, তুমি সেই স্নেহাস্পদ প্রিয় সহৃদবর্গকে আমাদিগ হইতে লইয়া গিয়াছ। আমরা তাঁহাদের ও স্ব স্ব চিরস্থায়ী অবিনশ্বর জীবনের বিষয় তোমার নিকটে স্মরণ করি। নাথ! তোমাকে এই বলিয়া ধন্যবাদ করি যে তোমার স্বর্গরাজ্য আমাদের উপর সদাকালই বিরাজমান আছে এবং তাহার পরম পবিত্র সুমধুর ভাবে আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া চতুর্দ্দিকে আকর্ষণ করিতেছে।

পিতঃ! আমাদের আত্মার বিষয় তোমার নিকটে স্মরণ করি। আমরা ইহা অবগত আছি যে তোমার আদিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্য আমরা বারম্বার বিস্মৃত হইতেছি, অপবিত্র ভাবসমূহ অন্তরে সমাদরে পোষিত করিতেছি

এবং তোমার নিকট যেরূপ প্রীতি আকাঙ্ক্ষা করিতেছি ভ্রাতৃবর্গকে সেইরূপ প্রেম করিতেছি না। আমরা কুৎসিত ব্যবহার দ্বারা হস্তকে কলঙ্কিত ও বুদ্ধিকে অপবিত্র করিতেছি। তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে পাপের নিমিত্তে সুতীক্ষ্ণ দংশনে দংশিত হইয়া এবং মূর্খতা ও জঘন্যতার নিমিত্তে যথোচিত লজ্জা প্রাপ্ত হইয়া যে অশুভসম্পাদক দোষিত পথ পরিত্যাগ করি এবং শুভকর পবিত্র [illegible]র অনুগামী হইয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত পরমানন্দে জীবন যাপন করি। পিতঃ! কুকার্য্য সাধন করিয়া যে সকল শাস্তি ভোগ করিতেছি সেই নিমিত্তেও তোমাকে ধন্যবাদ করি। আমরা ইহা নিশ্চিতরূপে জানি কিন্তু অসত্য হইতে প্রতিনিবৃত্তি করিতে ও বিনাশ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যেই তাহা প্রেরিত হইয়া থাকে।

প্রভো! তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এইরূপ তেজস্বিনী কর যেন আর তোমাকে কখনও ভয় করিতে না হয়; তোমার পরিপূর্ণ মঙ্গলভাব অবগত হইয়াই যেন তোমাকে জনকজননীরূপে বিশ্বাস করি। তোমাকে যথার্থরূপে প্রেম

করিয়া ও তোমার প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যেন আমাদের আত্মা দোষশূন্য রমণীয় ভাব ধারণ করে। আমাদের প্রত্যেক মনোবৃত্তি যেন যথোচিত কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। নক্ষত্রদল যেমন যথা নিয়মে গতিক্রিয়া সম্পন্ন করে, আমাদের বাহ্যজীবন যেন সেইরূপ উপযুক্ত নিয়মে চালিত হইয়া নিয়ত ভ্রাতৃবর্গের মঙ্গল সাধন করে।

তুমি আমাদের মিনতি চাওনা। আমরা কোন অদ্ভুত নূতন শক্তি পাইতে তোমাকে প্রার্থনা করি না। তুমি উচিত মতে সকলই আমাদিগকে দান করিয়াছ। আমরা তোমাকে এইরূপ কার্য্য করিতে প্রার্থনা করি না কারণ যাহা সাধনার্থে আমাদিগকে যথোচিত শক্তি প্রদান করিয়াছ। কিন্তু তোমার বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিয়া ও তোমার প্রদত্ত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া যেন প্রত্যেক বৃত্তিকে সৎকার্য্যে নিয়োগ করি। এই রূপে শৈশব ও প্রৌঢ়াবস্থা সাধু কর্ম্মে গত হইয়া পৃথিবীর কার্য্য শেষ হইলে যেন অনন্ত লোকে উত্তরোত্তর পূর্ণ গৌরব প্রাপ্ত হই। তোমার মঙ্গলরাজ্য শীঘ্রই আগমন করুক এবং তোমার শুভ কামনা জগতে অচিরেই প্রচারিত হউক।

ষড়বিংশতি প্রার্থনা।

হে স্বপ্রকাশ ! তুমি সর্ব্বত্রই প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছ। তুমি দূরস্থ পদার্থ নহ। তুমি সদাকালই আমাদের নিকটে অবস্থিতি করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে তোমার অপার করুণা বিতরণ করিতেছ। যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য তুমি আমাদের নিকট আকাঙ্ক্ষা কর, যে সকল আনন্দ তুমি আমাদিগকে প্রদান কর, যে দুঃখ দ্বারা আমাদের জীবনের পরীক্ষা হয় এবং যে সকল পাপে আমরা সদাকাল কলঙ্কিত হই তাহা সকলই তোমার নিকট স্মরণ করি। এবং এই সকল স্মরণ করিবার সময়ে এই প্রার্থনা করি যেন আমাদের অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতাতে পূর্ণ হয় ও আত্মার পবিত্র অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়া তোমার-দিকে উন্নত হইতে থাকে। আমরা যেন তোমার সহবাসে যথোচিত বলবীর্য্য সঞ্চয় করিয়া চিরজীবন তোমার প্রিয়কার্য্যে নিযুক্ত হই।

পিতঃ! তোমার মঙ্গলভাব সকল স্থানেই পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে জগতের সমুদায় পদার্থই এক বাক্যে তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে; তোমারই প্রসাদে রজনী তিমীরাচ্ছাদন দ্বারা উত্তাপ হরণ করিয়া আমাদিগের বিরাম দান করিতেছে; চন্দ্রমা পরম রমণীয় রূপলাবণ্য দ্বারা অন্ধকার দূর করিয়া তোমার কীর্ত্তিই ঘোষণা করিতেছে এবং সূর্য্য তাহার কম্পিত পরম মণিতুল্য সমুজ্জ্বল করস্পর্শে সমুদায় পদার্থ সুবর্ণবর্ণে সুশোভিত করিতেছে।

প্রভো! তোমার প্রসাদেই আমরা অন্নাচ্ছাদন আহরণ করিতে পারিতেছি ও গৃহনির্ম্মাণ করিয়া শরীরকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছি। তুমিই আমাদিগকে সুষুপ্তি দান করিয়া সুস্থ করিতেছ। আমরা ক্লান্ত হইলে তোমা হইতেই বল প্রাপ্ত হই এবং রোগাক্রান্ত হইলে তোমার করুণা বলেই আরোগ্য লাভ করিতেছি।

হে প্রভো! তুমি এই ভূমণ্ডলে অতুল ঐশ্বর্য্য দান করিয়া আমাদিগকে সুখী করিয়াছ। আমাদের শরীর যে সুরম্য কৌশলে নির্ম্মিত হইয়া আত্মার পবিত্র মন্দিররূপে দৃশ্যমান হইতেছে তাহাতে

কেবল তোমার শক্তি ও মহিমাই প্রকাশ পায়। হা নাথ! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! তুমি অচেতন ধূলা-রাশীকে জ্ঞান ধর্ম্মশীল সচেতন জীবনভূষণে ভূষিত করিয়া রাখিয়াছ। প্রভো! এই যে আমাদের অন্তঃকরণ সুখেচ্ছু হইয়া সত্য ও সৌন্দর্য্যের নিমিত্তে ক্ষুধিত হইলে তুমি সদাকালই তদ্দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিতেছ, এই যে আমাদের সদসদ্বিবেচক মহত্তর নির্ম্মল জ্ঞান যাহা সর্ব্বদা ন্যায়ানুসন্ধান করিয়া আমাদের অন্তরাত্মাকে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে! এই যে আমাদের পরম রমণীয় নিঃস্বার্থ প্রেমভাব দ্বারা পিতা, পুত্র, স্বামি, স্ত্রী, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি দেশীয় জনগণ সকলেই মোহিত হইতেছে ও যাহা উদার ভাবে বিস্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বস্থানে কৃপা-পাত্রে দীনদিগকে সুখদানে কৃতার্থ করিতেছে এবং এই যে আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যাহা পাপা-ন্ধকারে আবৃত হইলেও তোমারদিগেই উন্মুখ হইয়া থাকে ও তোমার নির্ম্মল জ্যোতিঃপ্রভাবে উচ্ছলিত হইয়া আমাদের দুঃখের ভীষণ কালেও সুখশান্তি প্রদান করিয়া চরিতার্থ করে। এই সকল সম্ভার আমরা তোমা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি

ইহাদের দ্বারা আমাদের অশেষ মঙ্গল সম্পন্ন করিতেছ। তুমি আমাদের অন্তরাত্মাতে সুখের কোমল ভাব উৎপন্ন কর এবং অন্তর্জ্জীবনের সুরম্য মন্দির ভবদীয় নিষ্কলঙ্ক পবিত্ররূপে পরিপূর্ণ করিয়া অহোরাত্র আমাদিগকে বিপুলানন্দে মগ্ন কর। প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক স্থানেই তুমি তোমার সন্তানদিগের নিকটে প্রকাশিত হও এবং প্রত্যেক দৃশ্য বস্তুই মুকুরবৎ তোমার স্বর্গীয় মহামূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত করে। যদিও মনুষ্য চক্ষু তোমাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু আমাদের আত্মা তোমাকে অবলম্বন করিয়াই স্থিতি করিতেছে ও তোমার সুশীতল স্পর্শেই আনন্দিত হইতেছে। তোমার করুণাবলেই সুধীরপ্রকৃতি পণ্ডিত সকল এবং ধীশক্তি সম্পন্ন নরনারীগণ মহত্তাবে বিভূষিত হইয়া সত্য সঞ্চয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং দোষশূন্য স্বর্গীয় ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া জগতে প্রেম শিক্ষা দান করিয়াছেন। সদ্বুদ্ধিশীল শান্তস্বভাব মনুষ্যগণের নির্ম্মল জ্ঞান আমরা তোমার প্রসাদেই প্রাপ্ত হইতেছি এবং তুমিও তাঁহাদের মধ্যদিয়া তোমার নির্ম্মল জ্যোতিঃপ্রবাহ বিনির্গত করিয়া আমাদের অন্তঃকরণে কিরণ দান করিতেছ।

হে বিশ্বনাথ! এই সকল করুণা স্মরণ করিয়া তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। ভক্তি ও প্রেম সহকারে যেন সদাকাল অন্তঃকরণের সহিত তোমাকে অর্চনা করি। যে সকল কর্ত্তব্য সাধনে আমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছ তাহা তোমার নিকট স্মরণ করি এবং এই প্রার্থনা করি যে তাহাদের উপযোগী বলবীর্য্য আমাদিগকে দান কর। যে সকল দুঃখে আমাদের আত্মা প্রপীড়িত হইতেছে এবং নিরাশার তিক্তরসে আমাদের বদনমণ্ডল বিকৃত আকার ধারণ করিতেছে তাহা আমরা বিস্মৃত হই না। কিন্তু নাথ! তোমার নিকট এই নিমিত্ত প্রার্থনা করি যে আমাদিগকে এরূপ বলী কর যেন আমরা অপরাজিত চিত্তে তাহাদিগকে বহন করিতে পারিয়া উত্তরোত্তর জ্ঞানলাভে সমর্থ হই।

পার্থিব বিষয় সম্বন্ধে নাথ! আমাদের কি প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য তাহা আমরা কিছুই জানিনা। কাচ দ্বারা দর্শন করিলে যেমন সকলই অপরিস্কাররূপে প্রতীয়মান হয় সেইরূপ আমরা সকল বিষয়ই অপরিস্কার দেখিতেছি। আমরা জানিনা যে দরিদ্রতা কি বিপুল অর্থে; দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্যে তোমার

সকল মানস সম্পন্ন করিয়া মহীয়ান হইতে পারি; কিন্তু যে ঘটনাই আমাদের নিকটে উপস্থিত হয়, তুমি শান্তিসূর্য্য উদয় করিয়া আমাদের জীবন পথই আলোকিত কর কিম্বা দুর্ভাগ্যরূপ গাঢ় অন্ধকারে আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের বজ্রতুল্য দুঃখের ভীষণ নাদ ধ্বনিত কর। নাথ! আমাদিগকে এরূপ বল দেও যেন আমরা সকল অবস্থাতেই আত্মার মহত্ত্বাতে সত্যকে প্রেম করিতে পারি। আমাদের কার-পরতা হতে কল্যাণ হইলেও যেন সর্ব্বদা সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। আমাদের প্রেম যেন উদার ভাবে অন্যের মঙ্গলসাধনে নিয়োজিত হয়। পিতঃ! আমাদিগকে এই সকল মহত্ত্বের প্রদান কর এবং তাহাদিগকে বিশ্বাসরূপ মহা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া কৃতার্থ কর।

হে জনকজননি! তুমি যেরূপ পবিত্র ভাবে আমাদের আত্মার মধ্যে প্রকাশিত হও আমরা কি ঠিক সেইরূপই তোমাকে জানিতে পারি? তোমাকে অবগত হইয়া কি জ্ঞান, বুদ্ধি ও আত্মার সহিত তোমাকে প্রেম করিতে সমর্থ হইব। আমাদের অন্তরাত্মাকে নিষ্কলঙ্ক করিয়া ও বাহ্য জীবন

ব্যবহারোপযোগী করিয়া পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য সহকারে কি তোমার প্রিয় হইব। নাথ! আমাদিগকে এইরূপ উন্নতিশীল কর যেন তোমার স্বর্গের বিমল সুধা আমরা এই পৃথিবীতেই আস্বাদন করিতে পারি। আমরা যেন তোমার দিকে উত্তোলমান হইয়া ক্রমিক উন্নতি সহকারে তোমার পূর্ণাকৃতিতে পরিবর্তিত হই। যখন আমাদের পৃথিবীর কার্য্য শেষ হইবে, যখন আমাদের শরীর ভূমি মৃত্তিকা সংলগ্ন করিবে এবং যখন আমাদের আত্মা তোমার অমৃত নিকেতনে লইয়া যাইবে, তখন যেন আমরা তোমার পবিত্র সহবাসে অনন্তকাল যাপন করিতে পারি। তোমার মঙ্গলরাজ্য আগমন করুক এবং তোমার সাধু কামনা স্বর্গতুল্য পৃথিবীতে প্রচারিত হউক।

সপ্তবিংশতি প্রার্থনা।

হে পরম পিতা পরমেশ্বর! তুমি সকল স্থানেই বর্ত্তমান আছ। তুমি আমাদিগকে স্মরণ কর এইরূপ প্রার্থনা করা তোমার নিকট নিতান্ত অপ্রয়োজন। কেননা, তুমি অন্ধকার কি দিবসালোকে, নিদ্রিত কি জাগ্রতাবস্থায়, সকল সময়ে আমাদের বিষয় সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইয়া সুপবিত্র মঙ্গলভাবে আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর। দুর্ব্বলতার সময়ে তোমার দিকে ধাবিত হইয়া তোমার নিকটবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করি; তোমাকে যথার্থরূপে জ্ঞাত হইতে ব্যাকুল হই এবং আত্মার মহদ্ভাবে তোমাকে অর্চ্চনা করি। অন্তর্বাহ্যে তোমার বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিয়া ও তোমার প্রসন্ন চক্ষু সদাকাল আমাদের উপর বিরাজমান মনে করিয়া সুখ দুঃখ সকলই স্মরণ করি। নাথ! এই সকল বিষয় আলোচনা করিবার সময়ে অন্তঃকরণে এরূপ স্বর্গীয় পবিত্র ভাব উদয় হউক যেন এই মুহূর্ত্তকালের উপাসনা হইতে সুশিক্ষিত হইয়া চিরজীবন তোমার পরিচর্য্যা করিতে পারি। অন্তরস্থ মহদ্ভাব যেন

সদাকালই আমাদিগকে তোমার দিকে আকর্ষণ ক[রে] এবং পরম পবিত্র বাক্য সহকারে আমাদিগকে সমুন্নত করিয়া জীবন পথে লইয়া যায়।

প্রভো! পরম শোভাকর নক্ষত্র সকল সমস্ত রজনী কিরণ দান করিয়া তোমার অসীম গুণ কীর্ত্তন করে। যে স্থানে কোন বাক্য কিম্বা ভাষা নাই সেই স্থানে নিরলসই তোমার প্রীতিময় বাক্য কহিয়া অপরাজিতমন ভক্তিক আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে। সূর্য্য তোমার আদেশেই সুন্দর দিবস প্রকাশ করিয়া নভোমণ্ডল সুশোভিত করে এবং সচেতন জীবগণ ও উদ্ভিদ্ সকলে পৃথিবীকে নবভূষণে ভূষিত করে। পিতঃ! তোমার করুণা বলেই আমরা বসন্তশোভা সন্দর্শন করি। আহা! ইহার আগমন মাত্রেই সমস্ত দেশ মঙ্গলময় হয়, বন উপবন সকলই অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হয়। সর্ব্ব প্রান্তে সেই জীবন ধ্বনি ধ্বনিত হইতে থাকে। ইহার দ্বারা সকল স্থান মনোহর পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত হয়। ইহার সুবাসিত বিমল নিঃশ্বাসে গিরিগুহা কুসুমকলিকায় পূর্ণ হয় এবং বিহঙ্গদল আকৃষ্ট হইয়া নিকুঞ্জকানন সুধাসিক্ত ললিত তানে রঞ্জিত করে।

হে করুণানিধান ! তুমি অনির্ব্বচনীয় করুণা-
ভাবে আমাদিগকে এই জগতে সৃষ্টি করিয়া মহৎ
প্রকৃতি দ্বারা ভূষিত করিয়াছ। আমাদিগকে মৃত্তিকা
বায়ুর উপরে কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়াছ। প্রত্যেক
তই আজ্ঞাবহ হইয়া আমাদের কার্য্য সম্পন্ন করি-
তেছে এবং প্রকাণ্ড সূর্য্য উজ্জ্বল কিরণ বিতরণ করিয়া
ানিদের মনঃ পরিমাণ করিতেছে। পিতঃ !
মিই মনুষ্যআত্মা অপার জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া
াহাকে অমূল্য দানে ও বিবিধ গুণে শোভিত করি-
াছ এবং তাহাকে অতুল ক্ষমতা ও অবিনশ্বর আশা
প্রদান করিয়া শক্তিশালী করিয়াছ। আমরা
তামার প্রসাদেই মহানন্দে জীবন যাপন করিতেছি।
তুমিই পান ভোজন বিধান করিয়া আমাদের পুষ্টি
র্দ্ধন করিতেছ। তুমিই নিদ্রাদানে শরীরের শ্রান্তি
র করিতেছ এবং ভবিষ্যতে কর্ত্তব্য সাধনার্থে তাহাকে
ব বলে বলীয়ান করিতেছ।

হে প্রেমাকর ! তুমি আমাদিগকে বন্ধুবান্ধব
প্রভৃতি প্রিয় ব্যক্তিগণে পরিবৃত করিয়া চিরকাল
লেবিত করিতেছ। ইহারা আমাদের অস্থির অস্থি
আত্মার আত্মা। নাথ ! তোমার প্রসাদেই এই

পার্থিব জীবনের সুখস্বরূপ স্নেহাস্পদ ব্যক্তিদিগকে বাহুবন্ধনে বক্ষে ধারণ করিয়া পরমানন্দে উল্লসিত হইতেছি। তোমার মঙ্গলকর নিয়মেই প্রীতির সুকোমল বন্ধনে স্বামী স্ত্রী প্রভৃতি প্রেমিকগণের মনোৎসাহিত অন্তঃকরণ আবদ্ধ করিতেছে এবং সুবিমল সুশীতল আলোকে উজ্জ্বলিত করিয়া তাহা হইতে কৃতজ্ঞতার পবিত্র সঙ্গীত নির্গত করিতেছে। তাহা হইতে প্রেম উৎপন্ন হইয়া, পরিবারকে মনোহর কুসুমে কুসুমিত করিতেছে এবং সুবিস্তীর্ণ হিতৈষণা ভ্রাতৃভাবে সমুদায় মনুষ্যজাতিকে আবদ্ধ করিয়া দূরস্থ প্রবাসীকেও আনন্দিত করিতেছে। এই যে গম্ভীর ধর্ম্মভাব তুমি আমাদিগকে দান করিয়া পরম করুণা প্রকাশ করিয়াছ আমরা ইহা দ্বারাই অন্ধকারাচ্ছন্ন সংসারে বাস করিয়া তোমার নির্ম্মল জ্যোতি অবলোকন করি। আহা কি আশ্চর্য্য! এই জ্যোতি কখনও নির্ব্বাণ হয় না, চিরকালই ইহা সমুজ্জ্বল নক্ষত্র তুল্য মনুষ্য অন্তরে কিরণ দান করে।

প্রভো! তোমার নির্ম্মল দৃষ্টিতে আমাদের কত ভ্রমই প্রকাশ পায়। আমাদের পূর্ব্বকৃত দোষ ও অন্তরস্থ অপবিত্র ভাব সংশোধনে প্রার্থনাকে

অনুশোচনার অশ্রুজলে মিলিত করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্যকার্য্য। আমরা তোমাকে ক্ষমা করিতে মিনতি করিব না এবং দোষের হেতু নিরাকরণ করিতেও প্রার্থনা করিব না কেননা আমরা জানি যে তাহা হইলে তুমি আমাদের অধিকার হরণ করিবে। কিন্তু আমরা এই প্রার্থনা করি যেন আমরা আপনাদিগকে মার্জ্জনা করিতে শিক্ষা করি। আমরা যেন নব মানসে উৎসাহিত হইয়া অনুতাপ জনিত অশ্রুবিন্দু সকল শুষ্ক করিতে পারি এবং দোষসম্ভূত কলঙ্কিত পদ নিষ্কলুষ শোধন করিয়া নূতনবলে জীবন পথে অগ্রসর হই।

হে করুণাকর! তুমি শোকরূপ বিষাদ জলে আমাদের মুখ বিকৃত করিয়া যে আত্মার বল পরীক্ষা কর তাহা তোমার নিকটে স্মরণ করি। আমরা যদিও এই সকল দুর্দ্দশার নিমিত্তে তোমাকে ধন্যবাদ করিতে ইচ্ছা করি না, যদিও আমরা উপযুক্তমত প্রার্থনা করিতে জানি না তথাপিও আমরা নিশ্চিন্ত আছি যে ইহাতেও তোমার উত্তম মানস প্রকাশ পায়। এবং যে সকল বিষয় আমাদের অল্পজ্ঞানে অমঙ্গল বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা হইতেও তুমি

সদাকাল মঙ্গলোৎপাদন করিয়া থাক। নাথ! তোমার সন্তানদিগের মধ্যে কেহই বিনাশশীল নহে। তুমি প্রত্যেকের উপকারার্থেই সকল পদার্থকে কার্য্য করিতে অনুমোদন কর। মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য ও বিষয়াতীত পরমোজ্জ্বল পরলোক নির্দ্দিষ্ট করিয়া কি অপার করুণাই প্রকাশ করিয়াছ। তুমি সেই স্থানে মনুষ্যদিগের মহান্ আত্মা পূর্ণ করিয়া সংগ্রহ কর। আমাদের পূর্ব্বে যে সকল প্রিয় ব্যক্তিরা সেই স্থানে গমন করিয়াছেন অজ্ঞানতা বশতঃ তাঁহা-দিগকে দূরস্থ বলিয়া বিবেচনা করি, কিন্তু তাঁহারা দূরস্থ নহেন। তাঁহারা অপরিবর্ত্তনীয় গৌরবে পরিবর্ত্তিত হইয়া সমধিক নিকটস্থ হইয়াছেন। তাঁ-হারা যে পথে গমন করিয়াছেন আমাদের অবশ্যই একবার সেই পথে যাইতে হইবে। তুমি কেবল আমাদিগকে আশা দিয়া ক্ষান্ত হও নাই, অমৃতের নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করিয়া আত্মাকে পুলকিত করিতেছ। তুমি আমাদিগকে অন্ধকার মধ্যে আলোক দান কর এবং নিরাশার মধ্যেও ভরসা দিয়া সন্তুষ্ট কর। যখন আমরা দুর্ব্বলতাবশতঃ বিনত হইয়া পড়ি, যখন আমাদের নয়নাদি ইন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ

হইয়া যায় এবং যখন আমরা এই পৃথিবীর নিতান্ত অনুপযুক্ত হই তখনও আমরা সেই অমৃতনিকেতনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আত্মাকে নির্ম্মল সুখে পূর্ণ করি।

পিতঃ! আমরা তোমাকে তোমার নিমিত্তেই ধন্যবাদ করি। তুমি সকল পদার্থের সার, আত্মার পরমাত্মা ও জীবনের জীবন। তুমিই আমাদের জনক জননী। এই বিশ্বে তোমার করুণা প্রত্যেক কার্য্যেই প্রকাশিত আছে। তুমি অপার প্রেম সহকারে প্রত্যেক পদার্থকেই ধারণ করিয়া রহিয়াছ

প্রভো! তুমি জ্ঞান, শক্তি, পবিত্রতা ও প্রেমের পূর্ণাকর। আমরা যেন তোমাকে যথার্থরূপে জানিতে পারি এবং তোমার প্রতি পূর্ণ প্রেম স্থাপিত করিয়া শোক ভয় হইতে পরিত্রাণ পাই। আমাদের আত্মাতে যেন তোমার স্বর্গীয় পবিত্র শক্তি উত্তেজিত হইয়া পরীক্ষা কালে জয় দান করে। যে সকল দুঃখ প্রকাশ্য ও অদৃশ্য ভাবে আমাদের উপর নিপতিত হয় তাহাদিগকে যেন বহন করিতে শক্তিশালী হই। এবং বল সহকারে শোক অতিক্রম করিয়া তোমার দিকে উড্ডীয়মান হই। তোমাকে যেন এইরূপ

প্রার্থনা করি যে আমাদের চিত্তপটে তোমার যে সকল বিষয় অঙ্কিত [illegible] তাহা যেন চিরজীবন প্রতি-পালন করিয়া আমাদের শক্তি সৌন্দর্য্যে মহীয়ান্ হইয়া আমাদের প্রকৃতি যেন দোষশূন্য হয়। আমরা যেন সকল কার্য্যেই তোমাকে লক্ষ্য করিয়া সমুদায় করি এবং সর্ব্বদা তোমার মঙ্গল ইচ্ছার প্রতি আমাদের ইচ্ছার যোগ দিয়া স্থির বিশ্বাস সহ তোমাকে প্রীতি করি। নাথ! পৃথিবীতে তোমার স্বর্গরাজ্য প্রচারিত হউক এবং স্বর্গতুল্য তোমার শুভ কামনা যাহাতে সম্পন্ন হউক।

অষ্টবিংশতি প্রার্থনা।

হে সর্ব্বজ্ঞ মহান্ পুরুষ! তুমি সকল স্থানেই সমভাবে বর্ত্তমান আছ। তুমি চেতন ও জীবিত পদার্থের জীবন স্বরূপ ও কারণের কারণ। আমরা জ্ঞান বুদ্ধি সহকারে তোমাকে ধন্যবাদ ও অর্চ্চনা করিয়া তোমার নিকটবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করি। যে সকল আনন্দ সম্ভোগার্থ আমাদিগকে দান করিয়াছ,

যে সকল কর্ত্তব্য আমরা সমুৎসুক চিত্তে সম্পন্ন করি-তেছি, যে সকল দুঃখ আমরা অকুতোভয়ে বহন করিতেছি এবং যে সকল প্রলোভন ধর্ম্মবলে অতি-ক্রম করিতেছি আমরা তন্নিমিত্তে তোমাকেই ধন্যবাদ করি। এই সমুদায় আমরা অন্তরে বিস্তীর্ণ করিয়া তোমার সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃপ্রভাবে দর্শনানন্তর যখন তাহাদের বিষয় আলোচনা করিব তখন যেন অন্তঃ-করণে তোমার অমৃতময় স্বর্গীয় ভাব উদয় হয়, এবং উপাসনার মহদ্ভাব, উপযুক্ত বল বীর্য্য সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যতে তোমার প্রীয়কার্য্য সাধনে যত্নশীল হই।

পিতঃ তুমি সদা কাল আমাদের সহবাস করি-তেছ। তুমি অসীম করুণা সহকারে আমাদিগকে এই পরম শোভাকর জগন্মণ্ডল প্রদান করিয়াছ। তুমি সুখাদ্য পরিপূর্ণ উর্ব্বরা ভূমিক্ষেত্র আমাদের পদতলে বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছ। আমাদের মস্তকোপরি সুবিস্তীর্ণ নভোমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া তাহাকে অপূর্ব্বালোকে রঞ্জিত করিয়াছ। তোমার আদেশেই চন্দ্রমা তাহার সুধাসিক্ত সুশীতল জ্যোতিঃসহ পরিভ্রমণ করিয়া রজনীকে পরিমাণ-

করিতেছে। এবং সূর্য্য তাহার কীরণ জাল বিস্তার করিয়া জনপূর্ণ পৃথিবীকে আলোকিত করিতেছে। তুমি উদ্ভিদ ও সচেতন জীবগণে জগতকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ। উদ্ভিদ সকল ফল পত্রে বিভূষিত বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীর অপূর্ব্ব শ্রীবর্দ্ধন করিতেছে, এবং জীবগণ পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মৎস্য, সরিসৃপ প্রভৃতি প্রাণিগণে বিভক্ত হইয়া জগতের রমণীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে।

হে কারণের কারণ! তুমি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি আত্মাকে মহদ্‌গুণে বিভূষিত করিয়া এই পরিদৃশ্যমান জগৎমধ্যে আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ পদে অভিষিক্ত করিয়াছ। নাথ! আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও অন্তঃকরণের নিমিত্তে তোমাকে ধন্যবাদ করি। তুমি যে সকল মনোবৃত্তি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছ; আমরা তদ্বারা সকল বস্তুর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছি। ঋতুর পরিবর্ত্তন সহ ভূমিখণ্ড বিবিধ কাম্য বস্তু দ্বারা আমাদিগকে সেবা করিতেছে; এবং সূর্য্য আলোক দানে উদ্যান ও শস্যক্ষেত্র তেজস্বী করিয়া আমাদের শরীরের পুষ্টি বর্দ্ধন ও মনের উন্নতি সাধন করিতেছে।

প্রভো! এই পৃথীবিতে জন-পূর্ণ নগরী মধ্যে কিম্বা কোন জনশূন্য বিরল প্রদেশে আমাদিগকে বিবিধ ব্যবসায় নিযুক্ত করিয়া কি অপার আনন্দই প্রদান করিয়াছ। গৃহে কিম্বা শস্যক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে কিম্বা আপণমধ্যে কিম্বা জলপ্রদেশে সকল স্থনেই আমাদের হস্ত উপযুক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তোমার সুচারু নিয়ম প্রতিপালন করিতেছে।

হে প্রেমকর! তুমি আমাদিগকে প্রেমাস্পদ বন্ধুগণ প্রদান করিয়া পৃথিবীকে কি রমণীয় স্থানই করিয়াছ। আমরা তাঁহাদিগকে জনক জননী; স্বামি স্ত্রী বন্ধু বান্ধব, ভ্রাতা ভগিনী, ও পুত্র কন্যা প্রভৃতি সুধাসিক্ত উপাধি দ্বারা প্রণয়স্বরে সম্বোধন করিতেছি। ইহাদের দ্বারা আত্মা এই পৃথিবীতে বিপুলানন্দ ভোগ করিতেছে। হা নাথ! যখন তুমি অসীমকরুণা সহকারে তাঁহাদের আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া, তাঁহাদিগকে এই পৃথিবী হইতে তোমার নিত্যধামে প্রেরণ কর, তখন তোমাকে এই বলিয়া ধন্যবাদ করা উচিত যে তাহারা কালকর্ত্তৃক বিনাশ পাইলেও তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর না, বরং সমধিক স্নেহ সহকারে উচ্চতর উন্নত লোকে স্থাপিত কর। হে করুণাকর! যদিও

তাঁহারা তখন আমাদের বাহুযুগল হইতে ছিন্ন হয়, কিন্তু তোমার অমৃতময় বাহুযুগল প্রাপ্ত হইয়া সমধিক আনন্দ সম্ভোগ করে। আহা! যেরূপ রোগ প্রতিকারার্থে মহৌষধ সৃষ্টি করিয়াছ, সেইরূপ দুঃখ দূর করিতে উপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছ। এই যে অনন্তলোক আমাদের উপরে অদৃশ্যভাবে বিরাজ করিতেছে ইহা দূরস্থ নহে। আমাদিগ হইতে কেবল একটী মৃত্যু দ্বারা বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে।

আমাদের বন্ধুগণ এই পার্থিব জীবনের চরমকালে, সেই স্বর্গরাজ্যে নবরূপে উপনীত হয়, এবং উন্নত গৌরবে প্রবেশ করিয়া নিত্যানন্দ সম্ভোগ করে। আহা! সেই অদৃশ্য ও অশ্রুতপূর্ব্ব মহানন্দ আমরা কি বর্ণন করিব। পরমোৎসাহিত অন্তঃকরণের উচ্চতর মহদ্ভাবেও তাহা কল্পনা করিতে সমর্থ হয় না।

প্রভো! আমরা তোমাকে শতশত ধন্যবাদ করি। তুমি তোমার অমৃতময় বাহুযুগল বিস্তার করিয়া সমস্ত জগৎ ধারণ করিতেছ, এবং তাহাকে চেতনাচেতন পদার্থ দ্বারা পূর্ণ করিয়া পরম রমণীয় করিয়াছ। যখন আমরা পৃথিবীতে বাস করিয়া ভাবিঘটনাসকল কিছুই জানিতে পারিনা ও এক নিমিষের

নিমিত্তেও জীবনকে বিশ্বাস করিতে পারি না, তখনও তোমার অনন্তশক্তি ও অসীম জ্ঞানের বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় আছি। তখনও আমরা ইহা জ্ঞাত আছি যে, তোমার অপার প্রেম পরিবর্ত্তিত না হইয়া ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাপী ও পুণ্যাত্মা সকলের উপরেই সমভাবে কিরণ দান করে। তুমি পরিপূর্ণ করুণা সহকারে সমস্ত জগত শাসন করিতেছ। তোমার প্রসন্ন চক্ষু স্থির-ভাবে সকলের উপরেই স্থিতি করিতেছ। তোমার বৃহৎ পরিবারে কোন সন্তানই বিনাশ পায় না। তুমি পিতৃমাতৃস্নেহে শোকসন্তপ্ত হৃদয়কে সন্তোষ সলিলে শীতল কর।

পিতঃ! তুমি যদিও আমাদের ধন্যবাদ শুনিতে আকাঙ্ক্ষা করনা তত্রাচ যখন আমরা তোমাকে ধন্যবাদ করি, যখন আমাদের অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতারসে পূর্ণ হইয়া প্রার্থনাসূচকসঙ্গীত ধ্বনি ধ্বনিত করিতে থাকে এবং যখন আমাদের কর্ত্তব্যকার্য্য ও জীবনের গৌরবান্বিত প্রধান লক্ষ্য স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়, তখন আমরা এই প্রার্থনা করি, যেন চিরজীবন আত্মাকে মহীয়ান্ করিয়া তোমাকে সেবা করিতে পারি। আমাদের অন্তরে যেন এইরূপ স্বর্গীয় জ্ঞান উদয় হয়, এইরূপ ভক্তি

উদ্দীপিত হয়, এবং এইরূপ স্থির বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে চিরজীবন তোমার নির্দ্দিষ্ট শারীরিক ও মানসিক নিয়ম পালন করিতে পারি। আমরা যেন পরিশ্রম সহকারে কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করিয়া, এবং প্রগাঢ় অধ্যবসায়ে শোক দুঃখ বহন করিয়া তোমার বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে সমর্থ হই। তোমার মঙ্গলরাজ্য আগমন করুক এবং তোমার শুভ কামনা পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়া সুখশান্তি প্রদান করুক।

ঊনত্রিংশ প্রার্থনা।

হে পরিপূর্ণ মঙ্গল পুরুষ! তুমি পূর্ণভাবে সকল স্থানেই বিরাজ করিতেছ। তুমি কাহা হইতেও দূরে বাস কর না। আমরা তোমার নিকট ধাবিত হইতে ইচ্ছা করি, এবং তোমার নিকটবর্ত্তী হইয়া এই প্রার্থনা করি যেন প্রার্থনার মহদ্ভাবে আত্মাকে মহীয়ান্ করিয়া কেবল উপাসনা সম্বন্ধীয় সঙ্গীত ধ্বনিতে নিযুক্ত না হই; কিন্তু চিরজীবন পরিশ্রম সহকারে তোমার প্রিয়

কার্য্য সাধনেতেও তোমাকে অর্চ্চনা করি। আমরা জ্ঞাত আছি যে তুমি আমাদের অন্তরোত্থিত প্রার্থনা কিম্বা ধন্যবাদসূচক গীতধ্বনি শ্রবণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করনা। আমাদের মন স্বভাবতঃ তোমার নিমিত্তে চিৎকার করিয়া উঠে। আমরা তোমার সহিত যোগ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি; এবং তোমার অত্যুজ্জ্বল স্বর্গীয় আলোকে আত্মাকে তেজস্বী করিয়া তাহাকে পবিত্র ও বলবান্ করিতে আমাদের বাসনা জন্মে।

পিতঃ! তোমার আদেশেই বসন্তকাল পুনরাগমন করিয়া বিহঙ্গ দলকে সম্বোধন করিয়া থাকে। গায়কদল তোমার করুণাবলে মহানন্দে বিচরণ করিয়া সঙ্গীতলহরিদ্বারা আমাদের শ্রবণবিবর চরিতার্থ করে। তোমার প্রসন্ন দৃষ্টিতে তরু-শাখা পুষ্প-কলিকাতে শোভিত হয়; তৃণপত্র হরিদ্বর্ণে ভূষিত হয়, এবং কুসুম সমূহ বিবিধ বর্ণে প্রস্ফুটিত হইয়া মঙ্গল চিহ্ন প্রদর্শন করে। আমরা তোমা হইতেই সুমন্দ সুশীতল বায়ু সেবন করি; তোমা হইতে আলোক প্রাপ্ত হইয়া সুখে গমনাগমন করি। তোমা কর্তৃক অন্ধকারাবৃত হইয়া পরমানন্দে নিদ্রা যাই; এবং যখন জাগ্রত হই, তোমার সহবাসেই কৃতার্থ হইয়া

থাকি। আমরা যে শ্রম সহকারে অন্নাচ্ছাদন আহরণ করিয়া পরমসুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি ও গৃহনির্ম্মাণ পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর নৈস-র্গিক ঘটনা হইতে পরিত্রাণ পাইতেছি, তাহাতেও তোমার করুণার চিহ্নই প্রকাশ পায়। তুমি জল, বায়ু, মৃত্তিকা ও চেতনাচেতন সমুদায় পদার্থেই ব্যবহার্য্য ও সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়া আমাদের সুখবর্দ্ধন করি-তেছ। প্রভো! এই সকল পদার্থ আমাদের সুখের নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়া শরীরের প্রতি অশেষ করুণা প্রকাশ করিতেছ, এবং আত্মাকেও উত্তমরূপে সুশিক্ষা দান করিতেছ। হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের আত্মাকে তোমার নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি আমাদিগকে ঐহিক ও পারলৌকিক বৃত্তিসমূহ প্রদান করিয়া শ্রেষ্ঠ লোকের উপযোগী করিয়াছ। আমাদের জীবনের মহদুদ্দেশ্য অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত করিতেছ। সত্য ও সৌন্দর্য্যের নিমিত্তে আমাদিগকে অসীম ক্ষুধা দান করিয়াছ। ভ্রাতৃবর্গের মঙ্গল সাধন ও তাহাদিগকে প্রেম করিতে গাঢ় ইচ্ছার সৃষ্টি করিয়াছ। তোমাকে পাইবার নিমিত্তে মহতী আশা প্রদান করিয়া অশেষ অনুকম্পা প্রকাশ করি-

য়াছ। পিতঃ! তোমাকে শতং ধন্যবাদ প্রদান করি। তুমি আমাদিগকে এই শেষোক্ত মহৎ প্রকৃতি দান করিয়াছ। ইহা দ্বারা আমরা বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য কার্য্য ও চরমে পরমানন্দের নিমিত্তে ব্যাকুল হইতেছি।

আমাদের মর্ত্ত্য জীবনের বিবিধ অবস্থা নির্দ্দিষ্ট করিয়া কি অসীম দয়াই প্রকাশ করিয়াছ। তুমি অনির্ব্বচনীয় করুণা সহকারে আমাদিগকে শিশু সন্তান দান করিয়াছ। আহা! তাহাদের সুচারু মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া ও সুধাসিক্ত অর্দ্ধোচ্চারিত বচন মাধুরি শ্রবণ করিয়া সমস্ত জগত উল্লাসে পরি পূর্ণ হইতেছে। তাহারা কুসুম কলিকাবৎ প্রতীয়মান হইয়া পিতামাতার স্নেহময় কোমল অন্তঃকরণে কি অভূতপূর্ব্ব আনন্দই উচ্ছাসিত করে। যে উন্নতিশীল সত্যরাজ্য আমাদের দ্বার দেশে সদাকাল বিরাজমান থাকিয়া কেবল প্রকাশিত হইবার নিমিত্তে অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে; ইহাদের শুভাগমনে আমরা তাহার ভরসাও প্রাপ্ত হইতেছি। যৌবন তোমা-হইতেই অপূর্ব্ব ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তোমার প্রসাদেই শ্রীসৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া অনুপম সুখ-ভোগ ও অসামান্য আশা প্রকাশ করিতেছে। নর-

নারীগণ প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইলে তুমিই করুণা করিয়া তাহাদিগকে যথোচিত শক্তিদান করিয়া থাক; এবং পরিবার ও সমাজ ও সমস্ত পৃথিবীর ভার তাঁহাদের হস্তে অর্পণ কর। প্রভো! তুমি এই পরিণত অবস্থায় পরিপক্ক শক্তি, উন্নতিশীল মন ও অসামান্য ক্ষমতা আমাদের শরীর রূপ মৃন্ময় পাত্রে সঞ্চিত করিয়া থাক; এবং তন্মধ্যে অমূল্যরত্ন স্বরূপ অবিনশ্বর আত্মাকেও কিয়ৎকালের নিমিত্তে বিশ্বাস করিয়া রাখ। তোমার মঙ্গলকর নিয়মেই বৃদ্ধের শিরোদেশ সম্মানের চিহ্নস্বরূপ শুভ্রবর্ণ কেশরাজিতে অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হয়। বর্ণদর্শনের ফলরূপ জ্ঞানধর্ম্ম দ্বারা তাহার অন্তঃকরণ কি অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করে। যে বিষয় শিশুরা কিছুই জানিতে পারেনা; যাহা যৌবনে উপলব্ধি করা যায়না সেই জ্ঞান প্রৌঢ়াবস্থায় পরিপক্ক হইয়া সার্থক পরিপূর্ণ হয়। হা প্রভো! তুমি আমাদিগকে কি আশ্চর্য্য ভাবে সৃষ্টি করিয়াছ, এবং পারিবারিক ও সামাজিক প্রেমের বন্ধনে শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য আবদ্ধ করিয়া কি অনুপম দয়া প্রকাশ করিয়াছ। প্রভো! আত্মার অমৃত নিকেতন স্বরূপ সমুজ্জ্বল

পরলোকে সকল মনুষ্যকেই ধূলিময় শরীর হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া যাইবে। তুমি তোমার পুত্রকন্যা-দিগের নিমিত্তে যেরূপ পরম শোভাকর গৌরবান্বিত গৃহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ তাহা এই স্থানে থাকিয়া আমরা দর্শন করিতে পারি না; শ্রবণ করিতে পারিনা, এবং অন্তঃকরণে উপলব্ধি করিতেও সমর্থ হই না। উত্তম মনুষ্যেরা তোমার করুণাবলে আমাদের পূর্ব্বেই সেই পরম রমণীয় দিব্যধামে গমন করিয়াছেন। তুমি যে সকল শিশু সন্তান আমাদিগকে দান করিয়াছ তাহারা পৃথিবী হইতে প্রস্থান করিলে তুমি সেই অমৃত নিকেতনে লইয়া গিয়া তাহাদিগকেও পরমানন্দ দান কর। শিশু, যুবা, পরিণত বয়স্ক কিম্বা বৃদ্ধ যাঁহারাই এই স্থান হইতে প্রস্থান করেন তুমি সকল-কেই সেই নিত্যধামে সংগ্রহ কর। অভিনব সদ্য জাত শিশু কিম্বা দীর্ঘজীবি প্রাচীনের শিরোদেশ অমৃতের পরম রমণীয় মুকুট শোভায় শোভিত করিয়া উভয়কেই ভূমানন্দ দানে কৃতার্থ কর।

প্রভো! তুমি সর্ব্বশক্তিমান্; সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ ও ন্যায়বান্ পরম পদার্থ; তুমি অন্তর ও বাহ্য জগতে অবিনশ্বর, পরলোকে পূর্ণভাবে বিরাজ করি-

তেছ। তুমি সকল পদার্থের সার, চেতনের চেতন ও আত্মার আত্মা। তুমি সমস্ত জগত প্রসন্ন হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া রক্ষা কর, এবং প্রশান্ত প্রকৃতি ধীর মনুষ্যদিগের বিশুদ্ধ আত্মা পূর্ণ কর। তোমার অজ্ঞাত সারে একটী ক্ষুদ্র বিহঙ্গও নভোমণ্ডলে বিচরণ করে না, এবং একটী পতঙ্গ ও ভূমিতলে নিপতিত হয় না। নাথ! তুমি এরূপ দয়াবান্ যে একটী পতঙ্গের মঙ্গলার্থেও নৈসর্গিক ঘটনা উত্তম নিয়মে শাসন কর। হে পরম পিতা পরমেশ্বর! আমরা তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, আমাদের অন্তরে এইরূপ প্রেম উদিত হউক; এইরূপ ভক্তি ও পবিত্র বিশ্বাস বদ্ধমূল হউক, যেন আমরা সংসারকে যথোপযুক্তরূপে ব্যবহার করিয়া তোমার সুচারু মানস সম্পন্ন করিতে পারি। নিত্য কর্ম্মে হস্ত যেন পবিত্র থাকে, এবং অন্তঃকরণ নিস্কলঙ্ক হয়। আমরা যেন সত্যকে আলিঙ্গন করিয়া, দয়াকে প্রেম করিয়া, শান্তভাবে তোমার সহিত ভ্রমণ করি যখন আমরা পার্থিব সুখে পূর্ণ হই, তখন যেন বদান্য হইয়া দরিদ্রকে অর্থদানে সন্তুষ্ট করি। আমাদের শক্তি যেন শক্তিহীনের হিতের নিমিত্তে ব্যবহৃত হয়। আমরা পতিতকে

যেন উদ্ধার করিতে পারি। আমরা যেন অন্ধের চক্ষু ও খঞ্জের চরণের কার্য্য সম্পন্ন করি, এবং সেই সকল দুর্ব্বিগাহ বিষয়ের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই ; যাহা এইক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারি নাই। হা প্রভো! যখন আমাদের অন্তঃকরণ দুঃখরূপ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে বিদীর্ণ হয় ; যখন ভয়ঙ্কর রোগে আমাদের বলবীর্য্য বিনাশ করে ; যখন ধনাগার কোন দুর্ঘটনা বশতঃ শূন্য হইয়া যায়, এবং যখন হৃদয়াধিক প্রিয় বান্ধবেরা চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হয়, তখন যেন আমাদের অন্তর একেবারে ভগ্ন না হয়। তখনও যেন অমৃত নিকেতনের মহতী আশা অন্তঃকরণে উদ্দীপিত হইয়া উৎসাহ শিখা দিন দিন বর্দ্ধিত করিতে থাকে। হে পিতঃ! আমরা যেন তোমাকে সর্ব্বজ্ঞ ও পূর্ণমঙ্গল বলিয়া বিবেচনা করি। আমাদের প্রীতি যেন পূর্ণ-রূপে উদ্দীপিত হইয়া ভীরুতাকে একেবারে দূর করে। এবং আমাদের বিশ্বাসরূপ বসন্তকাল অন্তরে উদয় হইয়া আত্মাকে ফুলে পত্রে বিভূষিত করিয়া সত্যরূপ অমৃত ফল প্রসব করে। আমরা যেন গৌরব হইতে গৌরবে সমুন্নত হইয়া তোমার মনোহর আকৃতি প্রাপ্ত হই, এবং এই পৃথিবীতেও তোমার সত্যস্বরূপ সূপ-

বিত্র মঙ্গলরাজ্যে প্রবেশ করিয়া সুখশান্তি সম্ভোগ করি। নাথ! তোমার মঙ্গল রাজ্য শীঘ্রই পৃথিবীতে প্রচারিত হউক, এবং তোমার শিবকামনা সকলকেই শান্তি সলিলে সুশীতল করুক।

ত্রিংশ প্রার্থনা।

হে পরম পিতা পরমেশ্বর! তুমি আমাদের চতুর্দ্দিগস্থ সমস্ত পদার্থেই সদাকাল বিরাজ করিতেছ। আমরা তোমাকে কিয়ৎকালের নিমিত্তে অন্তঃকরণে উপলব্ধি করি, এবং তোমার আশ্রয়ে বাস করিয়া তোমার প্রসাদে জীবন ধারণ করিতেছি; ইহা স্মরণ করিয়া কৃতার্থ হই। তোমার বর্ত্তমানতা অন্তঃকরণে উপলব্ধি করিয়া জীবনের কার্য্য দর্শন করিবার সময়ে যেন বৈষয়িক কার্য্যের বিষয় গণ্ডগোল; জন-পূর্ণ নগরীর ভয়ঙ্কর জনরব ও সংসারের কোলাহল ধ্বনি প্রার্থনার সহ মিলিত হয়, এবং আত্মা উচ্চতর স্বর্গীয় ভাবে উন্নত হইয়া তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা

সূচক পবিত্র সঙ্গীতে পরিণত করে। নাথ! তুমি আমাদের অন্তরে বাহিরে সম্মুখে পশ্চাতে সকল স্থানেই অবস্থিতি করিতেছ; কিন্তু আমরা এমনই পাষণ্ড তোমাকে দূরস্থ বিবেচনা করিতেছি। আমরা তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, অন্তরস্থ মহদ্ভাব উন্নত হইয়া আমাদিগকে তোমার নিকট আকর্ষণ করে।

হে প্রভো! চন্দ্র তোমার আদেশেই তাহার মনোহর রূপ লাবণ্য সহ নক্ষত্র সমভিব্যাহারে রজনীকে সুশীতল কীরণজালে বিভূষিত করিয়া নভোমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে।

তোমারই প্রসাদে সূর্য্য সুমন্দ বায়ু সেবিত সুস্নিগ্ধ প্রাতঃকালে নবরূপ ধারণ করিয়া পূর্ব্বদিগ রক্তিমবর্ণে সুরঞ্জিত করিতেছে, এবং তৎপরে আলোকাভিলাষী মৃত্তিকাপরে সুবর্ণদিবস প্রদান করিয়া তাহাকে অনুপম শোভায় শোভমান করিতেছে। শ্যামল পত্র পুঞ্জে বিভূষিত ও সুগন্ধযুক্ত রমণীয় কুসুমে সুবাসিত তরুশাখা তোমার অসীম মহিমা বলেই নবনব জীবনে পূর্ণ হইতেছে। কৃষকগণ তোমার করুণাতেই ক্ষেত্রোপরি বীজবপন করিতেছে, এবং তদুৎপন্ন শস্যের

প্রত্যাশা করিয়া মহানন্দে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। তুমিই জলরাশি জীবগণে পূর্ণ করিয়াছ! তুমিই পক্ষিগণের সুললিত তানে নিকুঞ্জকানন রমণীয় করিয়াছ; এবং তোমার দ্বারাই ভূমিখণ্ড সদ্য প্রসূত পতঙ্গগণের গুনগুন রবে ধ্বনিত হইতেছে। হা প্রভো! এইরূপ রমণীয় কালে তোমাকে কে ধন্যবাদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে। যখন বৃক্ষগণও তাহাদের হস্তোত্তোলন করিয়া তোমাকে আরাধনা করে, এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র কুসুমও প্রস্ফুটিত হইয়া ও প্রত্যেক বিহঙ্গমও আকাশে বিহার করিয়া কেহবা গন্ধ উপহারে কেহ বা সুমধুর তানে তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। পিতঃ! তোমার সত্ত্বা স্পষ্টাক্ষরে সমস্ত বিশ্বে প্রকাশিত রহিয়াছে; স্বর্গ মর্ত্ত্য সমুদায় স্থানই তোমার বর্ত্তমানতাশক্তি ও প্রেমের যথার্থ সাক্ষ্য দান করিতেছে।

প্রভোঃ! এই বলিয়া তোমাকে সমধিক ভক্তি সহকারে ধন্যবাদ করি যে, তুমি তোমার বর্ত্তমানতার দ্বারা আমাদের অন্তঃকরণে চিরবসন্ত শোভার আবির্ভাব করিয়াছ। তোমার সত্যসূর্য্য কখন কোন রজনী দ্বারা অস্তমিত হয় না। তাহার পরম পবিত্র বিশুদ্ধ

কীরণ অন্তরে প্রতিভাত হইয়া পাপান্ধকার দূর করিয়া মনুষ্যদিগকে তোমারদিকে সমুন্নত করে। তোমার প্রসাদে মহদ্ভাবসকল পুরুষে পুরুষেই মনুষ্যজাতি মধ্যে নবরূপে সমুৎপন্ন হইতেছে। ন্যায় কখনও শ্রান্ত হইতেছেনা, এবং সত্য কখনও পতিত হইতেছে না। তোমার করুণা দ্বারাই হিতৈষিণী দূর দেশেও বিস্তীর্ণ হইয়া বিভ্রান্ত পথিকদিগকে গৃহে আনয়ন করিতেছে, পতিতকে উদ্ধার ও রোগীকে আরোগ্য করিতেছে, এবং দয়াবলে অন্ধের চক্ষু ও খঞ্জের পদের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। বিগত যুগে শান্তপ্রকৃতি ধীরেরা যে স্বর্গীয়ভাবে উত্তেজিত হইয়া ছিলেন, তাহা তোমার প্রসাদে অন্তঃকরণে নবরূপে উৎপন্ন হইয়া আমাদিগকে তোমারদিগে আকর্ষণ করিতেছে; এবং নিরূপম গৌরবের আশা প্রদান করিয়া চিরজীবন শান্তিদানে পুলকিত করিতেছে।

হে করুণানিধান, বিশ্ববিধান বিধাতা পুরুষ! আমরা তোমার করুণাবলেই নির্ম্মিৎসা প্রাপ্ত হইয়া গৃহনির্ম্মাণ কৌশলে শিক্ষা করিয়াছি। তোমার বলেই বলিয়ান্ হইয়া অন্নাচ্ছাদন আহরণ পূর্ব্বক শরীরের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছি। তুমি আমাদের

অবিনশ্বর আত্মাকে পরিবর্ত্তনশীল জড়ের সহিত সংযোগ করিয়া পরম রমণীয় কৌশল প্রকাশ করিয়াছ। আমরা পরিশ্রম সহকারে যে সকল কার্য্য করিতেছি, তদ্দ্বারা আমাদের হস্ত সুচতুর হইতেছে ; মন উন্নতি-শীল হইতেছে, এবং ন্যায়পরতা মার্জ্জিত হইয়া তোমার সুচারুনিয়ম পালন করিতে সদুপদেশ প্রদান করিতেছ। ফলতঃ নাথ! আমরা যে ইহা দ্বারা কেবল সুখাদ্য আহরণ করিয়া শরীর ধারণ করিতেছি এমত নহে ; আত্মার আহার স্বরূপ সদ্‌জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াও উত্তরোত্তর তাহার উন্নতি সাধন করিতেছি।

পার্থিব কর্ত্তব্যতা ও প্রলোভনের বিষয় তোমার নিকটে স্মরণ করি। প্রভো! যৌবনকালের ভয়ঙ্কর উত্তেজনার সময়ে আমরা এই প্রার্থনা করি যে, ন্যায়-পরতা তাহার পবিত্র জ্যোতি দ্বারা আমাদের জীবন পথ এইরূপ আলোকিত করুক, যেন কোন মতেই আমরা পতিত না হই ; এবং কোন মতেই রিপুর মোহিবি জালে আবদ্ধ হইয়া বিনাশ না পাই। যখন দম্ভ আসিয়া মনুষ্যকে প্রলোভিত করে, তখন যেন আমরা ধর্ম্মের মহদ্‌বলে বলবান্ হইয়া সেই পরম শত্রুকে পরাজয় করিয়া মহাগৌরব লাভ করিতে

পারি। যখন আমরা দুর্ব্বল ও দরিদ্র হই, তখনও যেন জ্ঞানধর্ম্ম ও শক্তির মূল আমাদের স্মরণ থাকে; এবং যখন আমরা বলবান্, ধনী ও জ্ঞানী হই, তখন যেন দরিদ্র দুর্ব্বল ও পাপীর প্রতি যথোচিত কর্ত্তব্যতা আমাদের স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। আমরা দয়াকে সহচর করিয়া আত্মবৎ সকলকেই যেন প্রেম করি; এবং যেমন পাপ করিলে তোমার নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করি, সেইরূপ যেন অন্য মনুষ্যের দোষ দেখিয়া তাহাকে মার্জ্জনা করি। হে অসীম প্রেম জলধি! তোমার প্রসাদেই আত্মার নিকটবর্ত্তী প্রেমাস্পদ ব্যক্তিগণ সহ স্নেহের কমনীয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছি। তাঁহাদের দর্শনমাত্রে কি অদ্ভুত পূর্ব্ব আনন্দই উৎপন্ন হয়। তাঁহারা যখন দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া দূরদেশে বসতি করেন, তখন মন তাহার প্রেমময় তাড়িতবন্ধনে সেই দূর দেশকে নিকটবর্ত্তী করিয়া তাহাদিগকে বিলোকন করত কিপ্রকার হর্ষ-সুখ অনুভব করে। আমরা তাঁহাদিগকে আত্মার সহিত প্রেম করি, তাঁহারাও তদ্ বিনিময়ে আমা-দিগকে প্রীতিউপহার প্রদান করেন। হা নাথ! এই কোলাহলপূর্ণ সংসারে তুমি এইরূপ সুখশান্তি প্রদান

করিয়া কি রমণীয় ভাবই প্রকাশ কর। আহা! এই বন্ধুগণ আমাদের দৃষ্টি হইতে অন্তর্হৃত হইয়া যখন মানবলীলা সম্বরণ করেন তখন যদিও দুর্ব্বলতা বশতঃ তোমাকে ধন্যবাদ করি না, কিন্তু তোমার প্রসাদে ইহা অবগত হই যে, তাঁহারা আমাদিগ হইতে প্রস্থান করিয়া তোমার অমৃত ক্রোড়ে গমন করেন; অন্ধকার হইতে তোমার অনির্ব্বচনীয় পবিত্র আলোক প্রাপ্ত হন, এবং বিনাশশীল সংসার পরিত্যাগ করিয়া অক্ষয় নিকেতনে প্রবেশ করেন। হে পিতঃ! তোমার নিকট এই প্রার্থনা যে, প্রত্যেক দুর্ঘটনার মধ্যে যেন বিশ্বাসের সহিত কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করি। আত্মা যেন তোমার সহিত যোগদানে পবিত্র হয়, এবং প্রগাঢ় অধ্যবসায়ে পরিশ্রম ও দুঃখবহ ব্যাপার সহ্য করিয়া উত্তরোত্তর মহৎ হইতে মানব উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করে। আমাদের অন্তরবাহ্য সকলই যেন তোমার পবিত্র নেত্রে দোষ শূন্য দৃশ্যমান হয়। আমরা সদাকাল যেন তোমাকে লক্ষ্য করিয়া তোমার নিমিত্তে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করি। নাথ! তোমার মঙ্গল রাজ্য শীঘ্রই আগমন করুক,

এবং তোমার শিবকামনা বসুধাকে শান্তি সলিলে প্লাবিত করুক।

একত্রিংশ প্রার্থনা

হে পরিপূর্ণ মঙ্গল পুরুষ! তুমি দিবারাত্রি সকল সময়েই সকল স্থানে বর্ত্তমান আছ। আমরা তোমাকে অন্তঃকরণে লক্ষ্য করিয়া তোমার নিকট ধাবিত হই। যেমন তুমি আমাদের অন্তরতম প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া চিরকাল আমাদিগকে রক্ষা কর, আমরাও যেন সেইরূপ তোমাতে বাস ও আত্ম সমর্পণ করিয়া চিরজীবন প্রেমানন্দে যাপন করি। আমরা তোমার চিরাধীন ভৃত্য, অতএব তোমার নিকটে সুখ দুঃখ স্মরণ করিয়া উপাসনা কালে নব বলে বলীয়ান্ হইয়া যাবজ্জীবন তোমাকে সেবা করি। হে পরমজননী! তুমি আমাদের শরীর ও আত্মার জনক জননী। তুমি সদাকাল আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ কর। তোমার প্রসন্ন চক্ষু কখন মুদিত কিম্বা

নিদ্রা দ্বারা অভিভূত হয় না। চিরকালই তাহা আমাদের উপর স্থিরভাবে স্থিতি করে। আমরা যেন তোমাকে বর্ত্তমান দেখিয়া অন্ধকার জ্যোতির্ম্ময় করিতে পারি; অপবিত্রকে পবিত্র করিতে পারি, এবং ধর্ম্মবলে আত্মাকে বলবান্ করিয়া সত্যসুন্দর ও পূর্ণ রূপে তোমাতে আত্ম সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হই। হে পরমপিতা পরমেশ্বর! তুমি আমাদের চতুর্দ্দিকে পদার্থ পূর্ণ জড় জগত সৃষ্টি করিয়া কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশ করিয়াছ। তোমার প্রসাদে ঋতু সকল আগমন করিয়া বিবিধ সুখ প্রদান করিতেছ। তুমি চেতনাচেতন পদার্থ সমূহে এই পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ। তোমার অসীম করুণা-বলেই উদ্ভিদ্ সকল প্রত্যেক স্থানে উৎপন্ন হইয়া ভূমির স্কন্ধদেশ সুশোভিত করে, এবং কুসুম সকল তরু শাখায় ও তৃণসমূহে প্রস্ফুটিত হইয়া রমণীয় শোভা সম্পাদন করে। তুমিই পৃথিবীতে শস্যরাজি উৎপন্ন করিয়া মনুষ্যের বুভুক্ষা নিবারণ কর, এবং তৃণরাশি দ্বারা উদ্ভিদ ভোজী জন্তুদিগের সুখবর্দ্ধন কর। তুমি বর্ষাকালে অন্তরিক্ষ হইতে অপর্য্যাপ্ত জলধারা দান করিয়া, এবং সদাকাল বায়ু ও বৃষ্টি

কার সহিত সমুচিত উত্তাপ সংযোগ করিয়া মৃত অচেতন পৃথিবীকে উদ্ভিদ রাজ্যে পরিবর্ত্তন কর। তোমার প্রসাদে জন্তু সকল পরমানন্দে আহার বিহার করিতেছে। মৎস্য সকল সমুদ্রগর্ভে গমনা গমন করিতেছে, এবং বিহঙ্গমগণ নভোমণ্ডলে বিচরণ করিয়া ললিত তানে তোমার অসীমগুণ কীর্ত্তন করিতেছে। নাথ! তুমি প্রত্যেক জীবের আহারের নিমিত্তেই খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ। তোমার অসীম করুণা কখনও সমাপ্ত হয় না, এবং তোমার বদান্যতা কখনও শেষ হইতে পারে না। তুমি সুখাদ্য দানে মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি প্রত্যেক জীবের তৃপ্তি সাধন কর, এবং গৃহাচ্ছাদন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রদান করিয়া সকলের রক্ষণাবেক্ষণ কর। প্রভো! তুমি এই পৃথিবীতে জীব শ্রেষ্ঠ মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়া কি মহিয়সী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছ। পরিশ্রম ও কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনার্থে তুমি তাহাকে অতুল শক্তি দান করিয়াছ। তোমার সত্য সূর্য্যের পরম পবিত্র কিরণে তাহার ন্যায়পরতা সমুজ্জ্বল হয়। হা নাথ! আমরা তোমা হইতে যে প্রেম প্রাপ্ত হইয়াছি

তাহা প্রথমে অভিন্নাত্মা দম্পতি হইতে উৎপন্ন হয়, পরিশেষে বিস্তীর্ণ হইয়া উত্তরোত্তর সকলকেই আনন্দময় প্রেম শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। তোমার অসীম অনুকম্পা বলেই আত্মা সমুন্নত হইয়া তোমাকে জানিতে পারিতেছে, এবং তোমার বর্ত্তমানতা ও বিশুদ্ধ প্রেম উপলব্ধি করিয়া পবিত্র সুখ সম্ভোগ করিতেছে। হে পিতঃ! আমরা তোমার নিমিত্তেই তোমাকে ধন্যবাদ করি। তোমার পিতৃ মাতৃ স্নেহ সমুদায় নৈসর্গিক কার্য্যেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তুমি ক্ষুদ্রতম জীবেরেও আহারীয় বস্তু দান করিয়া পরিতৃপ্ত কর, এবং মনুষ্যের আত্মাকে তোমার পরম পবিত্র প্রীতি সুধা পান করাইয়া কৃতার্থ কর। আমরা নিদ্রিতই থাকি কিম্বা জাগ্রতই হই সাংসারিক দুর্ঘটনায় মন নিস্তেজই থাকে কিম্বা অকৃত্রিম প্রণয়ের বিশুদ্ধ আনন্দে উত্তেজিতই হয়, তুমি সকল সময়ে সকল অবস্থাতে আমাদিগকে পরম পবিত্র মাতৃ স্নেহে প্রতিপালন কর, এবং তোমার অনন্ত মঙ্গলের পূর্ণ ভাবে আমাদিগকে সকল আপদ হইতে রক্ষা কর। নাথ! পাপরূপ গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইলে যখন আমরা সত্যপথ পরিত্যাগ করিয়া

কুপথে গমন করি, তখনও তোমার অনুপম মাতৃ স্নেহ আমাদিগকে পরিত্যাগ করে না। তখনও তুমি তোমার অমৃতময় বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া আমাদিগকে ফিরাইয়া আন, এবং ধর্ম্মবলে জ্ঞানী ও পবিত্র করিয়া অমৃত নিকেতনে লইয়া যাও।

আমাদের অন্তর্বাহ্য সমুদায়ই তোমার নিকটে স্মরণ করি। এবং এই প্রার্থনা করি যেন তোমার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া আমাদের জীবন দোষশূন্য ও মহৎ হয়। আমাদের আত্মা এইরূপ স্বর্গীয় পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ হউক যে তোমার অনন্ত শক্তি জ্ঞান ও প্রেম হৃদয়ঙ্গম করিয়া যেন চির জীবন তোমার মঙ্গল আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারি। তুমি যে সকল নিয়ম আমাদের শরীর ও আত্মার উপরে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছ, তাহা যেন কখনও অবমাননা না করি। আমরা যেন সুপবিত্র সৌন্দর্য্যে জীবনে চিরকাল তোমার অর্চ্চনা করি, আমাদের অন্তঃকরণে পরম রমণীয় বসন্তকাল সমাগত হইয়া আত্মাকে ধর্ম্মরূপ মনোহর কুসুমে যেন সুসজ্জিত করে, এবং আমাদের অন্তঃকরণ এইরূপ স্বর্গীয় ভাবে পবিত্র হয়, যেন চিরজীবন কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন,

করিয়া তিতিক্ষাবলে মহীয়ান হই। নাথ! আমাদের পার্থিব জীবন সমাপ্ত হইলে যখন তুমি আমাদিগকে তোমার স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইবে, তখন তোমার করুণাবলেই গৌরব হইতে উন্নত গৌরব ও আনন্দ হইতে উচ্চতর আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখ সম্ভোগ করিব। তোমার মঙ্গল রাজ্য শীঘ্রই সমাগত হউক এবং তোমার শিবকামনা পৃথিবীতে স্বর্গ তুল্য সুখশান্তি প্রদান করুক।

দ্বাত্রিংশ প্রার্থনা।

হে পরম পিতা পরমেশ্বর! তুমি সদাকাল আমাদের নিকটে আছ। আমরা যেন তোমার নিকটবর্ত্তী হই। তোমাকে অন্তঃকরণে উপলব্ধি করিয়া জীবনের অবস্থা সকল স্মরণ করি। আমরা এমনই দুর্ব্বল ও আমাদের অবস্থা এমনই পরিবর্ত্তনশীল যে কখন আমরা সাংসারিক সুখে উচ্ছ্বসিত হইতেছি, কখন দুঃখ ভরে অবনত হইতেছি, কখন বা

পাপান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া তোমার মঙ্গলকর নিয়ম লঙ্ঘনজনিত মহাক্লেশে পতিত হইতেছি। নাথ! তুমি এমনই ন্যায়বান্ ও পরম দয়াল পিতা যে, ইহার মধ্যেও দয়াবলে আমাদিগকে তোমার নির্দ্দিষ্ট সৎকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বিপুলানন্দ প্রদান কর। পিতঃ! তুমি মনুষ্যদিগকে কতপ্রকার বস্তু দান করিয়া সুখী করিয়াছ। তোমার প্রসাদেই শস্য ক্ষেত্র মনোহর ভূষণে সুশোভিত হইতেছে, এবং তোমার সমুজ্জ্বল প্রেম জ্যোতি সহকারে সুসজ্জিত হইয়া পরম রমণীয় হইতেছে। জন্তুগণের আহারার্থে প্রত্যেক স্থানেই তৃণ রাশি উৎপন্ন হইতেছে, এবং উর্ব্বরা ভূমিখণ্ডে কৃষকেরা শ্রম সহকারে শস্য রাজ্য প্রাপ্ত হইতেছে। নাথ! কর্ষিত ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইলে তোমার করুণাবলেই তদুৎপন্ন শস্যাঙ্কুর নবরূপ ধারণ করিয়া কৃষকের অন্তঃকরণে এইরূপ ভবিষ্যৎ আশা প্রদান করে যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহারা সুখাদ্য উৎপাদন করিয়া তাহার পরিশ্রমের সমধিক পুরস্কার দান করিবে। প্রভো! তুমি এমনই মঙ্গলময়, আকাশ হইতে জলধারা বর্ষণ করিয়া তন্মধ্যেও অদৃশ্যভাবে শস্যোৎপত্তির মূলকারণ নির্দ্দিষ্ট

করিয়া থাক। পিতঃ! তুমি প্রত্যেক সৃষ্টপদার্থের প্রতি অপার প্রেম বিতরণ কর। তুমি প্রত্যেক জলধি হইতে জলদ জালকে পোষণ কর। তুমি কুসুম সকল গিরিগুহায় উৎপন্ন করিয়া পরম শোভা সম্পাদন কর। মাংসাভাবে শ্বাপদগণ ক্ষুধিত হইলে তাহাদের খাদ্য সামগ্রী বিধান কর। তুমি প্রস্ফুটিত কমল দলকে সুসজ্জিতা রাজমহিষী হইতেও মনোহর ভূষণে ভূষিত কর। তুমি এই সকল বিনাশশীল বাহ্য বস্তুর রূপ লাবণ্য প্রকাশ করিয়া আপনার অনন্ত করুণাই ব্যক্ত কর। হা নাথ! তোমার দয়া কে বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে। তাহা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমুদায় পদার্থের উপর সমভাবে বিকীর্ণ হইতেছে। তুমি ঘূর্ণায়মান বৃহত্তর গ্রহ নক্ষত্রদিগকে ধারণ করিয়া আছ, এবং ক্ষুদ্র বিহঙ্গের চরমাবস্থাও সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ কর।

প্রভো! তোমা হইতে আমরা উচ্চতর গৌরবান্বিত মানব প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করিতেছি। তুমিই আমাদের শরীরকে অত্যাশ্চর্য্যরূপে নির্ম্মাণ করিয়া বিবিধ কার্য্যের উপযুক্ত করিয়াছ, এবং তন্মধ্যে জ্ঞানশীল আত্মাকে স্থাপন করিয়া

অনির্ব্বচনীয় সংযোগ বিধান করিয়াছ। নাথ ! আমাদিগকে এই শ্রমশীল ও দূরদর্শী মন প্রদান করিয়া কি অপার করুণাই প্রকাশ করিয়াছ, আমরা ইহা দ্বারা পৃথিবীর উপর ইচ্ছানুরূপ রাজ্য স্থাপন করিতেছি ; জল বায়ুকে আমাদের মানস সংসাধনে বাধ্য করিতেছি; সচঞ্চলা চপলাকেও পোষণ করিতে সমর্থ হইতেছি, এবং দিবস ও রজনীতে সূর্য্য ও নক্ষত্র দ্বারা সময়ের পরিমাণ করিয়া রীতিমতে স্বকার্য্য সাধন করিতেছি। এই মন হইতেই আমরা ব্যবহারোপযোগী শিল্প শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া পৃথিবীতে অপর্য্যাপ্ত সুখ লাভ করিতেছি, এবং সমুর্ব্বরা ভূমিখণ্ড ও নক্ষত্র শোভিত বিচিত্র গগণমণ্ডল হইতে বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় সত্যকুসুম আবিষ্কার করিয়া তোমার অচিন্ত্য মহিমা কথঞ্চিৎরূপে ব্যক্ত করিতেছি। হে বিশ্বপতে ! তোমা হইতে আমরা সুনির্ম্মল নীতি জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি ; এবং তোমার প্রসাদেই তাহা সত্য ও পবিত্রতালাভে সমুৎসুক হইতেছে। তুমিই তোমার সুগভীর ন্যায়ভাবে আমাদের ন্যায়পরতা পরিপূর্ণ করিয়াছ। তোমার চিরপ্রজ্বলিত অপরিবর্ত্তনশীল সত্যপ্রদীপে আমাদের জীবনপথ সমুজ্জ্বল

হইতেছে; এবং আমরা তৎপ্রভা সহকারে তোমার সত্যসুন্দর মঙ্গলাদেশ স্পষ্টরূপে দর্শন করিয়া এই পৃথিবীতেই সৎকার্য্য সাধনে শক্তিশালী হইয়াছি। হে প্রেমসিন্ধো! তোমার সুবিমল প্রেমবিন্দু পরিবার মধ্যে বিরল ভাবে নিপতিত হইয়া প্রথমে দম্পতির প্রস্ফুটিত হৃদয় কুসুমসিক্ত করে। তাহা হইতেই শিশুগণ উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীকে শৈশবানন্দে পরিপূর্ণ করে, এবং পরিশেষে তাহারা প্রগাঢ়বুদ্ধি নরনারীগণে সমুন্নত হইয়া জগতের রমণীয়তা সম্পাদন করে। আমরা তোমার সেই নিঃস্বার্থ প্রেমের নিমিত্তে তোমাকে ধন্যবাদ করি, যে প্রেম পরিশ্রম সহকারে দীনের সাহায্য দান করিতেছে, যাহা অন্ধের চক্ষু, খঞ্জের পদ, অজ্ঞের জ্ঞান স্বরূপ, এবং যাহা দৃঢ় শৃঙ্খলাবদ্ধ দাসকে স্বাধীনতা দান করিয়া ও অন্ধকারাবৃত মনুষ্যকে আলোকদানে প্রফুল্ল করিয়া জগতে সভ্যতা প্রচার করিতেছে।

হা নাথ! বুদ্ধি, ন্যায়পরতা ও প্রেমের কুসুম-স্বরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রবৃত্তি আমরা তোমা হইতে লাভ করিয়াছি। তোমার প্রসাদেই ইহা হইতে আমরা সহজজ্ঞানে তোমাকে জানিতে পারিতেছি। ইহা

দ্বারাই তোমার বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করিয়া প্রেমানন্দে মগ্ন হইতেছি, এবং তুমি তোমার সুবিমল করুণাবিন্দু বর্ষণ করিয়া আমাদের বিকশিত হৃদয়পদ্ম সিক্ত করিতেছ ও সদাকাল মাতৃপিতৃবৎ উত্তেজিত প্রেমালোকে উজ্জ্বল করিয়া তাহাকে প্রফুল্ল করিতেছ। হে অনন্ত শক্তির উৎস! মনুষ্যদিগকে কি অনুপম শক্তিই দান করিয়াছ। তুমি তাহাদিগকে শৈশব ও অসভ্যাবস্থা হইতে ক্রমশ উন্নত করিয়া চরমে এমন এক গৌরবান্বিত উচ্চপদে স্থাপিত কর যে, হইয়া আমরা কখনও দর্শন করি নাই, এবং অন্তঃকরণে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতেও পারি না। প্রভো! তোমার মঙ্গলাদেশেই ন্যায়সত্তা, হিতৈষিণা, ও পবিত্রতা দিগন্ত যুগ হইতে আগমন করিয়া আমাদের নেত্র প্রফুল্ল ও অন্তঃকরণ পুলকিত করিতেছে। তুমিই উন্নত বুদ্ধি ও ধীশক্তি সম্পন্ন মনুষ্যদিগকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের দ্বারা প্রত্যেক অসভ্য দেশে, এবং মানবীয় ইতিবৃত্তের অত্যন্ত অন্ধকার দিবসে মনুষ্যের জীবন পথ সত্যালোকে পরিষ্কার করিয়াছ। পিতঃ! তোমারই প্রসাদে কোটী কোটী নরনারীগণ সামান্য দান প্রাপ্ত হইয়াও মহদ্বিশ্বাস সহকারে

জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিয়াছে, এবং লোকভয়ে ভীত না হইয়া কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করিয়াছে। এই সকল বিখ্যাত ও বিনম্র মনুষ্যদিগের কৃত সৎকার্য্য সকল যে আমাদিগের নিকট আনীত হইয়াছে, সেই নিমিত্তে তোমাকে ধন্যবাদ করি।

প্রভো! আমরা তোমার নিমিত্তেই তোমাকে ধন্যবাদ করি। তুমি শিশু, যুবা ও পরিণত বয়স্কের জনকজননী। তুমি তোমার সভ্যাসভ্য সকল সন্তানকেই সমভাবে প্রেমকর। তোমার স্নেহময়-বাহুযুগল পাপী পুণ্যাত্মা উভয়ের গলদেশেই জড়িত হয়। তুমিই অনন্ত শক্তি ও অসীম জ্ঞানের পবিত্রাধার। আমরা তোমার অনন্ত ন্যায়ভাব ও পূর্ণপ্রেমের বিষয়ে নিশ্চিতআছি। তুমি এই সকল পূর্ণ ভাব হইতে জড়ময় পৃথিবী ও মানবদল সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক আত্মার নিমিত্তেই এক গৌরবান্বিত লক্ষ্যস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ।

পিতঃ! তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, এইরূপ তোমার পরিপূর্ণ ভাব আমাদের অন্তঃকরণে উদয় হউক যে, আমাদের প্রকৃতির এইরূপ মহত্ত্বতা বৃদ্ধি পাউক, যেন আমরা জ্ঞান বুদ্ধি ও আত্মার

সহিত তোমাকে প্রীতি উপহার প্রদান করিতে পারি। যে সকল পরিশ্রমে তুমি আমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছ; যে সকল আনন্দ আমরা তোমার প্রসাদে সম্ভোগ করিতেছি, এবং যে সকল পাপে আমাদের আত্মা মলিন হইয়া যাইতেছে; তাহা সকলই তোমার নিকট স্মরণ করিয়া নাথ! এই প্রার্থনা করি যে, আমাদের আত্মাতে এইরূপ পবিত্রতার বল আবির্ভূত হউক, যেন আমরা সকল শক্তির সহিত তোমাকে সেবা করিতে সমর্থ হই। যৌবন কালে যেন কোন পশু প্রকৃতি উত্তেজিত হইয়া আমাদের আত্মাকে বিনাশ না করে। আমরা যেন সেই সময়ে শরীরকে মহৎকার্য্যে নিয়োগ করিতে পারি। প্রৌঢ়াবস্থার অধিকতর ভয়ঙ্কর সময় আগত হইলে, যেন দস্তে আসিয়া আমাদিগকে কর্ত্তব্য ও আনন্দের সত্যপথ হইতে কুপথে লইয়া না যাইতে পারে। আমরা যে অবস্থাতেই পতিত হই, তাহাতেই যেন তোমার সহিত যোগদানে কৃতার্থ হইয়া তোমাকে অর্চ্চনা করিতে পারি। নাথ! তোমার শ্রেষ্ঠতম নির্ম্মল আকৃতিতে যেন দিনং পরিবর্ত্তিত হই। তোমার বিশুদ্ধ আকৃতির বিমল জ্যোতিতে যেন সদাকাল ভ্রমণ করি।

উত্তরোত্তরই যেন তোমার প্রসাদে গৌরব হইতে উন্নত গৌরব প্রাপ্ত হই। আমরা উপাসনা কালে যেইরূপ উন্নত ভাব সকল ব্যক্ত করি, কার্য্যেও যেন মনোভাব সেইরূপ পবিত্র হয়। নাথ! তোমার মঙ্গলরাজ্য শীঘ্রই আগমন করুক এবং তোমার সাধু-কামনা স্বর্গতুল বসুধাকে শান্তিজলে প্লাবিত করুক।

ত্রয়োবিংশ প্রার্থনা।

হে অনদ্যানন্ত সর্ব্বব্যাপী মহানপুরুষ! তুমি সকলকাল ও সকল স্থানেই পরিপূর্ণভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ। আমরা তোমার নিকটে ধাবিত হই, এবং মুহূর্ত্তকালের নিমিত্তে তোমাকে উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করি। তোমার সুনির্ম্মল আকৃতির সমুজ্জ্বলকিরণে আমাদের সমস্ত জীবন বিস্তীর্ণ করিয়া উপাসনা কালে এই প্রার্থনা করি যে, আমাদিগকে সমুচিত বল দেও যেন পবিত্রহস্ত ও প্রফুল্লান্তঃকরণ সহকারে তোমার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করিতে

পারি। আমরা ইহা জ্ঞাত আছি যে, তুমি আমাদের অধরোষ্ঠ বিনির্গত প্রার্থনাবলি কিম্বা অন্তরোত্থিত সকৃতজ্ঞ মনোভাব কিছুই আকাঙ্ক্ষা করনা। নাথ! আমরা নিতান্ত দুর্ব্বল ও তোমার চিরাধীন, এই প্রযুক্ত কিয়ৎকাল তোমার সহিত যোগদানে আত্মাকে বলীয়ান্ করিতে ইচ্ছা করি। প্রভো! তুমি কাহাকেও তিরস্কার করনা, কিন্তু অসীম বদান্যতা সহকারে দিন দিন অপর্য্যাপ্ত আনন্দ বিতরণ করিয়া সমুদায় মনুষ্যকেই সন্তৃপ্ত কর। তোমারই করুণায় মনোহর হরিত-শোভা গিরিগুহা সকল অনুপমরূপে সুশোভিত করিতেছে, এবং বৃক্ষপত্র সুসজ্জিত হইয়া সমীরণ ভরে দোলায়মান হইতেছে। তুমি জন্তুগণের আহারোপযোগী তৃণাচ্ছাদনে পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করিয়াছ। তুমি স্থানে স্থানে শস্যরাজি উৎপন্ন করিয়া মনুষ্যের ক্ষুধানল শান্তি করিতেছ। ফল সকল শাখোপরে গ্রীষ্মবাতে দোলায়মান হইয়া তোমার মহিমাই ব্যক্ত করিতেছে। নাথ! রজনী সমাগতা হইয়া আমাদের নয়নযুগল নিমীলিত করিলে নভোমণ্ডলে নক্ষত্র সকল স্বর্ণজ্যোতি বিকাশ করিলে যদিও কোন ভাষা কিম্বা বাক্যের শেষমাত্র অবশিষ্ট

থাকেনা, তত্রাচ তোমার মহান্ আত্মা স্নেহের সহিত জাগ্রত্ পৃথিবীর ন্যায় সেই নিদ্রিত জগতকেও রক্ষা করে। হে পিতঃ! কি আশ্চর্য্য কৌশলেই মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি তাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবান্বিত প্রকৃতি দান করিয়াছ। জড়পদার্থ ও পশুপক্ষিদিগকে তাহার অধীন করিয়া দিয়াছ। আহা! তাহার শরীররূপ মৃন্ময়পাত্রে অনুপম বুদ্ধি শক্তি স্থাপিত করিয়া কি আশ্চর্য্য মহিমাই প্রকাশ করিয়াছ। প্রত্যেক মহদ্ বিষয়ে উন্নতি সাধনে তাহাকে অতুল শক্তি দান করিয়াছ। প্রভো! তোমার এমনই দয়া যে যখন তিনি শরীর রক্ষার্থে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব আহার অন্বেষণ করেন, তখনও তোমার করুণাবলে জীবনের যথার্থ আহাররূপ ধর্ম্মামৃত পান করিয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত আত্মাকে বলবান করিতে থাকেন।

হে করুণাময়! তুমি এই পৃথিবীতেই আমাদিগকে কি অনুপম সুখদান করিয়াছ। আমরা তোমার বলেই শ্রমশালী হইয়া পানভোজন দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিতেছি; বস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া সুখী হইতেছি, গৃহনির্ম্মাণ করিয়া নৈসর্গিক দুর্ঘটনা

হইতে রক্ষা পাইতেছি, এবং ঔষধপথ্যদ্বারা রোগাক্রান্ত শরীরের পুষ্টি বৰ্দ্ধন করিতেছি। সুনীতিসম্পন্ন উচ্চতর মহত্ত্ব কার্য্যের দ্বারা তুমিই আমাদিগকে সুশিক্ষা দান করিতেছ। তোমার প্রসাদেই নীতিজ্ঞান আমাদের মূর্খতা ও পাপরূপ ঘোরতর অন্ধকার মধ্যেও, নক্ষত্রতুল্য তোমার স্বর্গরাজ্যে উদিত হইয়া, চিরোজ্জ্বলজ্যোতিপ্রবাহ নিঃসৃত করিতেছে। আমরা তোমা হইতে দয়ার্দ্র অন্তঃকরণ লাভ করিয়া পিতা মাতা, স্বামি স্ত্রী, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা বন্ধু, পরিচিত সকলকেই প্রেমের কমনীয়বন্ধনে বদ্ধ করিয়া পরম সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। পিতঃ! তোমাকে এইবলিয়া শত শত ধন্যবাদ করি যে, আমাদের আত্মা চিরকাল তোমার নিমিত্তে ক্ষুধিত হইতেছে, এবং তোমার ন্যায় সত্য ও প্রীতি ব্যতীত ইহা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতেছে না।

প্রভো! তোমার অনুকম্পায়ই মনুষ্যগণ গৌরবান্বিত ইতিবৃত্ত লাভ করিয়াছে। তুমি আমাদিগকে অসভ্য শৈশবস্থায় সৃষ্টিকরিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে বিবিধ পথের দ্বারা এতদূর অগ্রসর করিয়াছ, এবং পরিশেষে যে মঙ্গলকর নিয়মানুসারে তোমার নির্দ্দিষ্ট

মহৎস্থানে সকলকেই উন্নত করিয়া সুখশান্তি দান করিবে ইহাতে কিছুমাত্র সংশয়ই হইতে পারেনা। তোমার নিয়মানুসারে ধর্ম্ম সংস্থাপকেরা প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদের পূর্ব্বেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা তোমা হইতেই সুনির্ম্মল বুদ্ধি লাভ করিয়া জগতে নানাপ্রকার মহদ্‌গুণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যে সকল সত্য তাঁহারা শিক্ষাদান করিয়াছেন, যে ন্যায় তাঁহারা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, যে প্রেমের দৃষ্টান্ত স্বস্ব জীবনের দ্বারা জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং যেরূপ পবিত্র পথে স্বীশক্তি সহকারে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, সেই সকলের একমাত্র তুমিই মূলাধার।

হা নাথ! সংসারের পথ অত্যন্ত বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ হইলেও সেই সকল শান্তপ্রকৃতি সুধীর মনুষ্যগণের পরিশ্রম দ্বারা তাহা নির্ম্মল ও পরিষ্কাররূপে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হইতেছে। হে পিতঃ! আমরা তোমাকে জড় ও মনুষ্যলোকের নিমিত্তে ধন্যবাদ করিবার সময়েও তোমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় লোকের নিমিত্তে নমস্কার করিতেছি। নাথ! এই

পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন আত্মাসকল সেই পরম লোকে যাইয়া স্থাপিত হয়। পিতা মাতা, স্বামী স্ত্রী, বন্ধু, বান্ধব যাঁহারা আমাদের পূর্ব্বে তথায় গমন করিয়াছেন; আমরা তাঁহাদের নিমিত্তে ঊর্দ্ধদিগে দৃষ্টিপাত করি, এবং এই বলিয়া তোমাকে ধন্যবাদ করি যে তাঁহারা সকলেই তোমার সহিত নিরাপদে বাস করিতেছেন। তোমার পিতৃস্নেহময় বাহুযুগলে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আলিঙ্গিত হইয়াছেন, এবং তোমার মাতৃস্নেহবৎ নেত্রযুগল তাঁহাদের উপরস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সদাকাল সুখশান্তি দান করিতেছে। হে পিতঃ। তোমার সত্য সুন্দর মঙ্গলস্বরূপ সমস্ত জগৎ ও মনুষ্য অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। তোমার অচিন্ত্যশক্তি, সর্ব্বজ্ঞজ্ঞান, অখণ্ড ন্যায়পরতা, এবং অসীম প্রেম সর্ব্বদা প্রকাশিত হইয়া তোমার প্রত্যেক পুত্রকন্যাকে রক্ষা করিতেছে। সাংসারিক কোলাহল মধ্যে যদিও তোমাকে আমরা বুঝিতে পারিনা, কিন্তু এই বলিয়া তোমাকে ধন্যবাদ করি যে, তোমার বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে নিঃসংশয় আছি, এবং সর্ব্বভয়সংহারক পূর্ণ প্রেম তোমাতে স্থাপিত করিতে সক্ষম হইয়াছি। আমরা

তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, আমাদের আত্মাতে পবিত্রতার গাঢ় ভাব আবির্ভূত হউক, এবং এইরূপ প্রকৃত বিশ্বাস বদ্ধমূল হউক যে, উত্তেজনার সময়ে রিপুদল আত্মার সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলে যেন তাহাদিগকে দমন করিয়া অনুগত দাস করিতে পারি। তাহারা যেন কখনও আমাদের প্রভু হইতে পারে না। প্রৌঢ়াবস্থার ভয়ঙ্কর কালে যেন অহঙ্কারের প্রচুর শক্তিকে আয়ত্ত ও বশীভূত করিতে পারি; এবং সহজজ্ঞান, ন্যায় ও হিতৈষণার আনন্দকর জয়শীল যাত্রার নির্ম্মল পথ প্রস্তুত করিতে আত্মাকে পূর্ব্বেই প্রেরণ করিতে সমর্থ হই। তুমি মনের ন্যায়পরতা ও আত্মার যে অতুল শক্তি দান করিয়াছ, যেন আমরা যেপর্য্যন্ত না পূর্ণ মনুষ্য হই সেইপর্য্যন্ত তাহাদিগের পরিচালনা ও উৎকর্ষ সাধন করি। আমরা যেন সেই কাল পর্য্যন্ত গৌরব হইতে উন্নত গৌরবে পরিবর্ত্তিত হই যে পর্য্যন্ত না সত্যই আমাদের মনোভাব হয়, ন্যায়ই আমাদের ইচ্ছা হয়, প্রেমই আমাদের ইচ্ছা হয়, প্রেমই আমাদের অন্তরের ধর্ম্ম হয়, এবং পবিত্রতা জীবনের প্রকৃত স্বভাব রূপে গণ্য হইতে থাকে। তোমার মঙ্গলরাজ্য শীঘ্রই

আগমন করুক, এবং তোমার সাধুকামনা পৃথিবীতে স্বর্গতুল্য শান্তি সুখ প্রদান করুক।

চতুস্ত্রিংশ প্রার্থনা।

হে জগদীশ তোমাকে কোন উপাধি দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। তুমি সমুদায় মনুষ্য গৃহেই চিরকাল বসতি করিতেছ, এবং স্বর্গরাজ্যে পরিপূর্ণ মঙ্গলভাবে বিরাজ করিতেছ। তুমি সর্ব্বদাই আমাদিগের নিকটে অবস্থিতি কর। আমরা তোমার নিকটবর্ত্তী হইতে ইচ্ছাকরি, এবং তোমার সুনির্ম্মল প্রেমালোক সমস্ত জীবন আলোকিত করিয়া আত্মাকে কর্ত্তব্য সাধনে ও দুঃখবহনে প্রস্তুত করিতে বাসনা করি। আমরা ইহা জ্ঞাত আছি যে, তুমি আমাদের হস্ত কিম্বা অন্তঃকরণের কোন কিছুই চাও না, কিন্তু আমরা দুর্ব্বলতা বশতঃ আমাদের অনন্তভাব অবগত হইয়া প্রার্থনা দ্বারা সবল হইতে আকাঙ্ক্ষা করি।

প্রভো! কি অনির্ব্বচনীয় করুণা সহকারে

তুমি আমাদিগকে এই জগৎ মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছ। আমরা তোমার প্রসাদেই সুবর্ণময় গগনরাজ্য দর্শন করিতেছি। আহা! রজনীযোগে তাহা কি অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হয়। মণিখণ্ডতুল্য অসংখ্য নক্ষত্র অগ্নিবৎ সমুজ্জ্বল কিরণে আলোকিত হইয়া তথা বিকীর্ণ হইতে থাকে। সেইকালে চন্দ্রমা মনোহারি মঞ্জু বেশ ধারণ করিয়া নিদ্রিত ভূমিখণ্ডে মহিমান্বিত আলোক জাল বিস্তার করিতে থাকে এবং দেশ কিম্বা নগরস্থ কোন পরিহার্য্য কুৎসিত পদার্থকেও পরম রমণীয় করিয়া তোলে। তোমারই প্রসাদে দিবাকর আমাদের নিমিত্তে উচ্চতর আকাশমণ্ডল হইতে দিবস আনয়ন করে; সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে মনোহর লোহিত বর্ণে পৃথিবীকে সুসজ্জিত করে, এবং মধ্যাহ্নকালে তোমার অনন্ত প্রেমজ্যোতি দ্বারা এই উন্নতিশীল বৃহৎ জগৎকে উষ্ণ করিয়া তেজস্বী করে। নাথ! তুমিই আমাদের পদতলস্থ পৃথিবীকে হরিদ্বর্ণে আচ্ছাদিত করিয়া পরম শোভার ভাণ্ডার করিয়া রাখিয়াছ। শস্যরাজি ভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া তোমার প্রসাদেই গ্রীষ্মবাতে দোলায়মান হয়। তুমি প্রত্যেক তৃণপত্রে অভিনব

শোভার সৃষ্টি কর, এবং তদ্দ্বারা জলাশয়তট ও পথের উভয় পার্শ্ব সুশোভিত করিয়া পরমানন্দ বিধান কর।

হে করুণাময়! তুমি অসীম করুণাবলে আমরা-দিগকে উৎকৃষ্ট প্রকৃতি দান করিয়া ইহকাল ও পরকালের উপযোগী করিয়াছ। তুমি আমাদিগকে স্বর্ণময় সুচারু অঙ্গে ভূষিত করিয়া মনোহারী করি-করিয়াছ, এবং আত্মাকে নক্ষত্রাপেক্ষা অধিক রমণীয় মণিময় ভূষণে সজ্জিত করিয়া অপার মহিমা প্রকাশ করিয়াছ। অন্ধকার তুল্য শৈশবের অজ্ঞতার সময়, সত্যের ঈষৎ প্রভা বিকাশ করিয়া থাক, এবং আমাদের প্রৌঢ় জীবনে তাহা উজ্জ্বল হয়। বিশুদ্ধ আলোক প্রকাশ করিয়া অন্তঃকরণে জ্যোতি-র্ম্ময় দিবস দান কর। মনুষ্যের আত্মা হইতে সত্য ও সৌন্দর্য্য তোমার মহিমা বলেই উৎপন্ন হইতেছে। যে সকল সত্য আমরা অবগত হইতেছি, যে সকল ন্যায় আমরা অবলোকন করিতেছি, যেরূপ প্রেম-শৃঙ্খলে ভ্রাতৃবর্গকে আবদ্ধ করিতেছি, এবং যে সঙ্গীত সমূহ সম্মিলিত আত্মা হইতে নিসৃত হইয়া এই পৃথিবীকে সুধাময় সঙ্গীতরসে অভিষিক্ত করিতেছে;

তুমিই উহাদের সমুদায়ের এক মাত্র প্রদাতা। আমরা তোমার প্রসাদেই প্রিয় সন্তানগণ প্রাপ্ত হইয়া বাহুবন্ধনদ্বারা তাহাদিগকে প্রেমালিঙ্গন করিতেছি, এবং গৃহান্তরে সমাদরে রক্ষা করিয়া হস্ত ও মস্তিষ্কের পরিশ্রম সহকারে তাহাদের ভরণ পোষণ করিতেছি। প্রভো! তাহারা আমাদের আত্মার আত্মা, অস্থির অস্থি, মাংসের মাংস। হে পিতঃ! আমরা তোমার নিমিত্তেই তোমাকে ধন্যবাদ করি। তোমার অনদ্যনন্ত পূর্ণভাব, অশেষ শক্তি, বিশুদ্ধ ন্যায়পরতা ও সর্ব্বদর্শি জ্ঞানের বিষয় আমরা অবগত আছি। প্রভো! তোমার অনির্ব্বচনীয় অসীম প্রেমের কথা কি কহিব! তাহা এরূপ নিস্বার্থ ও মহান্ যে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা তাহা বুঝিতে পারি না, এবং প্রার্থনাকালীন উচ্চতর গম্ভীর ভাবে তাহা কল্পনা করিতেও সমর্থ হই না। হে প্রেমের অসীম জলধি! যৎকালে তুমি অমৃতময় বাহুযুগলে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া প্রত্যেক নক্ষত্রকে রক্ষা কর, তখনও মেঘ হইতে জলধারা বর্ষণ করিয়া ক্ষুদ্র তৃণপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাক। এমন কি রজনীযোগে তৃণোপরি বিস্তারিত ঊর্ণনাভের তন্তু-

জালকেও রক্ষা করিতে ত্রুটি কর না। তুমি প্রত্যেক বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পদার্থের জন্য সতর্ক থাক। তুমি সকল পদার্থের জনকজননী। পার্থিব জনকজননী যেমন সন্তানকে প্রেম করিয়া থাকেন, তোমার প্রেমের ভাব সেরূপ নহে।

তুমি কিছু আমাদিগকে কোন কার্য্যের নিমিত্ত ভাল বাস না, অথবা অন্তঃকরণ কেবল কৃতজ্ঞতা রসে অভিষিক্ত হইয়া তোমার উদ্দেশে ধন্যবাদ সূচক সঙ্গীত ধ্বনি করিলেই আমাদিগকে প্রীতি কর না। কিন্তু তোমার মধুময় অসীম প্রেমসাগর হইতে প্রেম ধারা নিরন্তই হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান ও ইহুদি প্রভৃতি সকলের গাত্রে প্রবাহিত হয়। তোমার প্রেম, পাপী ও পুণ্যাত্মা সকলের উপরই সমভাবে বিরাজ করে। প্রভো! তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যেন গুণ সমস্তে বিভূষিত হইয়া, পদার্থ সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া, এবং তোমার করুণা দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া আমরা তোমার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি এবং জ্ঞান বুদ্ধি ও আত্মার সহিত তোমাকে প্রেম করিতে সমর্থ হই। আমরা যেন তোমার সেই সকল আদেশ প্রতিপালন করি, যাহা

তুমি আমাদের শরীর ও আত্মার উপর অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছ। শরীরের প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ, আত্মার প্রত্যেক বৃত্তি এবং জড় ও মনুষ্যের উপর উপার্জ্জিত শক্তি সহকারে যেন সদাকাল তোমাকে সেবা করিতে পারি। আমাদের মধ্যে এইরূপ প্রেম ও বিশ্বাস আবির্ভূত হউক, যেন আমরা তোমার প্রত্যেক নিয়ম রক্ষা করি, প্রত্যেক কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করি, এবং তোমার দৃষ্টিতে নক্ষত্রবৎ সুন্দররূপে প্রতীয়মান হই। কোন অপবিত্র পদার্থ যেন আমাদের হস্ত কলঙ্কিত না করে। কোন দূষিত ভাব যেন অন্তঃকরণের পবিত্রতা হরণ না করে। আমরা যেন সকল ভ্রাতাকেই আত্মবৎ দেখিয়া তোমাকে সকলাপেক্ষা প্রেম করি। এইরূপে শৈশবরূপ নূতন জীবন কলিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া যেন প্রৌঢ়াবস্থায় পার্থিব মহিমান্বিত মনোহর জীবনকুসুমে পরিণত হই; এবং পরিশেষে তোমার স্বর্গরাজ্যে অবিনশ্বর মহাফল প্রসব করিয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করি। নাথ! দিন দিনই তোমার স্বর্গরাজ্য আগমন করুক, এবং তোমার বিশুদ্ধ কামনা পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়া শান্তি সুখ দান করুক।

পঞ্চত্রিংশ প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! তুমি প্রত্যেক স্থানেই তোমার বাস-স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ। যে সকল আনন্দ আমরা সম্ভোগ করিতেছি যে সকল কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিতেছি; এবং যে দুঃখসমূহ আমাদের অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে; সেই সকল তোমারই নিকট স্মরণ করি। তোমার নির্ম্মল আকৃতির বিশুদ্ধ আ-লোক প্রাপ্ত হইলে আমরা প্রত্যেক কর্ত্তব্য সাধনে সক্ষম হইতে পারি, এবং প্রত্যেক আনন্দের নিমিত্তে কৃতজ্ঞতা রসে পরিপূর্ণ হই। যেমন তুমি ভূমিখণ্ডকে সূর্য্যকিরণ দান করিয়া তেজস্বী কর এবং যাচ্ঞা না করিলেও তাহাকে স্বর্গ হইতে বারিবর্ষণ করিয়া সিক্ত কর, সেইরূপ আমরা ইহা অবগত আছি যে তুমি আমাদিগকেও তোমার করুণামৃতে পরি-পোষণ ও সিক্ত করিবে। কোন বিষয়ের নিমিত্তেই তোমাকে প্রার্থনা করিতে হয় না। কিন্তু আমরা পাপান্ধকারে আবৃত হইলে তোমার নিকট ধর্ম্মজ্যো-

ক্তির আকাঙ্ক্ষা করি এবং দুর্ব্বলতার সময়ে তোমার শক্তির অনন্ত ভাণ্ডার হইতে কিঞ্চিৎ বল প্রার্থনা করিয়া তোমার সর্ব্বদর্শী প্রেমনেত্রে সুন্দর হইতে বাসনা করি।

প্রভো! তুমিই আমাদের জনক জননী। তোমার অসীম প্রেম সকল কার্য্যের উপরই বিরাজ করিতেছে। তোমার করুণা বলেই দুঃসহ গ্রীষ্ম ভরে সুখাদ্য সকল মৃত্তিকা হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে। তুমিই মনোহর পুষ্পরাজিতে পথের উভয় পার্শ্ব সুসজ্জিত করিতেছ; তুমিই ক্ষেত্রসমুহ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিতেছ, এবং তুমিই নক্ষত্র সকলকে পরম রমণীয় রূপ-লাবণ্য প্রদান করিয়া মনোহারী করিয়াছ।

নাথ! আমরা এই বলিয়া তোমাকে ধন্যবাদ করি যে, চন্দ্রের মনোহর গল্প প্রত্যেক রজনীতেই আমাদের নিকট কথিত হয় এবং সূর্য্য এই মহিমান্বিত দৈবসিক জ্যোতি তোমার গৌরবের স্বর্ণময় পাত্র হইতে নিঃসৃত করে। তুমিই অচিন্ত্য করুণা সহকারে সমুদ্রতীর হরিৎ ও লোহিত বর্ণে ভূষিত কর ও পার্ব্বতীয় প্রদেশ বন্য শোভায় শোভিত কর,

এবং উষা ও প্রদোষ কাল মনোহর বর্ণে রঞ্জিত করিয়া থাক। নাথ! এই সকল পৃথিবীস্থ মহিমাই তোমার জ্ঞানাতীত প্রেমের চিহ্ন আমাদের নিকট প্রকাশ করে। ইহা দ্বারা আমরা ইহাও জানিতে পাই যে তোমার নির্ম্মল আত্মার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে গোপন ভাবে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে প্রেমানন্দে মগ্ন করে।

পিতঃ! তুমি এই পৃথিবীকে এত বৃহৎ সৃষ্টি করিয়া ও তাহাকে বিবিধ শোভা সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়া আমাদিগকে স্থান ও কালের সীমাতীত বৃহত্তর আত্মা প্রদান করিয়াছ; এবং তাহাকে এইরূপ মহত্ত্বের সহিত ভূষিত করিতে আমাদিগকে শক্তি দান করিয়াছ যে তদ্দ্বারা জলধিতটস্থ হরিৎ ও লোহিত শোভাও লজ্জিত হয়; এবং তাহার সুনির্ম্মল মহিমার সুধাসিক্ত রমণীয় জ্যোতি ও তিতিক্ষার সমুজ্জ্বল কিরণ প্রভাবে গগণস্থ নক্ষত্র সকল আলোক হীন হইয়া অদৃশ্য হয়। প্রভো! তুমি আমাদিগকে কি মহৎ প্রকৃতি দান করিয়াছ। আহা! তাহার শক্তি কি আশ্চর্য্য। তাহার উন্নতি কখন স্থগিত

হয় না। দিনদিনই তাহা বৃহৎ হইতে বৃহত্তর ও মহৎ হইতে মহত্তর পদে সমুন্নত হইতে থাকে, এবং দিনদিনই আত্মার অভ্যন্তর হইতে শোভা সৌন্দর্য্য উৎপন্ন হইয়া তাঁহাকে রমণীয়রূপে অলঙ্কৃত করিতে থাকে। মনুষ্যের প্রত্যেক বিজয়ের নিমিত্তে তোমাকে ধন্যবাদ করি। নাথ! তোমার প্রসাদেই সুস্পষ্ট সত্যসকল বিগত যুগ হইতে মধুরস্বরে আমাদের নিকট সমাগত হইতেছে। তুমিই মনুষ্যদলে প্রশান্ত আত্মা ধীর পুরুষদিগকে উৎপন্ন করিয়া আমাদের শক্তি জ্ঞাপন করিয়াছ, এবং তাঁহাদের জীবন দ্বারা তোমার সত্ত্বা আমাদের নিকট কথঞ্চিৎ ব্যক্ত করিয়াছ।

হে পরমপিতা পরমেশ্বর! তোমার প্রসাদে বর্ত্তমান সময়ে নরনারীগণও কোন অংশে ন্যূন নহেন। তাঁহারাও মহদ্ভাবে ভাবুক হইয়া ন্যায় সত্য ও প্রেমব্যক্ত করেন; এবং সর্ব্বস্থানে স্বস্থ জীবনের দ্বারা শান্তির দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়া মনুষ্য মধ্যে দয়া ধর্ম্ম রোপণ করেন। প্রভো! আমরা তোমাকে জীবনের বিবিধ অবস্থার নিমিত্তে ধন্যবাদ করি। আহা! শৈশবে আমাদের জীবনরূপ ক্ষুদ্র কুসুম

কলিকা কি মনোহররূপে সজ্জিত কর, এবং পরিশেষে তাহাকে প্রৌঢ়াবস্থায় প্রস্ফুটিত পুষ্পে উন্নত করিয়া আশারূপ গন্ধামোদে আমোদিত কর। পিতঃ! বৃদ্ধ মনুষ্যের জীবনরূপ পরিপক্ক ফলের নিমিত্তে তোমাকে ধন্যবাদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিনা। আহা! বৃদ্ধের আকৃতি কিরূপ সম্ভ্রান্ত ও মহান্ করিয়াছ। তাহার রজতকান্তিবিশিষ্ট শুভ্রকেশরাজির কি রমণীয় ভূষা, এবং তাহার বিগত সৎ-কার্য্যের স্মৃতি ও সৌন্দর্য্য কি মনোহারী। এইরূপ জীবনের বিবিধ অবস্থাতে তুমি পিতা পুত্র স্বামি স্ত্রী ও বন্ধুবান্ধবদিগের অন্তঃকরণে কি অনুপমানন্দ দান করিয়াছ; এবং সন্তোষকর আশীর্ব্বাদ দানে তোমার সন্তানগণের শিরোদেশ রঞ্জিত করিয়াছ। হা প্রভো! যখন আমাদের জীবনের গ্রীষ্মকাল শেষ হইয়া অদৃশ্য হইবে; যখন মানব তরু হইতে সুপক্ক ফল নিপতিত হইবে, তখন তুমি তথা হইতে অমূল্য বীজ সমাদরে লইয়া গিয়া তোমার সহিত অনন্তকাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিবে। হে পিতঃ! তুমি যে সমুজ্জ্বল পরলোক তোমার সন্তানগণের যথার্থ স্থানরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছ, তাঁহা কি আশ্চর্য্য ও মনোহর ধাম। সেইস্থানে

তোমার কোন সন্তানই বিনাশ পাইতে পারেনা; এবং সেইস্থানে তুমি সকলকেই তোমার অনন্ত মাতৃপিতৃ স্নেহে প্রতিপালন করিয়া প্রেমানন্দে মগ্ন কর।

এই সকল বিষয় স্মরণ করিয়া আমরা এই প্রার্থনা করি যে, তোমার প্রীতিপূর্ণ আশীর্ব্বাদে বিভূষিত হইয়া যেন মহৎ ও মহিমান্বিত জীবন যাপন করিতে পারি, এবং পরিপূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হই। আমরা যেন জ্ঞানের সহিত শরীরকে চালনা করি। যেমন মৃন্ময়পাত্রে রত্ন স্থাপিত হয়, যেন সেইরূপ আমরা শরীরকে আত্মার আধার রূপে গণনা করি। তোমার সহিত যেন আমাদের সখ্যভাব নিবদ্ধ হয়। তোমার পরিপূর্ণ মঙ্গলভাব অবগত হইয়া, এবং অন্তরের সহিত তোমাকে প্রীতি করিয়া যেন সকল ভয় দূর করি। যে নিয়ম তুমি পৃথিবীতে প্রচার করিয়াছ, এবং যে আদেশ তুমি আত্মার অভ্যন্তরে সুমধুর স্বরে ব্যক্ত করিতেছ, তাহা যেন সত্যের সহিত প্রতিপালন করি। দিনদিনই যেন আমরা উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরূঢ় হই, যে পর্য্যন্ত আমাদের অন্তর দোষশূন্য হয়, বাহ্যের প্রত্যেক বিষয় সুন্দর ও মনোহারী হয়, এবং যে পর্য্যন্ত আমরা মঙ্গলারম্ভের

গৌরব হইতে তাহার পরকাষ্ঠা প্রাপ্ত হই। নাথ! তোমার মঙ্গলরাজ্য শীঘ্রই আগমন করুক, এবং তোমার সাধু কামনা পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়া নির্ম্মল সুখ প্রদান করুক।

ষট্‌ত্রিংশ প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! তুমি সমস্ত পদার্থে ও মনুষ্য মনে সদাকাল বর্ত্তমান আছ। তোমাতেই আমরা জীবন ধারণ করিয়া বসতি করিতেছি। আমরা যেন তোমাকে মনোমধ্যে ধারণ করিয়া যথোচিত বলবীর্য্য প্রাপ্ত হই, এবং প্রাতঃকালীন উপাসনা হইতে তোমাকে চিরজীবন সেবা করিতে শিক্ষা করি।

প্রভো! তুমি অসীম করুণাবলে এই বৃহৎ জগৎসৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে মনুষ্য শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছ, এবং দিনদিন আহার বিধান করিয়া তাহার পুষ্টি বর্দ্ধন করিতেছ। তুমিই গ্রীষ্মকালীন সাতিশয় উত্তাপ প্রভাবে তোমার চিরপোষিত জীবজন্তুগণের

আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছ, ও প্রত্যেক উদ্ভিদের অভাব সকল মোচন করিতেছ। তোমার প্রসাদেই জলধারা উচিত কালে ছেদিত শস্য ক্ষেত্রোপরে বর্ষিত হইয়া তাহাকে নবশস্যোৎপত্তির উপযুক্ত করিতেছে। গ্রীষ্ম ও রস এই দুইটি তোমার আজ্ঞাবহ ভৃত্যরূপে কার্য্য করিয়া সমস্ত উদ্ভিদ রাজ্যকে সুসজ্জিত করিতেছে। প্রভো! তোমার মঙ্গলকর নিয়মানুসারেই মনুষ্য শ্রম, সূর্য্যকিরণ ও বারিধারা সংযোগে মনুষ্য ও পোষিত জন্তুর খাদ্যসামগ্রী মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন করিতেছে।

প্রভো! তুমি যে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য দান করিয়াছ, তাহাদিগকে অপরূপ রূপদানে সমধিক রমণীয় করিয়াছ। কেবল যে আমাদের খাদ্যসামগ্রীই রমণীয় রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে এমন নহে, যে সকল দ্রব্য প্রত্যেক জীবিত পদার্থের অভাব সকল চরিতার্থ করে, তাহাদেরও কি অত্যাশ্চর্য্য মনোহারিণী শোভা। পিতঃ! তুমি কি আশ্চর্য্যরূপে আমাদের আত্মাকে সৃষ্টি করিয়াছ। তাহাকে কি অতুল শক্তি দান করিয়াছ। তোমার করুণাবলেই সে সকল বিষয় জানিতে পারিতেছে। তুমিই তাহাকে মহতী ইচ্ছা

দান করিয়াছ। তোমার প্রসাদেই সে বিশ্বাসের অধি কারী হইয়া তোমাকে সেবা করিতেছে ও উপাসনা করিয়া তোমার প্রেমানন্দে মগ্ন হইতেছে। তুমিই তোমার মনুষ্য সন্তানকে অনন্ত উন্নতির ক্ষমতা দান করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা মহীয়ান্ করিয়াছ। হে পিতঃ! পুরাকালীয় প্রশান্ত মনুষ্যগণ হইতে যে সুখসমূহ আমাদের নিকট আগমন করিয়াছে তন্নিমিত্তে তোমাকে ধন্যবাদ করি। তুমিই প্রশান্ত প্রকৃতি অসাধারণ মনুষ্যদিগকে বিবিধগুণে ভূষিত করিয়া যুগেযুগে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছ; তাঁহারা তোমার বলেই বলীয়ান হইয়া সৎকার্য্য সাধন পূর্ব্বক তোমার সন্তানগণের পথ প্রদর্শকের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। তোমার প্রসাদেই বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা অন্ধকার হইতে সত্যকে আনয়ন করিয়াছেন; এবং নিয়ম বেত্তারা পরিবার, সমাজ, রাজ্য ও জাতির মধ্যে তোমার সন্তানগণকে নিবেশিত করিয়া অশেষ সুনীতি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সত্যপ্রিয় ধীর পুরুষেরা তোমার প্রেমানন্দে উচ্ছ্বাসিত হইয়া আমাদিগকে সত্যোপদেশ দান করিয়াছেন, ন্যায় প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং তোমার অনন্ত সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া

প্রেমময় দোষশূন্য জীবনে কালযাপন করিতে আমা-দিগকে শিক্ষা দান করিয়াছেন।

পিতঃ! তুমি কেবল পূর্ব্বকালে সত্যপ্রিয় ধীর পুরুষদিগকে সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হও নাই; এখনও তদ্রূপ গুণ সম্পন্ন মনুষ্যদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাক। বর্ত্তমান সময়েও মহাত্মারা ন্যায় সত্য প্রকাশ করিয়া ভ্রাতৃবর্গের মঙ্গল সাধন করে, এবং মধুময় শান্ত রসাশ্রিত জীবন যাপন করিয়া তাহাকে পবিত্রতা ও হিতৈষণা দ্বারা সুরঞ্জিত করে। তোমার প্রসাদে তাহারা এখনও শ্রমযুক্ত ভুজযুগল চালনা করিয়া সকলের মঙ্গল সাধনে রত হয়, এবং তাহাদের প্রশান্ত মন মনুষ্য জাতিকে গাঢ়তম অন্ধকার হইতে তোমার শান্ত রসাস্পদ আনন্দময় নিত্যধামে লইয়া যাইতে পরিপূর্ণ জ্যোতি বিশিষ্ট অবিনশ্বর সত্য প্রদীপ বহন করে। আহা! তাহারা যেন সত্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের বুদ্ধিভূমিতে তোমার অনন্ত প্রেম, শক্তি ও মঙ্গল ভাবের মহান সত্য সকল অঙ্কিত করিতে থাকেন। হা প্রভো! বর্ত্তমানকালীয় ধর্ম্মসংস্থাপক, প্রচারক জ্ঞানী ও পুণ্যাত্মারা যেরূপ নামেই বিখ্যাত হউন

ও তাঁহারা যে অবস্থাতেই অবস্থিতি করুন, আমরা তাঁহাদের নিমিত্তে তোমাকেই ধন্যবাদ করি। হে করুণাময়! তোমার অনন্ত পূর্ণভাব আমরা তোমার নিকটেই স্মরণ করি এবং পৃথিবী ও আত্মার নিমিত্তে তোমাকে ধন্যবাদ করিবার সময় তোমাকে তোমার নিমিত্তেই সমধিক ধন্যবাদ প্রদান করি। কেননা তুমিই তাহা আমাদিগকে দান করিয়াছ; তুমিই অন্যান্য পদার্থপূর্ণ জীবলোক সকল রক্ষা করিতেছ, যাহা আমরা কিছুই জানিতে পারি না; এবং তুমিই মনুষ্যআত্মা বক্ষস্থলে ধারণ করিয়া আছ যাহা আমরা অপরিস্ফুটরূপ জ্ঞাত হইতেছি। তোমার দয়া গাঢ়তম অন্ধকার মধ্যেও প্রত্যেক দ্বারদেশ চিহ্নিত করিতেছ, এবং প্রত্যেক ভূমি খণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া মঙ্গলোৎপাদন করিতেছ; ক্ষুদ্রই হউক কিম্বা বৃহৎই হউক, তোমার অসীম প্রেম প্রত্যেক পরিবারে সমাগত হইয়া কখন অন্তর্হিত হয় না; কিন্তু স্থিরভাবে অবস্থিতি করিয়া দিন দিনই অভিনব আনন্দ উৎপাদন করে।

প্রভো! তোমার নিকটে আমাদের জীবন স্মরণ করিতেছি। আমরা বিবিধ সুখের নিমিত্তে তোমাকে

ধন্যবাদ করি, কিন্তু উপযুক্ত মত তোমাকে কিরূপ ধন্যবাদ করিতে হয় তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। তুমি সময়ে সময়ে আমাদিগকে দুঃখ সমূহ দান করিয়া থাক তন্নিমিত্ত তোমাকে আমরা প্রশংসা করিতে সাহস করি না; কিন্তু সেই সময়ও এই বলিয়া ধন্যবাদ করা উচিত যে, তাহাদের শোকরূপ মেঘাবৃত গাঢ় অন্ধকারের মধ্যদিয়া তোমার প্রেমজ্যোতি আগমন করে, এবং তোমার হস্ত সেই মেঘের নিম্ন প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া আমাদিগকে সমধিক মহিমান্বিত উচ্চপদে লইয়া যায়।

হে অনাথ নাথ! যতই কেন কঠিন না হউক আমরা তোমার সম্মুখেই আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য সকল স্মরণ করিতেছি। আমরা তোমাকে এইরূপ প্রার্থনা করিতেছি যেন তোমার প্রদত্ত মহৎ প্রবৃত্তি সকল চালনা করিয়া অজেয় চিত্তে প্রত্যেক দুঃখকে বহন করিতে পারি, এবং তদ্বহনে সমধিক মহিমান্বিত হইয়া যেন তোমার আদিষ্ঠ কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পন্ন করি। পিতঃ! তোমার নিকট আরও প্রার্থনা করি, যেন আমরা তোমাকে এইরূপ জানি যেন এইরূপ প্রগাঢ় প্রেম ও অবিচলিত ভক্তি

তোমাতে স্থাপন করি ; এবং যেন আমাদের জীবন এইরূপ পবিত্র হয় যে, আমাদের শরীরের প্রত্যেক অংশ ও আত্মার প্রত্যেক প্রবৃত্তি তোমার আদিষ্ট সৎকার্য্যে নিয়োগ করিতে পারি। আমাদের অন্তর ও বাহ্য জীবনে যেন দোষশূন্য ও তোমার নির্ম্মল দৃষ্টিতে পবিত্র হইয়া গগণস্থ নক্ষত্র কিম্বা সলিলস্থ কমলাপেক্ষা মনোহারি হয়। নাথ! এই-রূপ তোমার মঙ্গলরাজ্য আগমন করুক, এবং তোমার সাধু কামনা পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য শান্তি সুখে পরিপূর্ণ করুক।

সপ্তত্রিংশ প্রার্থনা

হে পরম পিতা পরমেশ্বর! তুমি সর্ব্বত্রেই বিরাজ-মান আছ। আমরা তোমার প্রেমময় আকৃতির বিশুদ্ধালোকে সুখ, দুঃখ, কর্ত্তব্য, আশা, স্মরণ করি এবং তোমার প্রদত্ত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া, তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা সূচক সঙ্গিত রব ধ্বনিত করি।

পূর্ণ মনুষ্য হইতেই আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা অতএব তোমাকে এইরূপ উপাসনা করি যেন আমরা চিরজীবন সৎকার্য্য সাধন করিয়া তোমার অর্চ্চনা করিতে পারি। প্রভো! আমাদের অন্তরের প্রার্থনা যেন তোমার গ্রাহ্য হয়, এবং আমাদের জীবন যেন প্রফুল্ল কমল তুল্য মনোহর রূপ লাবণ্যে শোভিত হইয়া নক্ষত্র তুল্য চিরস্থায়ী কিরণে উজ্জ্বলিত হইতে থাকে।

পিতঃ! তোমার করুণা সকল স্থানেই বিকীর্ণ আছে। তুমি সকলকেই অপর্য্যাপ্তরূপে দান কর অথচ কাহাকেও ভৎর্সনা কর না। মেঘ শূন্য সমুজ্জ্বল সূর্য্য কিরণে দিবস নির্ম্মলই থাকুক কিম্বা ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতে ভয়ঙ্করই হউক আমরা সকল সময়েই তোমার করুণা সমভাবে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইতেছি। তুমি গ্রীষ্মঋতুকে সমভাবে সকল জীব জন্তুর খাদ্য উৎপন্ন করিতে নিযুক্ত করিয়াছ। তুমিই ক্ষেত্র ও পথের পার্শ্বদেশ কুসুম ভূষণে ভূষিত কর। তুমিই সরসরি সুনির্ম্মল বক্ষঃস্থল সুরভি কমলদলে শোভিত কর। সমুদায় সৃষ্টি হইতেই তোমার মঙ্গল গীতধ্বনি ধ্বনিত হয়। যখন কোন ভাবা

কিম্বা বাক্য বর্ণন করে না, তখন নক্ষত্র তোমার বিষয় কুসুমের নিকটে প্রকাশ করে ও কুসুম তোমার প্রশংসানাদ নক্ষত্রসমীপে ধ্বনিত করে, এবং প্রবল পরাক্রান্ত মহাজলধি আকাশের নিকট তোমার অপার প্রেম ও অনন্তশক্তি ব্যক্ত করে।

হে করুণানিধান! তুমি আমাদিগের মনোরাজ্যে মহৎ প্রকৃতিসমূহ প্রদান করিয়া কি অনির্ব্বচনীয় করুণা প্রকাশ করিয়াছ। তুমিই সৃষ্টির ভূষণস্বরূপ অত্যাশ্চর্য্য পরম রমণীয় শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছ; এবং বাহ্যবিষয় সুখের দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়সকল তাহার সহিত সংযোগ করিয়া তাহাদের ব্যবহার ও সৌন্দর্য্য দ্বারা মনুষ্যের উন্নতির উপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছ।

প্রভো! তোমাকে এই মহৎ শক্তির নিমিত্ত ধন্যবাদ করি। আমরা যদ্দ্বারা প্রফুল্লচিত্তে সত্য ও সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিয়া বাহ্যবস্তুর উপর জয়লাভ করিতেছি; এবং যদ্দ্বারা জল, বায়ু, নক্ষত্র ও অগ্নি সকলকেই শক্তির আয়ত্ত করিয়া বিবিধ অভাব মোচনার্থে নিযুক্ত করিতেছি। হা নাথ! তুমি যে আমাদিগকে নীতিজ্ঞান প্রদান করিয়াছ, তাহাতে আমরা কি অপূর্ব্ব রূপ সম্ভোগ করি। ইহা দ্বারা

ন্যায়পরতা তোমার সহিত মিলিত হইতেছে, এবং ইহার দ্বারা তোমার ন্যায় ও সত্য আমরা অবগত হইয়াছি ও তাহাদিগকে আমাদের স্বভাবে পরিণত করিয়া পরম রমণীয়রূপ ধারণ করিতেছি।

হে অসীম প্রেমসাগর! তোমা হইতেই প্রেমভাব উৎপন্ন হইয়া পিতা মাতা, বন্ধু বান্ধব, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা প্রভৃতি কুটুম্বগণের উপর নিস্বার্থরূপে প্রবাহিত হইতেছে। তোমারই প্রসাদে বদান্যতার মহতী শক্তি পরিচিত বান্ধব ও পরিবারের সীমা অতিক্রম করিয়া সমস্ত জগতকে আনন্দরসে প্লাবিত করিতেছে। এই শক্তি প্রভাবে মনুষ্যগণ স্বার্থহীন হইয়া দীন দরিদ্রের অভাব মোচন করিতেছেন, অন্ধকারাচ্ছন্ন বিভ্রান্তকে আলোক দানে প্রফুল্ল করিতেছেন, স্বাধীনতাচ্যুত দাসগণের লৌহময় সুদৃঢ় শৃঙ্খল ভঙ্গ করিতেছেন, অজ্ঞকে জ্ঞান দান করিতেছেন এবং পাপিগণের দূষিত আত্মা সুপবিত্র ধর্ম্ম সলিলে পরিস্কার করিতেছেন।

হে পিতঃ! আমরা যে তোমাকে জানিতে পারিতেছি এই নিমিত্তে তোমাকে ধন্যবাদ করি। তোমারই করুণাবলে আমরা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লাভ করিয়াছি। ইহা-

দ্বারা আমরা আত্মাকে পার্থিববিষয়ে সংযোগ করিয়া একটী মনোহর বিশুদ্ধ সঙ্গীতে পরিবর্ত্তন করিতেছি। প্রত্যেক বিনাশশীল জন্তুর শব্দ সুমধুরস্বরে আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া ধর্ম্ম সুধাবর্ষণ করিতেছে; এবং ইহাই স্মরণ করিয়া দিতেছে যে তোমার অপার করুণা কেবল দেবতা, মনুষ্যের প্রতি প্রচারিত হইতেছে, এমত নহে কিন্তু তোমার অভিপ্রায় সংসাধনে যে ক্ষুদ্রতম জীব পৃথিবীতে সৃষ্ট হইয়াছে তৎপ্রতিও তাহা পূর্ণভাবে বিকীর্ণ হইতেছে। পিতঃ! তোমার অসীম অনুকম্পার চিহ্ন স্বরূপ পরমোৎকৃষ্ট পরলোক সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে পরিপূর্ণ মঙ্গলভাবে বিরাজ করিতেছ, এবং বর্ষে বর্ষে সন্তানগণকে তথায় লইয়া গিয়া তাহাদিগকে অমৃতের পরম রমণীয় পবিত্র ভূষণে ভূষিত করিতেছ। কত কত প্রিয় ব্যক্তিগণ আমাদের পূর্ব্বেই সেই স্থানে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা এই মর্ত্ত্যলোচনে অবলোকন করিতে পারিনা। কিন্তু ইহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি যে তোমার মধুময়ী মঙ্গলেচ্ছা পিতা মাতা, স্বামি স্ত্রী ও প্রেমিকদিগের সকল সন্তাপ দূর করিতেছে, তুমি তুল্যরূপে পাপী ও পুণ্যাত্মা উভয়েরই দয়াবান প্রভু।

আহা! সেই আনন্দপূর্ণ নিত্যধাম আমাদের অন্ধকার ও অশ্রুপাতের মধ্যদিয়া নয়ন যুগল আকর্ষণ করিতেছে, এবং অন্তঃকরণকে আশাদানে প্রফুল্ল করিতেছে। সকল কার্য্যেই তোমার অনাদ্যনন্ত পূর্ণভাব ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তোমার অনন্ত শক্তি, সর্ব্বজ্ঞান, বিশুদ্ধ ন্যায় ও অপার প্রেমের সুশীতল ছায়াতলে আমরা শ্রান্তি দূর করিতেছি। প্রভো! তুমি আমাদের জনক ও জননী। আমরা জানি যে কোন মঙ্গলের নিমিত্তেই তোমাকে প্রার্থনা করা আবশ্যক করে না, অথবা নাথ! আমাদিগকে স্মরণ কর, এইরূপও তোমাকে কহিতে হয় না। কেননা আমাদিগ হইতেও তুমি আমাদিগকে প্রীতি কর, এবং যেরূপ সৌভাগ্য লাভে আমরা এক দিবস ও ইচ্ছা করি না তদপেক্ষাও তুমি আমাদের অনন্ত মঙ্গলের কামনা কর।

নাথ! তোমাকে এই প্রার্থনা করি যেন তোমার প্রদত্ত দান ভোগে প্রফুল্ল হইয়া তোমার কৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসী অনুচর হই। তোমার অপার প্রেম ও সুমধুর দয়া স্মরণ করিয়া যেন সকল ভয় দূর করি। কুসংস্কাররূপ ধূলিরাশির প্রত্যেক কালিকা পর্য্যন্ত প

রিত্যাগ করিয়া যেন তোমার মহামহিমান্বিত প্রেমের নিমিত্তে আত্মাকে উন্মীলন করি; এবং তোমার আদিষ্ট মঙ্গলাদেশ লজ্জা নির্যন্ত্রিত না হইয়া সম্পন্ন করিতে সমর্থ হই। এইরূপে তোমাকে জানিতে পারিয়া ও বিশ্বাস করিয়া যেন তোমার প্রদত্ত এই শারীরিক প্রকৃতিকে হেয় জ্ঞান না করি; কিন্তু শরীরকে যেন আত্মারূপ মহামূল্য রত্নের আধার স্বরূপ ব্যবহার করি, এবং মন আত্মা ও ন্যায়পরতার সহিত তোমাকে ধ্যান করিতে নিযুক্ত হই। সত্যই মনুষ্যগণের শ্রেষ লক্ষ্য সাধন করিবার একমাত্র প্রধান উপায়। অতএব যেন আমরা তাহাকে নিস্বার্থ ভাবে আলিঙ্গন করি। এইরূপ আমরা সৎকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যেন চতুর্দ্দিগস্থ পদার্থপূর্ণ বাহ্য জগতকে জ্ঞানের সহিত ব্যবহার করি। আমরা যনপরিশ্রম সহকারে কেবল মাত্র গৃহাচ্ছাদন ও ঔষধ পথ্য দ্বারা শরীর রক্ষা না করি কিন্তু বুদ্ধি ও ন্যায়পরতা মার্জ্জিত করিয়া অন্তরকে উর্ব্বরা করি, এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি মহীয়ান করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করি। আমরা যেন পরিপূর্ণ সৎকর্ম্ম সাধন দ্বারা তোমাকে অর্চ্চনা করিতে পারি। নাথ! যখন তুমি আমাদের

সহিত এই পৃথিবীর কার্য্য সমাপন কর তখন যেন আমরা সবিজয় তোমার সঙ্গে সেই নিত্যধামে গমন করি, এবং মহিমা হইতে উৎকৃষ্ট মহিমায় উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া যেন এরূপ অনির্ব্বচনীয় অশ্রুত পূর্ব্ব মহানন্দে প্রবিষ্ট হই, যাহা মনুষ্য অন্তঃকরণ কখনও সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেনা। নাথ! তোমার মঙ্গলরাজ্য শীঘ্রই আগমন করুক, তোমার সাধুকামনা স্বর্গতুল্য পৃথিবীতে শান্তি বর্ষণ করুক।

অষ্টত্রিংশ প্রার্থনা।

হে জগদীশ! তুমি সদাকালই আমাদের নিকট আছ। আমরা তোমার ন্যায়, শক্তি, জ্ঞান ও প্রেম-ভাব জানিতে পারিয়া যেন তোমার নিকট বাধিত হই। যৎকালে তোমার সত্যসুন্দর মঙ্গল যুক্তি আমরা আত্মার অভ্যন্তরে অনুভব করি, তখন যেন সুখ দুঃখ আশা ভয় সকলই তোমার নিকট স্মরণ করি। ধর্ম্মের যে কিয়দংশ উপার্জ্জন করিয়া আমরা গৌরবান্বিত

হইয়াছি, এবং যে সকল পাপ দ্বারা আত্মা কলুষিত হইয়াছে তাহাও যেন তোমার নিকটে নিবেদন করি। প্রভো! তুমিই আমাদের বল ও মুক্তিদাতা, আমাদের বাক্য ও মনোভাব তোমার গ্রহণ যোগ্য হউক।

হে সকল পদার্থের অনন্ত প্রভো! আমরা তোমা হইতেই ধনশালিনী উর্ব্বরা পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে ধন্যবাদ করিতেছি। তুমি আকাশ মণ্ডলে ও পৃথিবীর প্রত্যেক প্রদেশেই সৌন্দর্য্যের মনোহর দৃষ্টান্ত বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছ। তুমি প্রত্যেক বৃক্ষপত্রেই নব শোভার আবির্ভাব কর এবং প্রত্যেক সুপক্ক ফলই তোমা হইতে রূপ লাবণ্য প্রাপ্ত হইয়া আমাদের রসনা আকর্ষণ করে। তুমি পথ বিশ্রান্ত কুসুমরাজিকে অত্যাশ্চর্য্যরূপে সুশোভিত করিয়া আমাদের দর্শন ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় চরিতার্থ কর। নাথ! রজনীর গৌরবের চিহ্ন স্বরূপ পরম শোভাকর চন্দ্রমা তোমার প্রসাদেই রজতময়ী নির্ম্মল আভা বিস্তার করিয়া অন্ধকার পথে পরিভ্রমণ করে। তোমার প্রসাদেই প্রত্যেক নক্ষত্র তাহার জ্যোতির্ম্ময় বিদ্যমানতা দ্বারা আত্মাকে বিষয়রসে মগ্ন করে, এবং তোমার প্রসাদেই সর্ব্বপ্রধান সূর্য্য তাহার অমৃতময় স্বর্ণপাত্র হইতে জ্যোতিপ্রবাহ

নগর, উদ্যান ও ধনী দরিদ্র সকলের উপর প্রবাহিত করিয়া পৃথিবীকে আনন্দময় করে।

পিতঃ! তুমিই আমাদের পদতলস্থ মৃত্তিকা হইতে পরমানু সংগ্রহ করিয়া এই অত্যাশ্চর্য্য রমণীয় শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছ। তোমা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই বসন্তকাল পৃথিবীকে মনোহর ভূষণে ভূষিত করিতেছে, গ্রীষ্ম তাহাকে রসাল ফলে পরিপূর্ণ করিতেছে, এবং শরৎ সুনির্ম্মল জলপ্রবাহে সর্ব্ব প্রদেশ প্লাবিত করিতেছে। আমরা তোমাহইতেই বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শ্রমসহকারে মৃত্তিকাতে শস্যোৎপাদন দ্বারা পরমানন্দ ভোগ করিতেছি।

প্রভো! তুমি করুণা করিয়া আমাদিগকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মহিমান্বিত প্রকৃতি দান করিয়াছ। তুমি আমাদের শরীরকে অত্যাশ্চর্য্যরূপে সৃষ্টি করিয়া এবং তন্মধ্যে আত্মাকে সন্নিবেশিত করিয়া এক মুষ্টি ধূলিরাশিকে জীবন দানে পরম রমণীয় করিয়াছ। তোমার করুণা বলেই আমরা উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং প্রাত্যহিক পরিশ্রমের মধ্যে উন্নতির অসীম উপায় সকল লাভ করিতেছি। তুমি আমাদের সম্মুখে গৌরবান্বিত লক্ষ্যস্থান নির্দ্দিষ্ট

করিয়া অসীম দয়া প্রকাশ করিয়াছ। তুমিই আমাদিগকে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত কর, এবং সেই চিরস্থায়ী মহান্ মঙ্গল প্রদান কর, যাহা তুমি কখনও কাহাকে দান করিতে পরাঙ্মুখ হওনা, এবং যাহা প্রত্যেক ব্যক্তিই সমুৎসুক চিত্তে প্রার্থনা করিলে সম্ভোগ করিতে সমর্থ।

পিতঃ! আমাদের বাহুযুগল তোমার করুণা বলেই এই পৃথিবীতে কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছে। তোমার নিয়মানুসারে পরিশ্রম দ্বারা শরীর, মন, আত্মা ও ন্যায়পরতা উত্তরোত্তর শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। তুমিই কার্য্যের চরমকালে পুরস্কার দান করিয়া আমাদের শ্রম সফল করিতেছ। তোমার দয়াবলেই আমরা গৃহনির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বসতি করিতেছি; বস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া পরিধান করিতেছি এবং শস্যোৎপাদন করিয়া জীবন রক্ষা করিতেছি।

হে করুণা নিধান মহান্ পুরুষ! গৃহের আনন্দস্বরূপ; জীবনের ভূষণ স্বরূপ ও ভোজনের তৃপ্তিস্বরূপ প্রিয়ব্যক্তিগণ আমরা তোমার প্রসাদেই প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি উন্নতিশীল মনুষ্যজাতি দ্বারা পৃথিবীকে পূর্ণ করিবার মানসে নবপ্রসূত শিশুদিগকে

সুখাবহ পিতৃমাতৃক্রোড়ে প্রেরণ করিয়া কেবল তাহাদিগকে সন্তুষ্ট কর এমন নহে বন্ধু বান্ধব সকলকেই আনন্দ রসে অভিষিক্ত কর।

পিতঃ! এই পৃথিবী অপেক্ষায় উৎকৃষ্ট লোকের বিষয় তোমার নিকট স্মরণ করি। ইহাকে আমাদের নেত্রে দেখে নাই, কর্ণে শ্রবণ করে নাই এবং অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই। যে প্রশান্তমূর্ত্তি ধীর পুরুষদিগের আত্মা আমাদের পূর্ব্বে তথায় গমন করিয়াছে সে আত্মা সংসারের ভয়ানক কোলাহল হইতে মুক্ত হইয়া এইক্ষণ পূর্ণভাবে উষাকালীন নক্ষত্র তুল্য সমুজ্জ্বল হইয়াছে। পিতঃ! আমরা তাঁহাদের বিষয় [illegible] দের পার্শ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও অদ্যাপি আমাদের প্রিয়রূপে গণ্য হইতেছেন। যদিও আমরা তখন তোমাকে ধন্যবাদ করিতে সাহস করিনা, যখন পিতা মাতা, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা, কিম্বা পরিচিত বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহাদের আকৃতি পরিবর্ত্তন করেন; যখন তাঁহারা পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া তোমার স্বর্গরাজ্যে নূতন জন্ম ধারণ করেন, তত্রাচ এই বলিয়া তোমাকে ধন্যবাদ করি যে ইহা আমরা নিশ্চিত আছি যে

তাঁহারা তোমার সহিত চিরকাল বাস করেন ; কোন বিপদই তখন তাঁহাদের উপর পতিত হইতে পারেনা। তোমর প্রেমময় বাহুযুগল সর্ব্বদাই তাহা-দের চতুর্দ্দিগে বেষ্টিত হইয়া থাকে, এবং তুমি তাহাদিগকে অনন্ত উন্নতি পথে লইয়া যাও।

হে পরিপূর্ণ মঙ্গল পুরুষ! আমরা তোমার নিমি-ত্তেই তোমাকে ধন্যবাদ করি। আমরা জানি যে তোমার জ্ঞান, শক্তি, ন্যায় ও প্রেমহইতে আমাদের বর্ত্তমান নিবাসস্থল পৃথিবী ও চরম আশার আনন্দ স্বরূপ স্বর্গরাজ্য সমুৎপন্ন হইয়াছে। সকল কার্য্যেই তোমার অসীম করুণা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আমরা যেস্থানে তোমার করুণা দেখিতে পাইনা সেই স্থানেও যেন তোমাকে অবিচলিত বিশ্বাস দ্বারা ভক্তি করি, এবং মনের সহিত প্রেম করিয়া সকল ভয় দূর করি।

পিতঃ। এইরূপ অমূল্য দানে ভূষিত হইয়া, এইরূপ মনোহর পদার্থ সমূহে বেষ্টিত হইয়া, এবং এইরূপ নিত্যানন্দ লাভে নিশ্চিত হইয়া আমরা এই প্রার্থনা করি যেন পৃথিবীতে মহীয়ান্ হই। আমাদের প্রকৃতি যেন দিনদিনই উন্নত সোপানে

আরূঢ় হয়। আমাদের আত্মা যেন উদারভাব ধারণ করিয়া জ্ঞানী ও মহৎ হয়, এবং প্রাত্যাহিক কার্য্যে উন্নতপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। আমরা যেন প্রতি-দিনই কোন অভিনব সত্য শিক্ষা করি: কোন নূতন ধর্ম্ম সাধন করি এবং তোমার দৃষ্টিতে প্রিয় ও সুন্দর হই। নাথ! তোমার মঙ্গলরাজ্য শীঘ্রই আগমন করুক, এবং তোমার সাধুকামনা স্বর্গতুল্য পৃথিবীকে শান্তিদানে প্রফুল্ল করুক।

উনচত্বারিংশ প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! তুমি সদাকালই বর্ত্তমান আছ। আমাদিগকে স্মরণ কর, তোমার নিকট এই রূপ প্রার্থনা করা অনাবশ্যক। যদিও আমরা উপাসনার দূর্ব্বলতা বশতঃ তোমাকে এইরূপ প্রার্থনা করি তথাপিও প্রার্থনার সরলাবস্থায় আমরা এই জানিতে পাই যে তুমি কোন প্রার্থনা চাওনা কিন্তু সর্ব্বদাই আমাদিগকে স্নেহের সহিত স্মরণ কর। হে পিতঃ!

তুমি পরিপূর্ণ সতর্কতাসহ সকল দিনই আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ কর। যখন যামিনী আসিয়া সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার করে, যখন আমরা শয্যা তলে নিপতিত হই তখনও তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর, এবং সুষুপ্তকালে সুখ শান্তি প্রদান করিয়া আনন্দিত কর। পিতঃ! "তুমি আমাদের নিকটবর্ত্তী হও" এই বলিয়াও তোমাকে আমরা প্রার্থনা করিবনা; তুমিত সমস্ত পদার্থে বসতি করিতেছ, বিশেষতঃ আমাদের আত্মাই তোমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট আসন, কিন্তু আমরা তোমার নিকটবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করিব যে তোমার বিশুদ্ধ প্রেমালোকে সোৎসাহ ও তেজস্বী হইয়া তোমার অর্চ্চনা দ্বারা যেন চিরজীবন যাপন করিতে পারি। পিতঃ! আমরা তোমার নিমিত্তে তোমাকে ধন্যবাদ করি। তুমি তোমার পূর্ণ প্রেম হইতে আমাদিগকে ও সমস্ত পদার্থকে সৃষ্টি করিয়াছ। আমাদের সকলের নিমিত্তেই পূর্ব্বেই অবিনশ্বর অসীম আনন্দ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছ এবং আমাদের অন্তর ও বাহ্য প্রদেশে এইরূপ মহদুপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছ যে সময়ে সময়ে মূর্খতাও আমাদিগকে সাহায্য করে; এবং ক্রোধও সময়ে সময়ে তোমার মঙ্গল সংসাধনে সমর্থ হয়।

প্রভো! তুমি আমাদের জনক জননী। তোমার প্রেম কখনও পতিত হয় না। পার্থিব বন্ধুগণ আমাদের দৃষ্টি হইতে বিনাশ পাইতে পারেন, পিতা মাতা আমাদিগকে বিস্মৃত হইতে পারেন, এবং আমরা আমাদের নিজের পক্ষেও বিশ্বাসঘাতী হইতে পারি কিন্তু তুমি আমাদিগকে কখনও পরিত্যাগ করনা ও কখনও আমাদের নিকট অবিশ্বাসী হওনা। তুমি সর্ব্বদাই আমাদিগকে এইরূপ প্রেম কর যাহা আমরা প্রার্থনা করিতেও পারিনা এবং যাহা আমরা অন্তঃকরণে কামনা করিতেও অক্ষম।

প্রভো! বিগত সময় হইতে যে সকল সুখ প্রাপ্ত হইয়াছি তন্নিমিত্তে তোমাকে ধন্যবাদ করি। তোমার প্রসাদেই আমরা বর্ত্তমানের পরমার্থতা সম্ভোগ করিতেছি, এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রার্থনা পরিশ্রম, অস্ত্র ও লোহিতপাতে শল্যোদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। তোমার দয়াবলেই স্থানে স্থানে জ্ঞানের আকর স্বরূপ বিদ্যামন্দির সংস্থাপিত হইয়া শিশুদিগকে শিক্ষা দান করিতেছে; এবং তাহা হইতে নির্ম্মল জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যদিগকে উন্নতিশীল করিতেছে। তোমার প্রসাদেই আমরা নানা প্রকার ধর্ম্ম হইতে

সত্য সঙ্কলন করিয়াছি, এবং আত্মাকে শান্তিভাবে তোমার সহিত সংযোগ করিয়া তোমার বিষয়ে সমধিক জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তোমাদ্বারাই মনুষ্যেরা উচ্ছ্বসিত হইয়া উদার মনে ও অন্তরে বিনম্র তোমার নিকট ধাবমান হইতেছেন এবং ন্যায়, সত্য, পবিত্রতা ও প্রেম অন্বেষণ পূর্ব্বক অন্তরাত্মা মনোহর রূপে ভূষিত করিতেছেন।

পিতঃ! তোমারই প্রসাদে প্রিয় ব্যক্তিগণ প্রেমভাবে অন্তরে সংযুক্ত হইয়া নির্ম্মল সুখদান করিতেছেন। তাঁহারা আমাদের অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস এবং আত্মার মধুময় নৈকট্য বন্ধনে সংবদ্ধ হইয়াছেন।

হে প্রভো! আমরা সেই সকল বন্ধুতাই স্মরণ করি যাহা সময় ও দেশের ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেনা। সেই সকল বন্ধুগণ ও পরিচিতের প্রেমই স্মরণ করি যাহাদিগকে সর্ব্বসংহারক ভয়ানক মৃত্যু আমাদের নেত্র হইতে লুকায়িত করিতে পারে, কিন্তু কখনও অন্তর হইতে লইয়া যাইতে পারেনা। যেসকল প্রশান্ত আত্মা ধার্ম্মিকেরা আমাদের পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছেন তাঁহারা তোমার দয়াবলেই সেই স্থানে

পূর্ণ মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন এবং যাহারা পরিশুদ্ধ না হইয়াই এই পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন তাহাদিগকেও তুমি উন্নতির শ্রেণীতে স্থান দান করিয়া উত্তরোত্তর উচ্চ স্থানে লইয়া যাইতেছ।

পিতঃ! আমাদের এইরূপ মহৎ প্রকৃতির উপযুক্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম সকল তোমার নিকটে স্মরণ করি। হে পরমজননি! তুমি আমাদিগকে তোমার স্নেহময় হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া রহিয়াছ এবং তোমার প্রীতিরূপ সুনির্মল নিশ্বাসে আমাদিগকে উন্নত করিয়া তেজস্বী করিতেছ। আমরা অত্যন্ত লজ্জার সহিত আমাদের দুর্ব্বলতা, মূর্খতা ও অহঙ্কার স্মরণ করিতেছি, এবং ইহাও আক্ষেপের সহিত মনে করিতেছি যে, শরীর ও আত্মা তোমার মঙ্গল ভাবের বিরুদ্ধে পাপ করিয়া জঘন্যরূপে কলঙ্কিত হইতেছে। আমরা তোমাকে এই প্রার্থনা করি, যেন আমরা মূর্খতাকে দূর করিতে পারি এবং তদবধিই কৃত দোষের নিমিত্তে প্রগাঢ় শাস্তি ভোগ করি; যেপর্য্যন্ত বিবেক দংশনে দংশিত হইয়া তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্ত না হই, এবং চক্ষে রক্তপাত হইলেও সত্যের পথে ন্যায়ের পথে গমন করিয়া

যে পর্য্যন্ত আত্মার আনন্দময় শান্তি লাভ করিতে পারি।

পিতঃ! এই পার্থিব মঙ্গলের নিমিত্তে আমরা তোমাকে প্রার্থনা করিবনা। পৃথিবীস্থ বিষয়ের নিমিত্তে তোমাকে কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয় তাহা আমরা কিছুই জানিনা। অতএব ধন কিম্বা দরিদ্রতা, দীর্ঘজীবন কিম্বা অল্প আর কিছুর নিমিত্তে তোমাকে প্রার্থনা করিতে সাহস করিনা। কিন্তু তোমাকে এইরূপ প্রার্থনা করি আমরা যেরূপ অবস্থাতেই থাকি, যেন পরিশ্রম সহকারে উত্তোরত্তর জ্ঞানী হই। তোমার মঙ্গলভাব, শক্তি ও প্রেমের বিষয়ে যেন স্থির নিশ্চয় হই। তুমি আমাদিগকে যে মহৎ প্রকৃতি দান করিয়াছ এবং যে মহিমান্বিত লক্ষ্যস্থান আমাদের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছ; তাহাতে যেন আমরা অবিচলিত বিশ্বাস স্থাপন করি। আমাদের হস্তই যেন আমাদের মুক্তির কার্য্য সাধন করে। আমরা যেন আনন্দের সহিত ভ্রাতৃবর্গের মঙ্গলসাধনে পরিশ্রম করি। যে সময়ে আমরা বাস করিতেছি আমাদের জীবন যেন সুশীল ভাবে সৎকার্য্য দ্বারা তাহাকে মহীয়ান করে। এইরূপ যেন দিনদিনই

তোমাকে সেবা করিতে পারি। নাথ! তোমার মঙ্গলরাজ্য শীঘ্রই আগমন করুক, এবং তোমার সাধু-কামনা স্বর্গতুল্য পৃথিবীকে শান্তিরসে অভিষিক্ত করুক।

চত্বারিংশ প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন! তুমি সর্ব্বত্রেই বিরাজমান আছ। কোন নেত্রেই তোমাকে দেখিতে পায় না; কোন বাক্যেই তোমাকে বর্ণনা করিতে পারেনা এবং মন তোমাকে পাইতেগিয়া নিবৃত্ত হয়। জ্ঞানরূপ মহাকোষে আমরা তোমাকে ধারণ করিতে ইচ্ছা করি। নাথ! তুমি আমাদিগের কাহা হইতেও দূরে বাস করনা; কিন্তু সকলের নিকটবর্ত্তী থাকিয়া সকলকেই করুণামৃত দানে সন্তৃপ্ত কর। আমরা তোমার নিকট সুখ, দুঃখ, আশা, ভয় এবং পাপ পুণ্য সকলই স্মরণ করি, এবং যৎকালে তাহাদের বিষয় আলো-চনা করি তখন যেন কৃতদোষ জনিত অনু-

তাপানলে দগ্ধ হই এবং দুষ্কর্ম্মের নিমিত্তে প্রকৃতরূপে লজ্জা পাই। আমরা যেন মহদ্ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উচ্চতর উন্নতি সোপানে আরূঢ় হই। প্রভো! তুমি আমাদের সম্মুখে সদা-কালই বর্ত্তমান আছ। অতএব প্রার্থনাকালে তুমিও আমাদের সঙ্গে প্রার্থনা কর, এবং আত্মাকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান করিয়া কিরূপ প্রার্থনা করিতে হয় তদ্বিষয়ে আমাদিগকে শিক্ষা দেও। হে পরমপিতা পরমেশ্বর! তোমার অপার করুণা এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াই আমাদের জীবন দান করিয়াছে। আমরা তোমার মধুময় স্নেহরসে অভিষিক্ত হইয়াই জীবিত রহিয়াছি; এবং যখন আমরা দুর্ব্বল হইয়া এইস্থানে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইব তখন তুমি আমাদিগকে এমনই এক অদৃশ্য ও অশ্রুতপূর্ব্ব অমৃত জীবনদান করিবে যাহা আমরা দুর্ব্বল অন্তঃ-করণে এইক্ষণ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতেও পারিনা।

প্রভো! তোমারই প্রসাদে সূর্য্যকিরণ শীত-কালে সমধিক হইয়া মনুষ্যের মুখমণ্ডল প্রফুল্ল করিতেছে। নক্ষত্র সকল তোমার আদেশেই সমু-জ্জ্বল জ্যোতিসহ নভোমণ্ডলে বিচরণ করিয়া কেন

সমস্ত রজনী নিদ্রিত পৃথিবীর তত্ত্বাবধারণ করিতেছে। তোমার দয়া আমাদিগকে উভয় নিদ্রিত ও জাগ্রতাবস্থায় রক্ষা করে। আমরা শয্যাশায়ী হইয়া তোমা দ্বারাই নিরাপদে নিদ্রা যাই, এবং জাগ্রত হইয়া তোমাকেই সঙ্গে সঙ্গে দর্শন করি।

নাথ! অন্তঃকরণে তোমার বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করিয়া যৎকালে আমরা নববর্ষের প্রবেশ দ্বারে দণ্ডায়মান হই এবং বিগত জীবন দর্শনার্থে পশ্চাদিগে নেত্রপাত করি, তখন গতবর্ষের আনন্দের নিমিত্তে তোমাকেই ধন্যবাদ করি। তোমারই প্রসাদে সুস্থতা ও উৎসাহ এই পার্থিব শরীরে উপার্জ্জিত হইয়াছে দেখিতে পাই। তখন হইতে দর্শন করি যে আমাদের হস্ত বিবিধ কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সুপটু হইয়াছে; আমরা পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ শস্য লাভে পরমানন্দ সম্ভোগ করিয়াছি, এবং যে আনন্দ সকলাপেক্ষা মহত্তর হইলেও আমরা তাহা প্রার্থনা করি নাই; তাহাও তোমার অত্যাশ্চর্য্য করুণা দ্বারা আমাদের প্রাত্যহিক শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে সুশিক্ষা হইতে সমাগত হইয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে।

পিতঃ! তোমা হইতেই এই পৃথিবীতে প্রেমের নবীনবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া প্রেমিকেরা পরস্পরের চক্ষেঃ সুখময় জ্যোতি অবলোকন করেন এবং তাঁহা-দের অন্তঃকরণ পূর্ব্বে বিভিন্ন থাকিলেও তখন একভাব ধারণ করিয়া আনন্দরসে অভিষিক্ত হয়। গৃহের আনন্দস্বরূপ নবপ্রসূত শিশুগণ তোমার করুণাবলেই পরমোৎসুক পরিবার মধ্যে প্রেরিত হয়। প্রভো! তোমার এমনই করুণা যে তখন তোমার প্রেম পিতা মাতার অন্তরে স্নেহরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে লালন পালন করিতে থাকে।

সমাপ্ত